ইন্দুমতী।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত
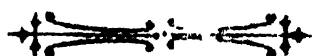
প্রকাশক

শ্রীফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

২৭নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১৩২১।

মূল্য এক টাকা চারি আনা।

বিজ্ঞাপন।

চরিত্র বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর শক্তি আর নাই। ঈশ্বর ভক্তি, স্বধর্ম্ম পালন ও ইন্দ্রিয় দমন অনন্ত উন্নতির কারণ। রাজ-দ্রোহিতার দ্বারা দেশের মঙ্গল না হইয়া ঘোর অমঙ্গল হয়। দেশের উন্নতি, ব্যক্তিগত উন্নতির উপর নির্ভর করে, এবং সেই ব্যক্তিগত উন্নতি একমাত্র শিক্ষা ও দেশের কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পাদির উপর নির্ভর করিতেছে। ইংরাজ রাজ্য স্থায়ী হইলে আমাদের দেশেরই মঙ্গল, এই সব বিষয় এই গ্রন্থে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

কুলিনপাড়া, সুখচর।
জেলা ২৪ পরগণা
কার্ত্তিক, ১৩২১

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
১	২১	মৃষল	মূষল
৪	১৪	স্তনে	স্তেন
৮	৩	কল্লোল	কল্লোলে
১৮ } ১৭ }	২ } ১৯ }	দুর্য্যোগ	দুর্যোগ
২১	১	হর্ম্ম	হর্ম্ম্য
,,	৪	স্নধু	শুধু
,,	৯	অক্ষমা	অক্ষম
,,	১৩	শিওরে	শিয়রে
২৪	১৪	সর্ব্বস্ত	সর্ব্বস্ব
,,	১৯	বলিল	বলিত
২৭	১৫	কাকুলী	কাকলী
,,	১৮	ঊর্দ্ধ	ঊর্দ্ধ
,,	,,	কুণ্ডয়ণে	কণ্ডুয়নে
,, } ৭৮ }	২১ } ৫ }	যথা	যেথা
৩০ } ৩৪ }	৬ } ২২ }	আব	আর
৩১	৭	অদ্ভুহ	অদ্ভুত

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধি
৩৩	২২	তেজদীপ্ত	তেজোদীপ্ত
৯৫	২১	তেজদৃপ্ত	তেজোদীপ্ত
৩৪	১০	অর্দ্ধ নগ্ন	অৰ্দ্ধ নগ্ন
৩৫	.	মুমূষুর	মুমূর্ষুর
,,	১০	কূল	কূলে
৩৭	"পঞ্চম সর্গের" নিম্নে	...	পরিচয়।
৪৬	২	সম্পণ্ডি	সম্পত্তি
,,	২৬	জজ্জরিত	জর্জ্জরিত
৪৭	৪	মিলিরা	মিলিয়া
৬৩	১৮	কৌমৃদী	কৌমুদী
১০৮	২	যাদের	যাদের
১২৯	১৬	পূর্ণ কীর্ত্তি	পুণ্য কীর্ত্তি
১৫৬	৯	দাঁধিঁয়া	দাঁধিয়া

—o—

সূচী পত্র।

প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ইন্দুমতী।

প্রথম সর্গ।

নৌকারোহণে।

প্রাবৃট সায়াহ্ন এবে। আচ্ছন্ন গগন
নিবিড় নীরদ জালে, নাহি রন্ধ্র কোথা।
চঞ্চলা চপলা খেলে মাঝে মাঝে তায়।
মাঝে মাঝে গুরু গুরু ডাকিছে অশনি,
আকাশে পাতালে তুলে প্রতিধ্বনি তার।
সদ্যঃস্নাত বৃক্ষ রাজি, তৃণ শষ্পচয়,
কোমল শ্যামলে আজ ছেয়েছে ধরণী।
পূর্ণ তোয়া প্রবাহিনী ঢাকি বেলা ভূমি
খর-স্রোতে কলনাদে চলেছে ছুটিয়া।
আসন্ন বিপদ হেরি বিমান বিহারী,
দ্রুত বেগে উড়ে যায় কুলায় আপন।

সমাপ্ত করিয়া কেহ আপনার কাজ,
অসমাপ্ত রাখি কেহ, ব্যস্ত হয়ে সবে
ধাইছে আপন গৃহে। পাছে কাল দোষে,
আসে বৃষ্টি অসময়ে সিক্ত করে বাস।
পালিত গৃহের পশু ফেলিয়া রাখালে
বহু পূর্ব্বে লইয়াছে আশ্রয় আপন।
গ্রাম্য-কুল-বধূগণ, পূর্ণ কুম্ভ কাঁখে,
সিক্তবাস লিপ্ত দেহ চলেছে ত্বরিত।
বালক বালিকা সবে গৃহে ফিরে আসি,
করতালি দিয়ে মেঘে করিছে সন্তাষ।
হেন কালে অকস্মাৎ স্বন্ স্বন্ রবে
উঠিল প্রবল ঝড়, ধূলি বৃক্ষ পাতা
ছাইল সর্ব্বত্র করি আঁধার অধিক।
কোথা নত করি কোথা ভাঙ্গি বৃক্ষ শির,
দরিদ্রের পর্ণ গৃহ কোথা মড়মড়ি।
প্রবল উচ্ছ্বাসে জল স্ফীত ঊর্ম্মি তুলি
আছাড়ি পড়িল কূলে। মুহূর্ত্তে মুছিল
নদীর প্রশান্ত ভাব, আর প্রকৃতির।
সন্ধ্যার আঁধার আর মেঘের আঁধারে
ঘনীভূত অন্ধকার। নিকটে ও দূরে
সমান অচল দৃষ্টি। মুষল ধারায়
আসিল নামিয়া বৃষ্টি। প্রবল ঝটিকা

প্রচণ্ড তাণ্ডবে করি ঘোর আস্ফালন,
করিল বিব্রত ধরা। মাঝে মাঝে শুধু,
অনল ঝলক ঢালি হাসি সৌদামিনী,
চকিতে দেখায় ওই ভৈরবী মুরতি
শান্তিময়ী প্রকৃতির। কোমলা প্রকৃতি,
করুণার প্রস্রবণ, হইয়াছে আজি
ভীষণা ভৈরবী সমা, আলু থালু কেশা,
সুষমা লাবণ্য হীনা, মুখে অট্ট হাসি,
গিয়াছে চলিয়া কোথা কোমলতা তার।
এ হেন সময়ে দূরে জাহ্নবীসলিলে,
যুগল আরোহী পূর্ণ একটী তরণী,
উঠিছে পড়িছে পুনঃ সজোরে আছাড়ি
উত্তাল তরঙ্গ মাঝে ফেণ পুঞ্জময়।
সাপটি ধরিয়া কর্ণ ডাকিছে নাবিক,
"বদর বদর বল, জোরে টান দাঁড়,
নির্ভয় হৃদয়ে যুঝ তরঙ্গের সনে;
যা আছে কপালে হবে নিয়তির লেখা,
টান জোরে, আরো জোরে—বদর বদর"।
তরণী ভিতরে বসি, অনিন্দ্য সুন্দর,
প্রথম যৌবনে স্ফীত, পূর্ণ গৌর দেহ,
জায়া পতি দুই জন রয়েছেন স্থির।
দেবব্রত পতি, জায়া ইন্দুমতী তাঁর।

পতির বয়স পঞ্চ বিংশতি বৎসর,
বিংশতি এখন পূর্ণ হয়নি ইন্দুর।
উভয়ের করে কর, চাহি পরস্পর
পরস্পর মুখ পানে। গবাক্ষ বাহিরে,
চকিত নয়নে কভু, প্রলয় করাল
ছায়া দেখি চারিদিকে, অর্থ পূর্ণ দৃষ্টি
করিছেন বিনিময়। কহিলেন ইন্দু,
নৈরাশ কাতর স্বরে "উপায় এখন ?"
সরিল না কথা আর। ধীর স্থির চিত্তে
কহিতে লাগিল পতি—"ভগবান একমাত্র
উপায় এখন, আর নাহি অন্যোপায়।
তাঁর পদে কর এবে আত্ম-সমর্পণ।
হয়োনা কাতর তুমি, জন্মিলে মরণ,
অবশ্য হইবে জনে, আজি নহে কাল।
সংসার কেবল মায়া, অলীক সকল,
এই আছে এই নাই। এই যে দেখিছ,
ভীষণ হুঙ্কারে ঝড় প্রলয়ের খেলা,
খেলিছে সলিল সাথে, দুলায়ে তরণী
উন্নত তরঙ্গ শিরে, সবেগে আছাড়ি,
ইহাও অলীক, আর কিছুক্ষণ পরে,
রহিবে না চিহ্ন তার প্রকৃতি উপরে।
প্রকৃতি যেমন ছিল রহিবে তেমনি।

জগতের হাসি কান্না, সৌন্দর্য্যের হাট,
প্রাণের এ আকুলতা, ভালবাসাবাসি,
ক্ষণেকের তরে শুধু। আত্মা অবিনাশী
অক্ষয়, অনন্ত, নিত্য। কত জন্মে জন্মে
মিশিতেছি পুনঃ পুনঃ তোমাতে আমাতে।
আজ যদি উভয়ের এ নশ্বর দেহ,
দৈবের বিধানে হেথা হয় অবসান,
প্রাণের আকুল প্রেম, বাসনার জ্বালা,
হইবে না কভু লয়। উভয়ে আমরা
আবার মিলিব পুনঃ পতি পত্নীরূপে।
ইহ জীবনের এই শেষ দিনে আজ,
ভীষণ আবর্ত্তময় কালের গহ্বর,
দাঁড়াইয়া দুইজনে সম্মুখে তাহার,
নিমেষের তরে এস ভুলিয়া সকলি,
অনন্ত মঙ্গলময় মহিমা বিভুর,
গাহিতে গাহিতে হই প্রস্তুত উভয়ে,
লইতে সংসার হ'তে অনন্ত বিদায়,
নব দেশে নব বেশে যেতে পুনরায়"।
কহিলেন ইন্দু "ঈশ্বরে বিশ্বাস তব,
আমার তোমাতে শুধু। তোমাকে ছাড়িয়া
তাঁহাকে ডাকিতে শক্তি নাহিক যে মম।
কত জন্ম তপস্যায় পেয়েছি তোমায়,

কেমনে ছাড়িব বল মুহূর্ত্তে এখনি,
এত প্রেম এত স্নেহ এত ভালবাসা,
কেমনে নিমিষে আমি ভুলিব সকলি ?
জীবনের কত সাধ, অতৃপ্ত বাসনা
তুমি যে আমার ! বল ভুলিয়া তোমাকে
কেমনে ঈশ্বরে আমি ডাকি এক মনে ?
দাঁড়াও সম্মুখে মম, জাগ্রত-ঈশ্বর !
দেখিতে দেখিতে তোমা কালের আবর্ত্তে,
ভীষণ তরঙ্গ মাঝে পশি ঝাঁপ দিয়া,
দেখিতে দেখিতে তোমা ডুবিব অনন্তে।"
কহিল যুবক "ওকি কথা ইন্দুমতি ?
তোমার ঈশ্বর আমি ! আমার ঈশ্বরে
ডাক দেখি প্রাণ খুলে। এস দুইজনে,
প্রাণের কাতর কথা জানাই তাঁহারে।
জলে ঝাঁপ দিয়া এবে আত্ম-নাশ আশা
মনেও করোনা কভু—মহাপাপ তায়।
যতনে রক্ষিবে দেহ শাস্ত্রের আদেশ।
ওই শুন অশিক্ষিত নাবিকের দল,
হলেও অদৃষ্ট-বাদী, পুরুষকারের
ঘোষণা করিছে জয়। করিতেছে সবে
পুরুষকারের সেবা। শুন আর বলি,
আমার আদেশ আর শেষ অনুরোধ।

যদি ডুবে যায় তরি, সাধ্য মত তুমি,
করিও অশেষ চেষ্টা প্রাণ রক্ষা হেতু।
ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি ধর্ম্মে রাখি মতি,
একমাত্র ঐকান্তিক, জীবহিত ব্রতে,
করিবে অর্পণ প্রাণ। সর্ব্বজীবে দয়া,
সর্ব্বজীব সেবা ইহা ঈশ্বরের সেবা।
ধর্ম্মের আশ্রয় যেই লয় এক মনে,
পাপ তাপ কভু তারে স্পর্শ নাহি করে।
দৈব যদি উভয়ের রক্ষা করে প্রাণ,
জানিও নিশ্চয় পুনঃ মিলিব উভয়ে,
দুই দিন আগে পরে। যদি যায় প্রাণ,
অবশ্য হইবে মিল জীবনের পারে।
এই শেষ কথা মম, শেষ অনুরোধ,
রাখিও সতত মনে, পালিও যতনে।"
এমন সময় উচ্চে কহিল নাবিক,
"হাল গেল ভেঙ্গে, লহ ঈশ্বরের নাম,
নৌকার বাহিরে এস এখনি সকলে।
ডুবিল ডুবিল তরি গেল রে গেল রে"
তখন ভীষণ ঝড়। উচ্চ বীচি মালা
বারেক তুলিছে তরি বহু ঊর্দ্ধ করে,
বারেক দিতেছে ফেলে তরঙ্গ গহ্বরে।

আছাড়ি পড়িল যেই তরণীর গায়,
উলটিয়া গেল তরি। তীব্র আর্ত্ত স্বরে
সকলে পড়িল জলে। তরঙ্গ কল্লোল,
ঝটিকা হুঙ্কারে আর, মিশাইয়া গেল
সেই আর্ত্তস্বর। সূচি-ভেদ্য অন্ধকারে,
জীবন সংগ্রামে সবে লাগিল যুঝিতে,
তরঙ্গ সঙ্কুল সেই নদীর উপর।
দেখিতে দেখিতে সেই ভীষণ তুফানে,
কে কোথায় ভেসে গেল দূর দূরান্তর।

দ্বিতীয় সর্গ।

মরণের পথে।

কৃষ্ণ পক্ষ নিশা এবে প্রথম প্রহর।
দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠে ধীরে ধীরে ধীরে,
পূরব আকাশ গায়। স্নেহ ধারা সম,
তরল জোছনা ঢালি প্রকৃতি উপরে।
হইয়াছে জলে স্থলে সিক্ত বৃক্ষ পত্রে
রজত কিরণ রশ্মি প্রতিভাত তার।
মেঘমুক্ত ওই নীল নির্ম্মল আকাশে,
বৃহৎ নক্ষত্র গুলি ভাতিছে সুন্দর।
সান্ধ্য ঝড় বৃষ্টি শেষে নীরব প্রকৃতি,
নীরব নদীর জল নীরব সকল।
এক মহা নীরবতা, বিচিত্র গাম্ভীর্য্য,
করিয়াছে ব্যাপ্ত এবে সমস্ত সংসার।
গঙ্গার পশ্চিম কূলে তটের উপর,
আলেখ্য-চিত্রিত যেন অট্টালিকা এক,
সলিল দর্পণে বিম্ব দেখি আপনার,
রয়েছে দাঁড়ায়ে ওই শুভ্র জোছনায়।
বিস্তৃত অলিন্দ তার নদীর সম্মুখে।
গৃহের আলোক রশ্মি যাইতেছে দেখা

মুক্ত বাতায়ন পথে বহু দূর হ'তে।
অলিন্দ সম্মুখে এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণ,
বেষ্টিত প্রাচীরে উচ্চ উত্তর দক্ষিণ।
নানাবিধ পুষ্প বৃক্ষ সযত্নে রোপিত।
বিচিত্র পল্লব আর কুসুম স্তবক,
সুশোভিত চন্দ্রালোকে। প্রাঙ্গণ মাঝারে,
স্থাপিত রমণী মূর্ত্তি খোদিত মর্ম্মরে।
কি সুন্দর মূর্ত্তি আহা! কি সজীব ভাব
ভাস্কর দিয়াছে তারে! ওষ্ঠপুট যেন
চাহে কথা কহিবারে! যুড়ি দুই কর
চাহিয়া ত্রিদিব পানে ডাকিছে ঈশ্বরে।
কৃত্রিম নির্ঝর হতে ঝর ঝর ধারে
সলিল ঝরিছে পদে। ধৌত করি পদ,
বেদী মূলাধারে জল হতেছে সঞ্চিত।
তথা হতে ধীরে ধীরে যায় আলবালে।
লোহিত সুন্দর বর্ত্ম, মর্ম্মর বেদিকা,
প্রাঙ্গণের মাঝে মাঝে। পূর্ব্ব প্রান্তে আছে
লৌহের সুন্দর বেড়া, প্রস্তর সোপান,
তথা হতে স্তরে স্তরে গিয়াছে নামিয়া,
গৈরিক সলিলা গঙ্গা তলদেশে তা'র।
তথায় করেন বাস "রাণী মা" নামেতে,
রাজার দুহিতা এক বনিতা রাজার।

তাঁহার আবাস দূর পূর্ব্ব বাঙ্গালায়।
শান্তির উদ্দেশে আর গঙ্গা বাস হেতু,
বিরহ কাতর তাঁর জুড়াতে হৃদয়,
নির্জ্জন জাহ্নবী তীরে করেন বসতি
তিনি বার মাস প্রায়। সঙ্গে থাকে তাঁ'র,
দাস-দাসী, বৈদ্য, আর অল্প পরিজন।
করুণায় পূর্ণ তাঁর রমণী হৃদয়।
দুঃখীর নয়ন জল মুছান আগ্রহে,
অকাতরে অর্থ দান করেন সতত
দরিদ্রের পীড়া আর ক্ষুধা নিবারণে,
লোক-হিতকর কার্য্য তাহার কল্যাণে।
দেব দ্বিজে ভক্তি ধর্ম্মে সুগভীর জ্ঞান।
বয়স চল্লিশ প্রায়, কি সুন্দর দেহ,
মাধুরী মণ্ডিত কিবা অপূর্ব্ব লাবণ্য!
কি এক জ্যোতির ছটা চারি দিকে তাঁ'র।
যৌবন উন্মেষে তিনি হারাইয়া পতি,
ব্রহ্মচারিণীর মত থাকিতেন সদা।
প্রভাত মধ্যাহ্ন আর সায়াহ্নে প্রত্যহ,
গঙ্গা স্নান, ধ্যান, জপ, আর দেব পূজা,
স্বামী-চিন্তা সদা তাঁর জীবনের ব্রত।
রাণীমা বসিয়া সেই অলিন্দ ভিতরে,
ধীর স্থির মুগ্ধ নেত্রে চাহি গঙ্গা পানে,

দেখিতে ছিলেন সেই প্রকৃতির খেলা—
সন্ধ্যার দুর্যোগ সেই ঝড়ের হুঙ্কার,
তরঙ্গের আস্ফালন, প্রচণ্ড তাণ্ডব।
দেখিলেন ক্রমে হ'ল আকাশ নির্ম্মল,
উঠিল চন্দ্রমা বিশ্ব হাসিল আবার,
দুর্যোগের কোন চিহ্ন রহিল না আর।
বলিলেন মনে মনে, "মানব জীবন
প্রকৃতির অনুরূপ, এই ছায়া আলো,
এই কান্না এই হাসি! সন্ধ্যার সময়,
ডুবিল ধরণী যেই ঘোর অন্ধকারে,
তাহার হবে না শেষ ছিল অনুমান।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য হায়! দেখিতে দেখিতে,
প্রকৃতির রঙ্গ-মঞ্চে অন্য পট আসি,
আরম্ভ হইল পুনঃ নব অভিনয়।
এই জীবনের এত দুঃখ অবসাদ,
অন্ধকার হাহাকার বিরহ-যাতনা,
ওই মেঘ বৃষ্টি মত হবে না কি লয়,
জীবনের পর পারে? অনন্ত জোছনা,
করিবে না আলো কি গো সে দেশের পথ?
আঁধার জীবন-পথে যেই প্রিয়জন,
গেছেন ফেলিয়া মোরে, তিনি আগু হয়ে,
লবেন আমারে কি গো সে দেশের পথে?

এ দেশের মত কি গো, সে দেশেও আছে,
হাহাকার রব, দুঃখ, বিরহ, আঁধার ?
কে জানে সে দেশ কিবা ! কি রহস্যময়
জীবন, মরণ, বিশ্ব, জন্ম, জন্মান্তর !
"কার্য্য কারণের কিযে অনন্ত শৃঙ্খলে,
রহিয়াছে বাঁধা এই জগৎ সংসার,
কেমনে বুঝিব ক্ষুদ্র মানব আমরা,
নাহি যে শকতি তা'র করিতে ধারণা।
রবির আলোক তাপে স্থূল বারি রাশি
সূক্ষ্ম বাষ্প কণা রূপে হয় পরিণত,
ইন্দ্রিয়ের অগোচর, নীল নভঃ কোলে,
সতত বেড়ায় ভাসি, কে দেখে তা বল ?
যখন অবস্থা ভেদে, শৈত্যের পরশে,
প্রত্যক্ষ অতীত সেই সূক্ষ্ম বারি কণা
গাঢ় কৃষ্ণ মেঘ রূপে হয় পরিণত,
স্থূল আবরণে ঢাকি সারাটি আকাশ,
প্রখর সূর্য্যের কর, শশি, গ্রহ, তারা,
আঁধারে ছাইয়া ফেলি সমস্ত সংসার,
কে জানে তাহার মাঝে আর কি শকতি,
আছে গো নিহিত শেষে কিবা তার ফল ?
চিকুর চমকে যবে, অনলের রেখা,
ঘন ঘন খেলে যবে জলদের গায়,

শ্রবণ বধির করি গরজে অশনি,
প্রবল বেগেতে ধারা হয় বরিষণ,
ডুবায় ধরণী খানি সলিল ভিতরে—
তখন তরাসে প্রাণ উঠে গো কাঁপিয়া,
কার্য্য কারণের এই শ্রেণী পরম্পরা,
তখন বুঝিতে পারি, দৃষ্টির অতীত,
অনেক বিষয় তবে হয় গো সরল।
"সামান্য জিনিস কভু উপেক্ষার নয়।
সংসারে আমরা সবে করি যত কাজ,—
জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, অন্তর ইন্দ্রিয়,
এই সব দিয়া সবে করি যত কাজ—
কি ফল সূচিত করে অলক্ষ্যে তাহারা,
সম্বন্ধ তাহার কিবা জীবনে মরণে,
ইহ-জন্মে, পর-জন্মে, বুঝিব কেমনে ?
সুখের দুঃখের নিজে নিয়ন্তা আমরা।
অনন্ত মঙ্গলময় বিধির বিধানে
শাসিত সংসারে, চির মঙ্গলের স্রোত
হইতেছে প্রবাহিত জীবের কল্যাণে।
অমঙ্গলে রহিয়াছে মঙ্গল জড়িত।
স্থূল-দেহ অন্তে যা'বে সূক্ষ্ম-দেহ চলে,
কর্ম্ম অন্তে কর্ম্ম ফল যা'বে তা'র সাথে।
পরকাল নহে কভু কবির কল্পনা।"

এ হেন সময়ে দাসী কহিল তাঁহারে,
"নাহিক দুর্য্যোগ এবে, প্রহর হইল নিশা
আজি কি'মা সান্ধ্য-স্নান করিবে না তুমি ?"
তখন চমকে চাহি কহিলা রাণীমা
"লহ বাস সঙ্গে এস চল যাই স্নানে।"
উঠিয়া তখন ধীরে গজেন্দ্র গমনে
চলিলেন রাণী মাতা সেবিকা সহিত,
স্নান করিবার হেতু গঙ্গার সলিলে।
উপর হইতে নিম্নে আসিয়া প্রাঙ্গণে,
তথা হতে ধীরে ধীরে আসি উপস্থিত
সলিল সমীপে সেই সোপান উপরে।
দুকূল করিয়া পূর্ণ, দেখিলেন তিনি,
নীরব প্রবাহে জল যেতেছে বহিয়া।
পূরব গগনে শোভে একটি চন্দ্রমা,
অসংখ্য চন্দ্রমা যায় সলিলে ভাসিয়া।
সোপানের সর্ব্ব শেষে আসিয়া রাণীমা
দেখিলেন ও কি ? ভয়ে শিহরিয়া উঠি ?
পশ্চাতে আছিলা দাসী ডাকিলেন তা'রে,
"নেমে আয়, দেখ একি রয়েছে হেথায়।"
বিস্ময়ে দেখিল দোঁহে একটি সুন্দরী,
সলিলে অর্দ্ধাঙ্গ তার অর্দ্ধাঙ্গ সোপানে,
মৃণাল নিন্দিত ভুজে রাখিয়া মস্তক,

রয়েছে শায়িতা রূপে ঘাট আলো করি।
সুদীর্ঘ চিকুর দাম পড়েছে এলায়ে
শৈবালের দাম যেন সলিল উপরে।
আয়ত বিশাল নেত্র রয়েছে মুদিত,
মুদিত পক্ষের পর ভ্রুযুগ সুন্দর,
যেন কেহ তুলি দিয়া রেখেছে আঁকিয়া।
তুষার ধবল তা'র ললাট উপরে
শোভিতেছে কি সুন্দর সিন্দুরের রেখা!
প্রকোষ্ঠে স্ফটিক চুড়, শঙ্খের বলয়,
'এয়তির লোহা', নাহি অন্য আভরণ।
আবরি অর্দ্ধাঙ্গ তার রয়েছে জড়িত,
ক্ষীণ কটি তটে বাস লিপ্ত দেহ সাথে।
মরণের কোলে শুয়ে তবু কি সুন্দর!
কি গৌরবময় কিবা সুষমা মণ্ডিত!
সুন্দর বদন কিবা, কিবা শান্ত ভাব!
মনে হয় যেন তিনি মরণের পরে,
পাইবেন ঈশ্বরের অনন্ত করুণা,
সুখ পূর্ণ শান্তি পূর্ণ অনন্ত জীবন,
এ আশায় করি ভর প্রশান্ত হৃদয়ে
অনন্ত মঙ্গলময় ঈশ্বর চরণে,
আত্ম সমর্পণ করি গেছেন ছাড়িয়া,
শোক দুঃখ পূর্ণ এই মানব সংসার।

স্থির হও ' কহিলেন রাণীমাতা তারে,

জীবিতা কি মৃতা, ইহা দেখি আমি আগে।" ইন্দুমতী পৃঃ ১৭

সভয়ে কহিলা দাসী "উঠে এস মা গো।
ইহা এক শব ঘাটে আসিয়াছে ভেসে।
কাজ নাই স্নান করি এখানে এখন।
ঘরে তোলা আছে জল কর তাতে স্নান।"
"স্থির হও" কহিলেন রাণী মাতা তারে
"জীবিতা কি মৃতা ইহা দেখি আমি আগে"।
যে ভাবে রয়েছে শির বাহুর উপর,
কখন পারে না হতে শবের সে ভাব।
যে ভাবে রয়েছে শুয়ে সোপান উপরে,
কখন পারে না স্রোত রাখিতে সে ভাবে।
বসন ভূষণ আর বিমুক্ত কবরী,
এরূপ পারে না হতে শবের কখন।
দাঁড়াও হেথায় আমি যাইব নিকটে
জীবিতা কি মৃতা ইহা দেখি আমি আগে।"
অশক্তা হইয়া দাসী কহিবারে কথা
রহিলা দাঁড়ায়ে সেই সোপান উপরে।
রাণীমা নিকটে গিয়া নিরীক্ষণ করি
দেখিলা সুন্দরী দেহ। দেখিয়া দেখিয়া
অনুমান হ'ল তাঁর, সন্ধ্যার দুর্যোগে

অনুমানে করি ভর, ধীরে নিজ কর
ধরিলেন সুন্দরীর নাসিকা উপর।
বুঝিলেন ধীরে ধীরে, অতি ধীরে ধীরে
তখনো পড়িতেছিল তাঁহার নিশ্বাস।
তখনো রয়েছে তাঁর জীবনের আশ।
তখনি চমকি উঠি কহিলা দাসীরে,
"ত্বরা ডাক ভৃত্য চারি খাটিয়া সহিত,
আর বৈদ্যে"। এই বলি বসিলা রাণীমা
সেই সুন্দরী শিয়রে। তুলিয়া মস্তক
লইলা আপন কোলে। কি সুন্দর আহা!
মূর্ত্তিমতী দয়া দেবী আর্ত্তজনে যেন
লইলা আপন কোলে। কত স্নেহ ভরে,
সংসারে জাগ্রতা দেবী স্নেহময়ী মাতা
তুলিয়া সন্তানে যেন লইলেন কোলে।
স্নেহ দয়া সমব্যথা তুল্য কিবা আর
জগতে সুন্দর আছে? এ সৌন্দর্য্য হায়
আজিকে বিলুপ্ত প্রায়। কি দুঃখের কথা!
তুলিয়া আপন অঙ্কে মস্তক তাহার,
নিবিড় কেশের দাম লাগিল গুছাতে।
রক্তিম অধর পুট সযত্নে ধরিয়া
ফুৎকার লাগিল দিতে রাণীমা তাহাতে।
কভু বা অঞ্চল দিয়া মুছান মস্তক,

বদন, হৃদয়, কণ্ঠ, কভু কেশ ভার,
কভু বা যতনে হাত বুলান শরীরে
চিবুক ধরিয়া স্নেহে নাড়ি বার বার।
কি যেন উচ্ছ্বাসে কিবা ভরিল হৃদয়,
ভিজিল নয়ন তাঁর স্নেহ-অশ্রুজলে,
কাঁপিয়া কাঁপিয়া অশ্রু নেত্র যুগ হতে,
কপোল বহিয়া ধীরে লাগিল ঝরিতে।
বিহ্বলা রাণীমা এবে। কে জানে সুন্দরী
ছিল কিনা কোন দূর সুদূর অতীতে,
আত্মীয়া তাঁহার বড় আদরের ধন ?
কে জানে অলক্ষ্য কোন অচ্ছেদ্য বন্ধনে,
বাঁধা কিনা দুই জনে জীবনে মরণে ?
কর্ম্ম ফলে আজ তাই বহু জন্ম পরে,
উভয়ে মিলিতা তাঁরা হলেন আবার ?
গভীর রহস্য কিবা ! কাহাকে দেখিয়া,
কখন উথলি উঠে প্রেম পারাবার,
অপার আনন্দ মনে, কাহাকে দেখিয়া,
বিষাদে বিরাগে ভরে কাহার অন্তর।
কেন হয় কেবা জানে ? অতীত জীবনে
কি ছিল কাহার সনে কে বলিতে পারে ?
বিহ্বলা রাণী মা এবে লইয়া সুন্দরী,
কপোল বহিয়া পড়ে তপ্ত অশ্রুধার।

চাহিয়া চাহিয়া যত দেখেন তাহাকে,
ততই কাতর হয় হৃদয় তাঁহার।,
হেন কালে ভৃত্যসহ ফিরিল সেবিকা,
খট্টাদি লইয়া সাথে, পুর-বৈদ্যে আর।
ত্বরিতে চখের জল মুছিয়া ফেলিয়া
ইঙ্গিতে ডাকিলা বৈদ্যে আসিতে নিকটে।
পরীক্ষা করিয়া বৈদ্য বলিল তখন—
"ভয় নাই রাণী মাতা জীবিতা সুন্দরী,
অবসাদে মূচ্ছাগতা। ঔষধ সেবনে,
সুশ্রুষায় হইবেন আরোগ্য আবার।
প্রাসাদে লইয়া যাই আমরা সকলে।"
ধীরে ধীরে অঙ্ক হতে মস্তক তাহার,
রাখিয়া রাণীমা তবে সোপান উপরে
দাঁড়াইলা সরি দূরে। সকলে তখন
মূর্চ্ছাগতা নারী লয়ে চলিল প্রাসাদে।

তৃতীয় সর্গ।
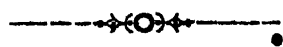
আশ্রয়ে।

প্রশস্ত বিচিত্র হর্ম্ম্য গালিচা মণ্ডিত,
দুগ্ধ-ফেণ-নিভ শয্যা তাহাতে শায়িতা
রয়েছে সুন্দরী এক পীড়ায় কাতর।
বিংশতি দিবস আজ আছন্ন বিকারে,
প্রবল জ্বরের সাথে। সুধু মাঝে মাঝে,
স্পন্দিত হ'তেছে ওষ্ঠ নড়িছে মস্তক।
রহিয়া রহিয়া পড়ে সুদীর্ঘ নিশ্বাস,
অব্যক্ত যাতনা পূর্ণ আর কাতরতা।
অক্ষমা কহিতে কথা মেলিতে নয়ন।
রাণীমা বসিয়া পার্শ্বে চাহি মুখ তার,
কভু বা পাণীয় মুখে দেন ধীরে ধীরে,
কভু বা করেন অঙ্গে হস্ত সঞ্চালন।
তাল বৃন্ত লয়ে করে শিওরে বসিয়া,
জনৈকা কিঙ্করী ধীরে করিছে ব্যজন।
এহেন সময়ে বৃদ্ধ পুর-কবিরাজ,
ধীরে ধীরে তথা আসি কহিল সম্ভ্রমে—
"রাণীমা আবার কেন করেছ স্মরণ ?"

ঈষৎ করিয়া নত শিরঃ আবরণ,
ঈষৎ বসিয়া সন্নি পীড়িতের পাশে,
বীণার ঝঙ্কারে বৈদ্যে কহিল রাণীমা—
"হয় অনুমান এই প্রহরের মধ্যে
অবস্থা হয়েছে মন্দ—হইয়াছি ভীতা।"
নিকটে আসিয়া বৈদ্য পরীক্ষা করিয়া
বিস্ময়ে মানিল সত্য এই অনুমান।
জীবন প্রবাহ ধীরে হয় মন্দীভূত,
অবস্থা হতেছে অতি শঙ্কার কারণ॥
কিছুক্ষণ চিন্তা করি কহিল তখন—
"মার অনুমান সত্য। দেব ইচ্ছা সব।
দিতেছি ঔষধ" বলি বৈদ্য গেল উঠি।
উথলি উঠিল অশ্রু রাণীমা নয়নে।
পঞ্জর ভেদিয়া তাঁর একটী নিশ্বাস,
অনন্তে মিলিয়া গেল নীরবে তখন।
বিংশতি দিবস আজ, দিবস যামিনী
অনিদ্রায় অর্দ্ধাহারে করি প্রাণপণ
ইন্দুর জীবন হেতু করিছেন সেবা।
স্বহস্তে ঔষধ জল শীতল প্রলেপ
দিতেছেন তিনি, যাঁর এত দাস দাসী,
আত্মীয় স্বজন ব্যস্ত রয়েছে সতত,
পালন করিতে তাঁর সামান্য আদেশ।

এত যত্ন এত সেবা যায় বুঝি আজ,
বিফলে সকল হায়! মরণের কোলে,
গভীর আঁধার পথে ভাসিতে ভাসিতে,
যে জন অজানা কোন দূর দেশ হ'তে,
কে জানে অজানা কত হৃদি ব্যথা লয়ে,
আসিল তাঁহার দ্বারে, তাঁহার আশ্রয়ে,
জুড়াইতে জীবনের মরণের জ্বালা,
নারিলা তাহার প্রাণ রক্ষা করিবারে,
ঢালিতে তাহার প্রাণে শান্তি সুধাধারা,
করুণার ঝারা আর স্বরগের আলো,
মুছাতে মরম ব্যথা সমব্যথা দিয়া,
তাই রাণীমার চক্ষু পূর্ণ অশ্রুজলে।
এরূপে কাটিল আরো দীর্ঘ সপ্ত দিন,
আশার আলোকে কভু নৈরাশ্য আঁধারে।
অচেতন ভাবে ইন্দু রহিল পড়িয়া
মরণের কোলে সেই শয্যার উপরে।
কভু বা ভয়েতে ইন্দু উঠিছে চমকি
বিকারে দেখিয়া সেই নদী বিভীষিকা,
দেখি প্রকৃতির সেই ভীষণা মূরতী,
গভীর আঁধার সেই তরঙ্গ কল্লোল,
মেঘের গর্জ্জন সেই ঝটিকা নিশ্বাস,
শ্রবণ ভৈরব সেই কালের বিষাণ,

বজ্রের নির্ঘোষ সেই চপলা চমক,
নদী-বক্ষে তার সেই জীবন সংগ্রাম।
কভু দেখে যেন ঘেড়ি চারি ধার তাঁর,
হাঙ্গর কুম্ভীর কত বিকট বদন
ব্যাদন করিয়া আসে করিতে গরাস।
পার্শ্বে আসি পতি তার জল আস্ফালনে
দিতেছে তাড়ায়ে দূরে! যেন সন্তরণে
ক্লান্ত দেহ ইন্দুমতী যেতেছে ডুবিয়া।
ছুটে এসে পতি তারে লয়ে পৃষ্ঠপরে,
মথিত করিয়া জল লয়ে যায় দূরে।
ওই বুঝি পতি তার ডুবিল সলিলে
শ্রমে অবসাদে ক্লান্ত ভাসিতে অক্ষম।
ওই বুঝি ডুবিলরে অকূল পাথারে
ইন্দুর সর্ব্বস্ব ধন, ইন্দুর জীবন।
চিৎকার করিয়া উঠি রুগ্না ইন্দুমতী
পড়িত মূর্চ্ছিতা হ'য়ে শয্যার উপরে।
কভু বা মেলিয়া তার বিশাল লোচন
চাহি রাণীমার প্রতি বিস্ময়ে বিহ্বলে,
কাতরে বলিল "মাগো! কেবা তুমি বল
কোথা গেল পতি মম জীবন আমার?"
এরূপে ভুগিয়া সপ্ত-বিংশতি দিবস
হইল ইন্দুর শেষে জ্ঞানের সঞ্চার।

জীবন প্রবাহ ধীরে ফিরিল আবার,
ক্রমে ক্রমে রোগ মুক্তি হইল তাহার।
আরোগ্য হইলে ইন্দু জাগিল আবার,
তাহার পূর্ব্বের স্মৃতি কত কথা আর।
সুখ দুঃখ চলে যায় যায় কত আশা,
অনন্তে চলিয়া যায় কত প্রিয় জন,
চিরংতরে ছিন্ন করি কত ভালবাসা,
প্রেমপূর্ণ কত হৃদি দলিয়া চরণে।
প্রখর গ্রীষ্মের কত জ্বালাময় দিন,
বিষাদ বরিষাসিক্ত কত দীর্ঘ কাল,
বিশুষ্ক ধূসর ম্লান কত শীত ঋতু,
জীবন বরষ ক্ষেত্রে যায় গো চলিয়া,
স্মৃতি টুকু কিন্তু তার নাহি কেন যায়,
ক্ষত যায় চিহ্ন তার কেন না মিলায়?
ইন্দুর পড়িল মনে সেই গ্রাম খানি,
সেই ক্ষুদ্র গ্রাম খানি জন্মভূমি তার,
এক প্রান্তে নদী তার অন্য প্রান্তে মাঠ,
সুদীর্ঘ শ্যামল মাঠ, সেই রাজ পথ,
কে জানে গিয়াছে চ'লে কত শত দেশে,
কি সুন্দর ছিল তারা ইন্দুর নয়নে।
গ্রামে তার ছিল কত শৈশবের সাথী,
কত স্নেহ ভালবাসা ছিল পরস্পরে,

খেলিতে যাদের সাথে তুলিত কুসুম
প্রভাতে উঠিয়া নিত্য, বলিত যাদের,
ভাবী জীবণের কত সাধ কত আশা,
সুখের স্বপন কত, কোথায় তাহারা ?
সেই বাল্য কাল সেই কিশোর বয়স,
পিতার সে সুখ গৃহ মাতার আদর,
অসময়ে জনকের সেই দেহ ত্যাগ,
অনাথিণী জননীর করুণ বিলাপ,
মনেতে পড়িল এবে সে সব তাহার।
পিতার মৃত্যুর পর মাতার সংসার
অচল হইল ক্রমে, বাড়িল অভাব,
উঠিল জ্বলিয়া ধূ ধূ দারিদ্রের শিখা,
মুষ্টিমেয় অন্ন তরে কাঁদিল পরাণ,
মনেতে পড়িল আজ তার সেই দিন।
কোথা সেই দিন হায় যে দিন হইল,
ইন্দুর বিবাহ সেই সে দিনের কথা ?
বিনা পণে পতি তাঁরে করিয়া বিবাহ,
করিলেন জননীর কত উপকার।
নিরাশ্রয়া জননীরে কত সমাদরে
আশ্রয় দিলেন নিজ সংসারে তাঁহার।
কিছু দিন পরে হায় পতি শোকাতুরা
জননী চলিয়া গেল ছাড়িয়া সংসার,

পিতা মাতা দুই গেল ইন্দুর এবার।

হায় সেই বিবাহিত নবীন জীবন,
সুখময় স্বপ্নময় পূর্ণ মাদকতা,
স্বামীর সোহাগ সেই আদর যতন,
প্রীতির উচ্ছ্বাস পূর্ণ হৃদয় স্পন্দন!
কথায় কথায় উৎস ফুটিত সুখের,
খেলিত আনন্দ কত নয়নে নয়নে,
ত্রিদিবের সুখরাশি ভাসিত সতত,
সে সুখ কোথায় গেল হায়রে এক্ষণে?

হায় সেই শ্বশ্রূ-গৃহ বাগান সুন্দর,
সযত্নে রোপিত কত ফল পুষ্প গাছ!
সহকার বৃক্ষ সেই গৃহের প্রাঙ্গণে,
নিদাঘে যখন ফল পাকিত তাহার,
আসিত বিহগ কত সুন্দর বরণ,
খাইত বসিয়া ফল, করিত কাকুলী!
পয়স্বিনী গাভী সেই "করুণা" তাহার,
ডাকিলে আসিত ছুটে বৎসতরি সাথে,
ঊর্দ্ধমুখে ঊর্দ্ধ পুচ্ছে গাত্র কুণ্ডয়ণে—
কোথায় তাহারা এবে কোথায় বা তিনি?

সেই ক্ষুদ্র জলাশয়, বাঁধা ঘাট তার,
নিদাঘ মধ্যাহ্নে যথা বৃক্ষের ছায়ায়,
বসিয়া পতির সনে কহিতেন কথা,

করিতেন পাঠ কত সুন্দর পুস্তক,
শুনিতেন দূর হ’তে আসিত ভাসিয়া,
ঘুঘুর মধুর রব, পাপিয়ার তান,
কোকিলের প্রাণ ভরা হৃদয় উচ্ছ্বাস,
স্ফটিক-জলের তরে চাতক-চিৎকার,
“বউকথা কও” বলি বিদ্রূপ করিয়া
বিহগ যাইত উড়ি বৃক্ষের শাখায়,—
সেই দিন সেই সুখ কোথা গেল হায় !
ফিরিয়া কি আসিবেনা আর পুনরায় ?

হায় সেই গৃহ তাঁর ! স্বামীর সংসারে
ছিলনা অপর কোন আত্মীয় স্বজন।
তাঁহার মতন পতি, বাল্যে পিতা হারা,
মাতাহারা, ভাই ভগ্নি নাহি ছিল কেহ।
পালন করিত জ্যেঠা, জ্যেঠাই তাঁহাকে।
পড়িতে লাগিল মনে কেমনে তাঁহারা,
বিস্তারি চাতুরী জাল স্বামীর সকলি
করিল হরণ আর ইন্দুর ভূষণ।
মনদুঃখে স্বামী তাঁর ছাড়ি জন্মভূমি,
তাঁহাকে লইয়া সাথে, জীবিকা উদ্দেশে,
কত সুখ আশাল’য়ে রাজধানী পথে,
ছিলেন আসিতে তরি করি আরোহণ,
দৈবের বিপাকে পড়ি ডুবিল তরণী

ডুবিলেন দুইজনে। বাঁচিলেন তিনি,
কিন্তু হায়! কিবা হ'ল পতির তাঁহার।
রাণীমা শুনিয়া পরে ইন্দু পরিচয়,
সুখ দুঃখ পূর্ণ তার জীবন কাহিনী,
দেখিয়া তাহার মন উন্নত পবিত্র,
দয়া মায়া স্নেহ পূর্ণ কোমল হৃদয়;
সরমে জড়িত তার মধুর স্বভাব,
সর্ব্ব সুলক্ষণা তারে দেখিয়া রাণীমা,
কেমন অপত্য স্নেহে ভরিল হৃদয়,
হ'লেন জড়িতা তিনি ইন্দুর মায়ায়।
বুঝিয়া ইন্দুর দুঃখ আদরে রাণীমা
কত ধর্ম্ম উপদেশ শিখালেন তারে।
প্রতিভা শালিনী ইন্দু তীক্ষ্ণ মেধাবতী,
শিখিল নারীর আর জীবনের ব্রত।
বুঝিতে লাগিল এই সংসারের মায়া,
ঈশ্বরের দয়া, ধর্ম্ম, ইহকাল আর,
পরকাল, জন্ম, মৃত্যু, আর জন্মান্তর,
কেমনে রয়েছে বাঁধা কর্ম্মফল সাথে।
গভীর রহস্য কত শাস্ত্র উপদেশ,
শিখিলেন একে একে রাণীমা নিকটে।
দীক্ষিতা হইয়া ইন্দু রাণীমা নিকটে
রাণীমার মত হ'য়ে সংসারে তাপসী।

প্রভাত মধ্যাহ্ন আর সায়াহ্নে প্রত্যহ
গঙ্গা স্নান, ধ্যান, জপ আর দেব পূজা,
স্বামী চিন্তা হ'ল তার জীবনের ব্রত।
রাণীমার স্নেহ পূর্ণ বহু অনুরোধে
মণিবন্ধে রাখিলেন "এয়োতীর লোহা",
শঙ্খের বলয় আর হীরক মণ্ডিত
বহুমূল্য স্বর্ণচূড় রাণীমা হস্তের ;
সীমন্তে সিন্দুর রেখা স্বামীর মঙ্গলে।
আশায় বাঁধিয়া বুক চাহি পতি পথ
গণিতে লাগিল দিন সেথা ইন্দুমতী।

চতুর্থ সর্গ।

অন্বেষণ।

দিন আসে যায় রবি উঠে প্রতি দিন,
প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাণ সারা বিশ্বময়,
জগৎ করিয়া আলো সাজায়ে ধরণী,
অনন্ত সৌন্দর্য্য আর রূপের ভূষায়।
ইন্দুমতী দেখে তাহা। দেখে আরো ওই
আকাশ উপরে খেলে কত শত মেঘ,
বিচিত্র বরণ আর অদ্ভুত আকার।
কত শত মেঘ যায় ভাসিয়া সুন্দর,
মানব প্রকৃতি মত অস্থির চঞ্চল।
ছোট বড় কত পাখী উড়ে মেঘ কোলে,
নির্ম্মল গগন-গায় তিল বিন্দু-সম।
মানবে পারে না কি গো জলদের মত,
বিহগের মত কিম্বা যাইতে ওখানে ?

নদীর অপর পারে ঘন পত্রাবৃত,
অনন্ত বৃক্ষের শ্রেণী রয়েছে বিস্তৃত।
সরল রেখায় এক করি ব্যবধান,

পৃথিবীর সীমা যেন ত্রিদিব হইতে।
মাঝে মাঝে দেখা যায় বৃক্ষ অন্তরালে,
কুটীর কুটীর-চূড় গ্রামের ভিতর,
ছবিতে চিত্রিত যেন। কত নর নারী,
পরম সুখেতে বাস করিছে সেখানে
স্বামী, পুত্র, কন্যা লয়ে আত্মীয় স্বজনে।
কি পুণ্য করিলে ইন্দু পারিত থাকিতে,
উহাদের মত এই শান্তি নিকেতনে ?
নীরব নিথর গঙ্গা রয়েছে সম্মুখে,
ভাসিছে তাহাতে কত ছোট বড় তরী,
আরোহী লইয়া কিম্বা বাণিজ্য সম্ভার।
নাবিক বহিত্র বাহি সারি গান গায়
মনের উল্লাসে। হায়! যে দিন ডুবিল,
ইন্দুর তরণী কেন হ'লনা এমন,
নিথর গঙ্গার জল অদৃষ্টে তাহার!
রবি অস্তে যায়, তার সাথে যায় চলে,
জগতের প্রাণ, রূপ, যা কিছু সুন্দর,
ইন্দুর গিয়াছে পতি সহিত যেমন।
রবির পশ্চাতে আসে ধীরে ধীরে ধীরে
নক্ষত্র-কিরীট পরি শান্তিময়ী নিশা।
কভু বা ললাটে তাঁর চন্দ্রের তিলক,
বদনে বিমল হাসি, ভূষিতা হইয়া

স্নিগ্ধ শুভ্র জোছনায়। গাঢ় কৃষ্ণ বাসে
কভু ঢাকি চরাচর গভীর আঁধারে।
চিন্তা পূর্ণ নেত্রে চাহি দেখে নিতি নিতি
প্রকৃতির এই খেলা। ইন্দু ভাবে মনে,
"দিন আসে যায় কিন্তু যে দিন আসিলে,
আসিবেন পতি কেন আসেনা সে দিন ?
আর কি ফিরিয়া তবে আসিবে না পতি ?"
অমনি উচ্ছ্বাসে ভরে হৃদয় তাহার,
উথলিয়া উঠে অশ্রু নয়ন যুগলে,
অঞ্চলে বদন ঢাকি করেন ক্রন্দন।
নয়নের জলে তাঁর দিবা বিভাবরী
যায় এইরূপে। রাজার কুমারী মত,
রাণীমা আশ্রয়ে সত্য রয়েছেন তিনি,
সুখ নাহি মনে, কিছু লাগে না'ক ভাল।
সুদূর পল্লীর সেই নির্জ্জন কুটীরে,
ছিল যেই সুখ তাঁর, রাণীমা প্রাসাদে
সেই সুখ নাহি আজ বিনা পতি তাঁর।
জপ, তপ, পূজা, ধ্যান কিছুতেই নহে
সুস্থির তাঁহার মন। পূজায় বসিয়া
ঈশ্বরে করিতে ধ্যান, দেখেন পতির
সেই মূর্ত্তি হাসি মুখ, উন্নত ললাট,
সেই তেজদীপ্ত দেহ। মণ্ডল আকারে.

দোলে গলে উপবীত। পূজার কুসুম,
দেবের চরণে দিতে মনে হয় যেন,
দিতেছেন পতি পদে। মনে হয় তাঁর,
দেব পূজা ছলে তিনি পূজিছেন পতি।
রাণীমারে বলিলেন এই সব কথা।
রাণীমা চিবুক ধরি কহিলেন তাঁরে,
"নারীর দেবতা পতি, সেবিলে পতিরে,
ঈশ্বর পরম তুষ্ট সেবায় সতীর।
পতি আর দেব পূজা কভু ভিন্ন নয়।
তোমার হতেছে মা গো! দেব পূজা ঠিক্।"
এ দিকে রাণীমা যত্নে লাগিল হইতে,
ইন্দুর পতির তরে বহু অন্বেষণ।
নদীর উভয় কূলে ছিল যত গ্রাম,
ছুটিল তথায় চর করিতে সন্ধান।
মিলিল সংবাদ বহু অন্বেষণ পরে,
একদা নিশীথে এক দুর্যোগের পর,
জনৈক ধীবর মৎস্য ধরিবারে গিয়া,
দেখিল নদীর মাঝে সিকতা উপর,
শায়িত রয়েছে এক গৌরাঙ্গ যুবক,
অর্দ্ধনগ্ন দেহ, কটিতে জড়িত বাস,

মুমূর্ষুর মত ছিল পড়িয়া সৈকতে।
পুত্রের সাহায্যে তুলি নিজ তরিপরে,
আনিল ধীবর তারে আলয়ে আপন।
শুশ্রূষায় ক্রমে ক্রমে হইয়া সবল,
ধীবরে কহিল যুবা সব পরিচয়।
দুর্যোগে তরণী তার ডুবেছে সলিলে,
ডুবেছে বনিতা তার ডুবেছে সকলি।
আরোগ্য হইয়া যুবা ছিল কিছু দিন
ধীবর নিকটে তথা। করিত সন্ধান,
নদীর উভয় কূল, গ্রামের ভিতর,
নদীর সৈকতে আর আশে পাশে তার।
হতাশ হইয়া শেষে গেছে চলে যুবা,
সুবর্ণ অঙ্গুরী তারে দিয়া পুরস্কার,
বলে গেছে "যদি বাঁচি দেখা হবে পুনঃ
তখন ধীবরে দিব যোগ্য পুরস্কার।"
সংবাদ পাইয়া এই রাণীমার চর,
ধীবরে লইয়া সেই অঙ্গুরী সহিত,
উপস্থিত হ'ল আসি রাণীমা প্রাসাদে।
অঙ্গুরী দেখিয়া ইন্দু মুহূর্ত্তে চিনিল,
পতির অঙ্গুরী তার। দর দর ধারে,
বহিতে লাগিল অশ্রু নয়ন হইতে।
রাণীমা অঙ্গুরী রাখি যোগ্য পুরস্কার,

দিলেন ধীবরে, আর বলিলেন তারে,
করিতে সন্ধান সেই অঙ্গুরী দাতার,
পাইলে আনিতে শীঘ্র প্রাসাদে তাঁহার।

এখন বুঝিল ইন্দু তাহার ঈশ্বর
আছেন জীবিত প্রাণে। কোন দূর দেশে
গিয়াছেন এবে তিনি। তাঁর সাথে দেখা,
নিশ্চয় হইবে পুনঃ। ভীষণ ভাবনা,
গেল দূরে মন কিছু হইল সুস্থির।

পঞ্চম সর্গ।

রাণীমা-সংসারে বহু পৌরজন মাঝে,
দেবরের পুত্র এক উত্তরাধিকারী
ছিল তাঁর বিষয়ের দেহান্তে তাঁহার।
নগেন্দ্র তাহার নাম। শশাঙ্ক শেখর,
আর হৈমবতী নামে পুত্র কন্যা তা'র।
সুন্দরী সুশীলা জায়া পঙ্কজিনী সাথে,
নগেন্দ্র থাকিত সদা স্বদেশে তাহার,
পুত্র কন্যা রাণীমার কাছে। মাঝে মাঝে
আসিত দম্পতি দেখা দিতে রাণীমারে,
থাকিত তাঁহার কাছে মাঝে মাঝে তা'রা।

এবার আসিয়া তা'রা দেখি ইন্দুমতী,
দেববালা বলি ভ্রম হইল তা'দের।
বুঝিল তাহারা, ইন্দু শুধু রূপে নয়,
সর্ব্বগুণে গুণবতী অতুলা সংসারে।

পঙ্কজিনী মুগ্ধা হ'ল গুণেতে ইন্দুর।
বয়সে হ'লেও বড় ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেমে
ভরিল হৃদয় তার ইন্দুমতী প্রতি,
সহোদরা মত তাঁ'রে লাগিল দেখিতে।

আর নগেন্দ্রের ? শুধাও হৃদয় তা'র
অক্ষম লিখিতে তাহা লেখনী আমার।
নগেন্দ্রের পুত্র কন্যা বড় অনুগত
হইল ইন্দুর, তা'রা ছায়ার মতন,
থাকিত তাঁহার কাছে দিবস রজনী।
কত কথা কত গল্প, ভক্তি জ্ঞান পূর্ণ,
শিখিত তাহারা সদা ইন্দুমতী কাছে।
শৈশব কৈশোর কাল কি সুন্দর কাল!
হৃদয়ের বৃত্তিগুলি কেমন কোমল,
সরল, আবেগ পূর্ণ, পবিত্রতাময়।
বালক বালিকা দেখে শৈশবে কৈশোরে
পৃথিবী আপন তার, নাহি ভেদ জ্ঞান।
প্রবলা শিক্ষার ইচ্ছা, অনুকরণের।
যেমন আদর্শ তা'রা দেখিবে সম্মুখে,
সে মত তা'দের হবে স্বভাব গঠন।
তাই রাণীমার আর ইন্দুর আদর্শে,
চরিত্র তা'দের হ'তে লাগিল গঠিত।
দুইটি বৎসর গেল দেখিতে দেখিতে
ইন্দুমতী আসিয়াছে রাণীমা-আশ্রয়ে।
দেব আরাধনা আর পতি আরাধনা
কতই করিছে ইন্দু, কিন্তু পতি তাঁর
কেন নাহি আসিলেন এ দীর্ঘ সন্ধানে,

সঠিক সংবাদ কেন মিলিল না তাঁ'র ?
কি হল তাঁহার এবে? কি করিবে ইন্দু ?
কত স্নেহ, কত যত্ন করেন রাণীমা,
কত জ্ঞান উপদেশ দেন সদা তাঁ'রে।
"ঈশ্বর মঙ্গলময়" বলেন ইন্দুরে,
"বিপদের পথ দিয়া লয়ে যান তিনি
অতুল আনন্দ, সুখ, শান্তির আগারে।
আসে সুখ দুঃখ পরে, বিভাবরী শেষে
অরুণ উদয় মত, প্রাকৃত নিয়মে।
সুখ দুঃখ কিছু নয়, শুধু কর্ম্মফল
কত শত জনমের, সাথে সাথে যায়,
যত দিন কর্ম্মফল রহিবে জীবের।
ফল ভোগ বিনা নহে কর্ম্ম অবসান।
ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি ধর্ম্মে রাখি মতি,
পতি পদে রাখি মন কর্ম্ম কর তুমি—
এই কর্ম্মফলে পা'বে পতি পুনরায়।
আমার বিশ্বাস তুমি পতির সহিত
হইবে মিলিত শীঘ্র। অচিরে দেখিবে,
তোমার বিপদ এই হইবে কারণ
সুখের শান্তির আর চির মঙ্গলের।"
আশায় বাঁধিয়া বুক গণি দিন দিন
যাপিতে লাগিল কাল সেথা ইন্দুমতী।

সহসা পীড়িতা রাণী হলেন একদা—
প্রথমে সামান্য পীড়া, জ্বর, শিরঃ ব্যথা।
কে জানে ইন্দুর মনে হ'ল কেন ভঁয়।
সব কাজ রাখি দূরে তন্ময় হইয়া
রাণীমা সেবায় তিনি হইলেন রত।
তৃতীয় দিবসে হ'ল ভয়ের কারণ।
চতুর্থ দিবসে বৃদ্ধ পুর কবিরাজ
বুঝিল নাহিক আর জীবনের আশা।
চতুর্থ দিবসে প্রায় নিশা অবসানে,
ইঙ্গিতে সরায়ে দূরে ছিল যা'রা তথা,
রাণীমা ইন্দুর হাত ধরিল চাপিয়া।
ইঙ্গিত বুঝিয়া ইন্দু নত করি দেহ
শুনিল রাণীমা তা'রে বলিলেন ধীরে
অতি চুঁপে চুপে। "মাগো! ফুরাইল দিন,
চলিলাম আমি এবে জীবনের পারে।
বলিবার ছিল যাহা বলেছি তোমায়;
মনে রেখো সব কথা ভুলনা কখন।
গুটি দুই অন্য কথা শুন মন দিয়া।
বড় সাধ ছিল মনে তোমার পতির
হাতে দিয়া যাব তোমা। পূরিল না তাহা।
কেঁদোনা মা তুমি, পতি পাইবে নিশ্চয়
অনতিবিলম্বে। শুন! নব অট্টালিকা

করেছি নির্ম্মাণ যাহা নগেন্দ্রে বলিয়া,
তোমার পছন্দ মতে অদূরে ইহার,
বলিনি তখন তাহা তোমার সে গৃহ।
আমার মৃত্যুর পর সেই গৃহে গিয়া
করিও বসতি। পতি পুত্র লয়ে তাহা
সুখে কর ভোগ। আর ওই যে সিন্দুক,
স্ত্রীধন আমার, উহা রহিল তোমার।
আদেশ দিয়াছি আমি লয়ে দিবে উহা
তোমার আলয়ে, হ'লে দেহান্ত আমার।
দাস দাসী কর্ম্মচারী রহিবে তোমার,
তোমার আদেশ সদা করিবে পালন।
সিন্দুক ভিতরে যাহা রহিল তোমার,
কখন অর্থের কষ্ট পাইবে না আর।
বড় তৃষ্ণা পারি না যে আর—আশীর্ব্বাদ"—
বলিতে বলিতে তাঁর কণ্ঠ হ'ল রোধ,
কক্ষেতে লম্বিত এক তৈল-চিত্র পানে—
সে চিত্র স্বামীর তাঁ'র—দেখিতে দেখিতে,
মুদিলেন আঁখি তিনি জনমের মত,
অনন্তে উড়িয়া গেল প্রাণ পাখী তাঁ'র।
সকল যেমন ছিল রহিল তেমনি,
সেই লোক জন, গৃহ, বিষয় বিভব,
সুখ দুঃখ হাসি কান্না পূরিত সংসার,

আকাশ পাতাল সেই অনন্ত প্রকৃতি—
সকলি রহিল, ছিল পূর্ব্বেতে যেমন্।
শুধু সেই পর দুঃখ কাতর হৃদয়,
উজ্জ্বল পবিত্র সদা এক মহা প্রাণ,
সংসার হইতে হায়! লইল বিদায়।
সংসার শৈলের গায় যেই নির্ঝরিণী
ঢালিয়া অমিয় ধারা তৃষিত ধরায়,
সেই স্নেহ-প্রস্রবণ দেখিতে দেখিতে,
মুহূর্ত্তে মিলায়ে গেল কে জানে কোথায়।
"মা! মা!" বলি ইন্দু উঠিল কাঁদিয়া,
উঠিল ক্রন্দন রোল সারা পুরীময়।
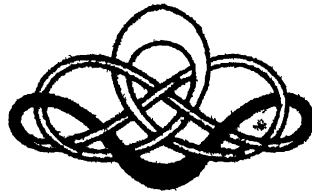
ষষ্ঠ সর্গ।

স্বামী-স্ত্রী।

আজও ছয়টি মাস হয়নি অতীত
রাণীমা মৃত্যুর পর—কত ভাবান্তর
হইয়াছে গৃহে তাঁ'র। নগেন্দ্র এখন
বিষয়ের অধিকারী—অতুল সম্পদ।
ইন্দুমতী গেছে চলে রাণীমা আদেশে
নূতন ভবনে তাঁ'র। নাহি অন্য দুঃখ,
একমাত্র দুঃখ শুধু জীবন ঈশ্বর
পতির কারণ তা'র—অনুদ্দিষ্ট এবে।
গঙ্গার সৈকতে সেই রাণীমা আলয়ে
নগেন্দ্র ও পঙ্কজিনী আছেন এখন।
নগেন্দ্র হয়েছে এবে ঘোর কলুষিত,
নানাবিধ দোষ তারে করেছে আশ্রয়।
একদা নিশিথে পেয়ে শয়ন মন্দিরে,
বিষাদিনী পঙ্কজিনী শুধালেন তারে :—

পঙ্কজিনী। আজ দুই দিন হ'তে কোথা ছিলে তুমি ?
কেন আস নাই গৃহে বলত আমায় ?

নগেন্দ্র। কি হবে তোমার শুনে সে সকল কথা?
বলিবনা মিথ্যা কথা বলিবনা সত্য।
প। বলিবে না কেন? করিতে পেরেছ যাহা,
বলিতে পারনা কেন? বলিতেই হ'বে।
ন। কি জুলুম! বলিবনা। যাহা করি আমি,
বল কিবা আসে যায় তাহাতে তোমার?
তোমাকে ত আমি কোন দিতেছিনা দুঃখ?
জিজ্ঞাসা কোরনা কিছু বলিব না আমি।
প। যাহা কর, তাহা কর, সকলের বেশী—
আমার আসিয়া যায়, আর কা'র নয়।
বারে বারে তাই আমি শুধাই তোমারে,
জানিতে এমন কেন হইল তোমার।
কে বলিল অভাগীরে দিতেছ না দুঃখ?
ন। কেমন করিয়া? কত রেখেছি যতনে,
কত ধন রত্ন আর বসন ভূষণ,
দিতেছি তোমায়, দুঃখ দিলাম কেমনে?
প। বুঝিয়াছ ভুল তুমি। বসন ভূষণ,
পৃথিবীর ধন রত্ন, পারে না কখন,
দিতে সুখ পতি প্রাণা রমণীর প্রাণে;
পতি বিনা আর কিছু নাহি কাম্য তার।
সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া সতী পতি হাত ধরে,
বিজন কাননে কিম্বা শ্মশানে মশানে,

স্বর্গের আনন্দে পারে যাপিতে জীবন।
পতির সহিত হয় অনুমৃতা সতী।
যে জ্বালায় জ্বলিতেছে পরাণ আমার
কেমনে বুঝিবে তুমি নিষ্ঠুর পুরুষ ?
পারে কি পুরুষে হায়! বুঝিতে কখন
রমণী-হৃদয়, তার কোমল পরাণ,
পবিত্র নিঃস্বার্থ তা'র সুগভীর প্রেম,
পতি কিবা ধন তার জীবনে মরণে ?
বুঝিত তাহারা যদি, তা'হলে নিশ্চয়
সংসারে হ'তনা আজ এত হাহাকার,
নরকের বিভীষিকা, দানব তাণ্ডব।

ন। পুরুষে বুঝেনা যদি বুঝে তবে কেবা ?

প। রমণী হৃদয় শুধু রমণীই জানে,
তার সাক্ষ্য দেখ দেবী—রাণীমা চরিতে।
বুঝিয়া ইন্দুর দুঃখ, কত বুক ভরা
ভালবাসা দিয়া তা'রে, দিয়া সমব্যথা,
রাখিতেন সদা তা'রে হৃদয়ে আপন।
কত সুধাধারা সদা আদরে যতনে,
ঢালিতেন প্রাণে তা'র। অনাথা বালার,
সুখ শান্তি হেতু যত্ন করিতেন কত।
দরিদ্রা জানিয়া তা'রে, কি সুন্দর সৌধ,
আপনার বহুমূল্য বসন ভূষণ,

চল্লিশ সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি,
লক্ষ মুদ্রা আর, তারে দিয়াছেন তিনি।
পুরুষে পারে কি কভু করিতে এমন,
বাসিতে এমন ভাল নিষ্কামে কখন?

ন। আমাকে জিজ্ঞাসা কিছু করিওনা আর।

প। গোপন কোরনা কিছু আমার নিকটে।
গোপনে সন্দেহ হয়, পরে অবিশ্বাস,
পরে আত্ম-প্রতারণা, শেষে সর্ব্বনাশ।
দাম্পত্য প্রণয়, মৈত্রী, স্নেহ, ভালবাসা,
সন্দেহে ডুবিয়া কোথা যায় রসাতলে,
সূক্ষ্ম ছিদ্রে ডুবে যথা বৃহৎ তরণী।
মানুষ দুর্ব্বল সদা ভ্রান্তি পূর্ণ আর।
প্রবলা আসক্তি আর ষড় রিপু তারে,
ভীষণ আবর্ত্তময় সংসার সাগরে,
তরঙ্গে তরঙ্গে তুলি আঘাতে আঘাতে
করিতেছে জর্জ্জরিত। সংসার সৈকতে,
সজোরে ফেলিছে তারে সতত আছাড়ি।
করিতেছি সবে মোরা কত শত ভুল।
কি কাজ করিয়া তুমি পাইতেছ দুঃখ,
কহ তাহা সবিস্তারে আমার নিকটে।
সেবিকা, আশ্রিতা আমি, চির অনুগতা,
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী দাসী আমি যে তোমার

তোমাতে আমাতে নাহি কোন স্বতন্ত্রতা,
তোমার বিপদ যাহা আমারও তাই।
যা কিছু হয়েছে সব স্পষ্ট করি বল,
উভয়ে মিলিয়া যুক্তি করিব আমরা।
করিব উভয়ে মিলি প্রতিকার তার।
চুপ্ করে কেন তুমি রহিলে বলনা?

ন। পারি না বলিতে আমি সেই সব কথা।

প। বল আর নাহি বল সব জানি আমি,
রোগের কারণ এই জানি না কেবল।
বার বার অনুরোধ করিতেছি তাই,
সব কথা খুলে বল করো না গোপন।

ন। সব জান তুমি? আগে বল কিবা জান।

প। জানি আমি তুমি আর নহ সেই তুমি;
অতুল ঐশ্বর্য্য লাভে হয়েছ বিকৃত।
কোথা শত মুদ্রা মাসহারা, কোথা আর,
চারি লক্ষ টাকা আয় বৎসরে তোমার।
তরল নির্ম্মল যেই তোমার স্বভাব,
দারিদ্র তুহিন চাপে প্রস্তর সমান
হয়েছিল সুকঠিন, আজি তাহা হায়,
অতুল বিভব তাপে গলি অকস্মাৎ,
বিষম পঙ্কিল হয়ে প্রবল উচ্ছ্বাসে,
গৈরিক সলিলা গঙ্গা বর্ষায় যেমন,

অবরোধ ভেঙ্গে আর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া,
হৃদয় দুকূল মম, চলেছে ছুটিয়া,
কে জানে কোথায় হায় কোন পরিণামে !
আজি নানা দোষ আর কুসঙ্গী মিলিয়া,
যেতেছে তোমারে লয়ে ধ্বংসন্নের পথে।

ন। কি জানিতে চাহ তুমি সুধাও এখন।

প। জানিতে বাসনা মম হেন পাপ ইচ্ছা,
কেমনে উদয় হ'ল মানসে তোমার ?
রোগের অঙ্কুর কোথা জানিবারে চাই।
নবীন যুবক নহ। জীবন মধ্যাহ্নে,
কেন হেন কুবাসনা হইল তোমার ?
রাজার অধিক মান দায়িত্ব অনেক,
এখন তোমার ওই রয়েছে সম্মুখে।
কত কাজ—লোক আর দেশ হিতকর,
আত্মার উন্নতি আর স্বজন কল্যাণ,
সাজে কি তোমার হেন ঘৃণিত আচার ?
সাধুলোকে নিন্দাবাদ করিবে শুনিয়া,
অপরে হাসিবে তব লাম্পট্য আচারে।
সুকুমার পুত্র কন্যা ঘৃণিত আদর্শ,
দেখিবে তোমাতে তা'রা, ঈশ্বরের দয়া
পাইবে না তুমি, আর যা কিছু পবিত্র,
এখন তোমাতে আছে হবে তাহা ক্ষয়,

তোমার কর্ম্মের ফল অনন্ত যাতনা
দিবে ইহ জন্মে আর জন্মান্তরে পুনঃ।
কেন হেন মতি গতি হইল তোমার ?
তুমি ত আমার কভু ছিলে না এমন।

ন। যা বলিলে সব সত্য—পাপী আমি এবে,
নারকী হয়েছি ঘোর রাণীমা অভাবে,
সংসর্গের দোষে আর। কাহার এ দোষ ?
নহে আমার এ দোষ—দোষী ইন্দুমতী।
প্রভাত নক্ষত্র মত উজ্জ্বল রূপিণী,
কেন দেখা দিল হায়! অভাগা আমারে ?
কেন দেখিলাম তারে, কেন মজিলাম,
রূপের আগুণে তার কেন পুড়িলাম ?
দারুণ পিপাসা! ওই সম্মুখে আমার,
প্রেম মন্দাকিনী ধায় প্লাবিয়া দুকূল,—
নির্ম্মল শীতল নীর প্রবল উচ্ছ্বাসে।
আর আমি এই খানে পুলিনে তাহার,
পিপাসা কাতর প্রাণে রয়েছি চাহিয়া,
প্রাণের জ্বালায় কত হইয়া ব্যাকুল;
অনল বেষ্টিত হায় বৃশ্চিকের মত।
ইন্দুমতী, ইন্দুমতী নহিলে আমার,
হবে না কখন এই তৃষা নিবারণ।

প। সে কি ? বলিলে কি তুমি ? লজ্জায় যে মরি!

পবিত্রচরিতা এই মহা পুণ্যবতী,
সর্ব্ব গুণে গুণময়ী, সারল্য প্রতিমা,
তোমার আশ্রিতা এবং রাণীমা পালিতা,
জননী ভগিনী সমা কন্যা সমা আর,
দেখিবে কোথায় তুমি করিবে যতন,
দেখাইবে ভক্তি স্নেহ দিবে ভালবাসা,
বিরহ কাতর আর শোক জর্জ্জরিত,
পরাণে তাহার তুমি দিবে শান্তি ধারা,
বাসিয়া তাহারে ভাল হইবে পবিত্র,
উজ্জ্বল করিবে কোথা নিজের জীবন,
সুষুপ্ত দেবত্বভাব তুলিবে জাগায়ে—
আর কিনা-এই সব মনেতে তোমার ?

ন। কেন কর অনুযোগ ? কি দোষ আমার ?

প। কি দোষ তাহার ? দোষ তোমার নিজের।
দেখিতে সে গিয়াছিল তোমারে কখন ?
অনুরাগে বলে ছিল কোন কথা আর ?
করেছিল কখন কি প্রেম সম্ভাষণ ?

ন। করেনি কখন তাহা।

প। তবে কেন দোষ ?

ন। আমি যে পুরুষ সদা রূপ অনুরাগী।

প। পশুর সমান কভু নহেক পুরুষ।
পৌরুষ যাহার আছে সে হয় পুরুষ।

রমণী দুর্ব্বলা সদা যত্নে রক্ষণীয়া,
তাহারে পরাণ দিয়া রক্ষা করে যেই,
ইন্দ্রিয় দমন করে পৌরুষে যে সদা,
অত্যাচার অবিচার তার সনে যুদ্ধ
যে জন সতত করে, সেই সে পুরুষ।
পুরুষে করে না কভু তুমি কর যাহা।

ন। এই জন্য কোন কথা চাহিনি বলিতে।

প। তোমার এ পাপে হায় মরিব সকলে,
সতীর নিশ্বাসে এই অভিশাপে আর।
সামান্যা রমণী এই নহে ইন্দুমতী,
রূপে গুণে দেব কন্যা গিরিরাজবালা,
সঞ্চারিণী দীপ-শিখা সমা জ্বালাময়ী।
ভুলিলে কি তুমি হায়, ত্রেতায় রাবণ,
সবংশে মরিল শুধু সীতার কারণ ?
সতীর অতুল বল। ছাড় কুবাসনা,
ইন্দুরে স্বপনে কভু ভাবিও না আর।

ন। কত বার মনে করি, কিন্তু পারি কই ?
দিবারাত্র দেখি তা'রে নয়ন সম্মুখে।
জাগ্রতে সমস্ত বিশ্ব দেখি ইন্দুময়,
নিদ্রায় তাহাকে দেখি সম্মুখে আমার।
ভাবিলাম সুরাপানে ভুলিব তাহারে,
জুড়াইব হৃদয়ের দারুণ যাতনা,

কিন্তু কই ? সুরাপানে জড় অবস্থায়,
দেখি ইন্দু রহিয়াছে সারা বিশ্বময়।
প। মনে তুমি কর নাই ভুলিতে তাহারে,
ভুলিতে পারিতে তুমি তা হ'লে নিশ্চয়।
তাহ'লে হইত চেষ্টা, চেষ্টা হ'তে কাজ,
কার্য্যেতে হইত সিদ্ধি নাহিক সংশয়।
চেষ্টায় সকলি হয় যদি থাকে মন,
চেষ্টাই জগতে সদা উন্নতি কারণ।
বল দেখি যেই মনে দস্যু রত্নাকর
ভজিল রামের নাম, প্রহ্লাদ যে মনে
ভজিল হরির নাম, সেই মনে তুমি,
কখন কি ভাবিয়াছ ভুলিতে ইন্দুরে ?
ন। না। সে মন আমার যে হয় না কখন।
ভুলিতে তাহারে ইচ্ছা করেও করে না।
প। সত্য করে বল দেখি বাস মোরে ভাল ?
ন। সত্য করে বলিতেছি বাসি তোমা ভাল।
প। মিথ্যা কথা ! তাহা হ'লে হইত না কভু,
তোমার মনেতে এই কামনা সঞ্চার,
ইন্দুরে কখন তুমি ভাবিতে না মনে।
তাহ'লে আমার সুখ আর শান্তিতরে,
আমার সামান্য ইচ্ছা করিতে পালন,
পারিতে করিতে ত্যাগ সকলি যে তুমি।

বল দেখি যদি কেহ পাপ অনুরাগে
দেখিত আমার প্রতি, ইন্দুকে যেমন
দেখিতেছ তুমি এবে, তোমার কেমন
আঘাত লাগিত প্রাণে, কি হইত মনে ?

ন। সে ভয় আমার নাই জীবনে কখন।
কেহই নারিবে তাহা করিতে তোমায়।

প। ধর যদি তাই হয় তোমার কখন ?

ন। যখন হইবে তাহা বলিব তখন।

প। বুঝিলাম সত্যকথা বলিবে না তুমি।
জননী ভগিনী আর আছে যার জায়া,
তাহাদের মুখ চাহি, চাহিয়া সম্মান,
বল দেখি কোন্ জন কি সাহসে চায়,
করিতে সতীর প্রতি হেন অপমান ?

ন। ও সব তর্কের কথা রেখে দাও দূরে।
মরি মরি ইন্দুমতী আহা কি সুন্দরী !

প। ছি ছি কি লজ্জার কথা ! পতিপ্রাণা সতী,
করিবারে চাহ তুমি তা'র সর্ব্বনাশ ?
কোথা প্রাণ দিয়া তা'র রাখিবে সম্মান,
কোথা নিজে চাহ মান নাশিতে তাহার !
ছি ! ছি ! কি লজ্জার কথা ! ইন্দ্রিয় সংযম
মানুষের কাজ, নহে ইতর প্রাণীর।
বিস্তৃত অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত সৌন্দর্য্য,

গম্ভীর রহস্য কত রয়েছে সম্মুখে,
মানস জগত আর জড় জগতের।
কোথায় করিবে তার সদা আলোচনা,
সুগভীর তত্ত্ব কত করিয়ে বাহির,
অপার আনন্দ পাবে হবে আরও বড়,
আর কি না এই কথা মুখেতে তোমার ?
উজ্জ্বল আলোক দেখি পতঙ্গ যেমন,
উড়িয়া আসিয়া পড়ে ঝাঁপ দিয়া তায়,
না ভাবিয়া পরিণাম, তাহার মতন,
তুমিও পড়িছ ওই রূপের শিখায়।

ন। যা হ'বার হবে তাহা, যা থাকে কপালে।
ভাবিব ইন্দুরে আমি জীবনে মরণে।

প। দিতেছ দোহাই কেন অদৃষ্টের আর,
পতঙ্গের যাহা হয় হইবে তোমার।
হায় হায় দেখিলে না চাহি একবার,
কি অনন্ত রূপ ওই সম্মুখে তোমার,
আকাশ পাতাল ওই অনল অনিলে,
জড় প্রকৃতির মাঝে রয়েছে বিস্তৃত!
একবার ভাবিলে না ভুলিয়ে কখন,
প্রেমময় পরমেশ প্রেম-পারাবার!
কি কাজে পাঠায়ে তিনি তোমারে সংসারে,
দিয়াছেন ধন, জন, বুদ্ধি বিবেচনা,

কত সুখ শান্তি এত হাহাকার মাঝে !
অনন্ত শকতি কত সাধনা সাপেক্ষ !
এস বাতায়ন পাশে, চেয়ে দেখ দেখি
অনন্ত আকাশ পানে। কি সুন্দর মরি,
কি গৌরবময়, কিবা মাধুরী জড়িত
সৌন্দর্য্যের হাট, ওই কত গ্রহ তারা,
অসংখ্য জীবের বাস পৃথিবীর মত,
ঘুরিছে আপন কক্ষে নীলিমার কোলে,
উজলিয়া নভঃদেশ। ওই স্থানে যা'তে,
পারিবে যাইতে কর উপায় তাহার।
তিমির-বসনা ধরা দেখ নিম্নে কত,
কিবা ঘোর অন্ধকার ! এই জড় দেহ
ওখানে রহিবে পড়ি আয়ু অবসানে।
তমোভাব, পাপ ইচ্ছা, কর পরিহার।

ন। ও সব লাগে না ভাল চাহি ইন্দুমতী।
ইন্দুমতী ময় সব জগৎ আমার।

প। বুঝেছি আমার এবে ভেঙ্গেছে কপাল,
সোণার সংসার এবে যাবে রসাতলে।
বুঝেছি তোমার অন্য চিন্তার অভাবে,
কাজের অভাবে আর, এই রূপ-চিন্তা,
অবৈধ প্রেমের চিন্তা হয়েছে প্রবলা,
যেমন হইয়া থাকে নিষ্কর্ম্মার মনে।

কর্ম্ম কর, চিন্তা কর, কর পরিশ্রম,
আলস্য বিলাস আর কর পরিহার,
দেখিবে কোথায় এই পাপ অনুরাগ
অচিরে যাইবে চলে, হইবে পবিত্র।
কায় ক্লেশে করে যারা জীবিকা নির্ব্বাহ
অভাব যা'দের আছে নিত্য সহচর,
স্বভাব তা'দের থাকে পবিত্র নির্ম্মল।
জানিতেন রাণীমাতা, তাই অভাবের
কঠোর শাসনে তোমা রাখিতেন সদা।
শুন ! আজ হতে ছাড় সব অনাচার।
কর ব্রাহ্মণের কাজ যথাশাস্ত্র তুমি।
করি অশ্বে আরোহণ প্রভাত মধ্যাহ্নে
বিমুক্ত প্রান্তরে কর একাকী ভ্রমণ।
তাহ'লে হইবে এই রোগ নিবারণ।

ন। গঙ্গার সৈকতে গিয়া বল "ভাগিরথি !
তোমার প্রবাহ ফিরে লহ গো জননি !"
বৃথা আর কিছু বলা এখন আমায়,
ভাসা'সু জীবন তরি দেখি কোথা যায়।

সপ্তম সর্গ।

প্রায়শ্চিত্ত।

বাসন্তি পূর্ণিমা নিশি, আহা কি সুন্দর !
বিমল রজত পারা
সুস্নিগ্ধ জোছনা ধারা
গায় মাখি বসুন্ধরা হাসে মনোহর।
হাসে তরু হাসে লতা,
হাসে ফুল হাসে পাতা,
গগনের চাঁদ হাসে জলের উপর।
তরুশিরে বসে পাখী
ডাকিতেছে থাকি থাকি,
সোহাগে পূরিত কত তা'র কণ্ঠস্বর।
মধুর মলয় বায়
ধীরে ধীরে বহে যায়
ঢালিয়া অমিয় ধারা পৃথিবী ভিতর।
তরল জোছনা দিয়া
আকুল করিয়া হিয়া
উদ্ভ্রান্ত বাসনা কাঁদে হইয়া কাতর।
পাপিয়া গাহিছে গান

ভাসিয়া যেতেছে তান
মলয় অনিল ভরে দূর দূরান্তর।
ঝিল্লীর গানের সনে
কত কথা পড়ে মনে
বিষাদ জড়িত স্মৃতি আসে নিরন্তর।
কি যেন আমার ছিল
কোথায় হারায়ে গেল
এ জীবনে তা'রে আমি পাইব না আর।
তাহার বিরহে যেন
শূন্য দেহ শূন্য মন
সে যেন লইয়া গেছে সমস্ত আমার।
কত ভাল বাসাবাসি,
কত সুখ কত হাসি,
কোথায় চলিয়া গেল সহিত তাহার।
আমি তা'রি পথ চেয়ে,
তা'রি স্মৃতি বুকে লয়ে
একাকী এখানে বসি করি হাহাকার।
কোথা হ'তে জীব আসে,
কেন কাঁদে কেন হাসে,
কোথায় চলিয়া যায় তাহারা আবার।
কেন ঢেলে স্নেহরাশি
পরায়ে পরাণে ফাঁসি

শেষে তা'রা ফেলে যায় মরণ মাঝার ?
কেন এত ব্যাকুলতা
অতৃপ্তির এত ব্যথা
জীবের অন্তরে দহে দুঃখ অনিবার ?
কেন মোহ আবরণ
করি তাহা উন্মোচন
পারে না দেখিতে জীব স্বরূপ তাহার ?
জগতে সকলি ভাল
এত রূপ এত আলো
মানুষের মনে শুধু কেন অন্ধকার ?
প্রকৃতির সুর সনে
এক সুরে এক তানে
বাঁধে না তাহারা কেন প্রাণ আপনার ?
ঢালিয়া প্রেমের ধারা
হয় না'ক কেন তা'রা
সকলে একটী প্রাণ জগৎ মাঝার ?
সদা এই মনে হয়
জীবন স্বপন ময়,
গভীর রহস্যে পূর্ণ এই যে সংসার।
বসি এই চন্দ্রালোকে
মনে হয় কোন্ লোকে
দিবসের খেলা শেষে আসিনু আবার।

সকলি শীতল হেথা
নাহি জ্বালা নাহি ব্যথা
সংসারের কঠোরতা কিছু নাহি আর।
কঠিন দিনের সাথে
কোমল চাঁদিনী রাতে
কেন এত ব্যবধান কে দিবে উত্তর!
এ জীবন অবসানে
যা'ব চলে যেই স্থানে
দিবস যামিনী মত প্রভেদ কি তা'র?
এমনি স্বপনময়
সৌন্দর্য্য মাধুরীময়
বাসন্তী পূর্ণিমা মত সেও কি সুন্দর?
জীবন সঙ্গীত হায়
সে দেশে কি ভেসে যায়
মরণের সাথে কি গো—সংসারের পার?
সংসারের স্মৃতি যত
ঝিল্লীর গানের মত
সে দেশেও করে কি গো বিষাদে ঝঙ্কার?
কাহারে শুধাব আমি কে দিবে উত্তর!

প্রাঙ্গণ-উদ্যানে ইন্দু মর্ম্মর বেদীতে
হেলাইয়া বর বপু শিলা উপাধানে,

বাহুতে রাখিয়া শির, আয়ত নয়নে
চাহিয়া চাহিয়া ওই পূর্ণচন্দ্র পানে,
ভাবিতেছে এইরূপে হয়ে আত্মহারা।
আসিয়া কহিল দাসী এ হেন সময়ে,
রাণীমা প্রাসাদে যেতে হইবে এখনি।
নগেন্দ্র পীড়িত অতি, তাই ছোট রাণী
করেছেন অনুরোধ বড়ই কাতরে,
ইন্দুরে যাইতে সেথা দাসীর সহিত।
হায়রে সহানুভূতি ! উঠিলেন ইন্দু
পীড়ার সংবাদ শুনি কাতর হৃদয়ে।
বাহিরে প্রস্তুত যান, অদূরে প্রাসাদ।
গেলেন দাসীর সাথে তখনি সেখানে।
নগেন্দ্র শায়িত এক শয্যার উপর,
ঘরে আর নাহি কেহ। "বসুন এখানে
দিতেছি ডাকিয়া মাকে" বলিয়া কিঙ্করী,
বাহিরে চলিয়া গেল বন্ধ করি দ্বার।
ধীরে ধীরে শির তুলি ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে,
বলিল নগেন্দ্র "ইন্দু ! আসিয়াছ তুমি ?
"বস এই স্থানে, আমি বড়ই পীড়িত,
জীবনের আশা আর নাহিক আমার।"
ইন্দু। কি হয়েছে আপনার, হইয়াছে কবে ?
কিছুই জানি না আমি। কোথা গেল দিদি ?

নগেন্দ্র। কক্ষান্তরে তিনি। ডাকিতে গিয়াছে দাসী,
আসিবে এখনি। বসিলে ওখানে কেন ?
আমার নিকটে এস, আছে কিছু কথা ;
বেদনা করিছে শির দেহ শিরে হাত।
কণ্ঠের স্বরেতে ইন্দু বুঝিল তখন
নগেন্দ্রের পীড়া শুধু ভান মাত্র তা'র।
মদিরা সেবনে স্বর ঈষৎ জড়িত,
ঈষৎ রক্তিম নেত্র জ্বলিছে উজ্জ্বল।
উঠিয়া তখনি ইন্দু কহিলেন তা'রে
"অপেক্ষা করুন আমি আসিব এখনি।"

নগেন্দ্র। (উঠিয়া)
আসিবে না পঙ্কজিনী নাহি কোন ভয়,
নাহিক এখানে তিনি। স্থানান্তরে তাঁ'রে
দিয়াছি পাঠায়ে আজ তোমার কারণ।
আমার আদেশে আর শিক্ষামতে দাসী
এনেছে তোমারে হেথা। আসিবে না কেহ।
শুন মন দিয়া যাহা বলিব তোমায়।
তখনি বুঝিল ইন্দু তা'র অভিপ্রায়।
শিহরিয়া উঠিলেন গণিয়া প্রমাদ।

"কি কথা বলিতে চা'ন আমারে আপনি ?"

নগেন্দ্র। রূপেতে পাগল আমি হয়েছি তোমার।
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান,
তুমি দেহ, তুমি প্রাণ,
এক মাত্র চিন্তা তুমি জীবনে আমার,
ভুলেছি সকলি আমি ভুলেছি সংসার।

ইন্দু। ছি ছি! কি লজ্জার কথা! বলিলে কেমনে ?
ধর্ম্ম ভাই তুমি, আমি ভগিনী তোমার,
কোথায় রাখিবে মান দিয়া নিজ প্রাণ,
আর কিনা নিজে তুমি কর অপমান ?

নগেন্দ্র। যে দিন দেখিনু ইন্দু তোমারে নয়নে,
সকলি ভাসিয়া গেল,
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সব গেল
হৃদয়ের বল গেল, কোথায় কে জানে;
হারাইনু আপনারে বলিব কেমনে ?

ইন্দু। সে নহে আমার দোষ, দোষ আপনার।

নগেন্দ্র। সত্য বটে কিন্তু তুমি সুধাও সাগরে
দেখিয়া কৌমুদী হাসি
কেন তা'র জলরাশি
স্ফীত হ'য়ে ছুটে যায় সৈকত উপরে,
দেখে ওই পূর্ণচন্দ্র সুনীল অম্বরে।

নগেন্দ্র। কেমনে চাপিয়া রাখি বাসনা আমার ?
বারিধি উচ্ছ্বাস সম
হৃদয় দুকূলে মম
উথলিয়া উঠে আজ প্রেম পারাবার,
দেখিয়া শরীরী ইন্দু নিকটে আমার।

ইন্দু। সাগরের চিরকাল বৃথা আস্ফালন।

নগেন্দ্র। আমার হয়েছে তাই এ দুই বৎসর।
রাণীমার ভয়ে ভয়ে
কোন কথা নাহি কয়ে
সহিয়াছি এত দিন যাতনা অপার,
বলিতে পারিনি কথা তোমাকে আমার।

ইন্দু। নিরাশ্রয়া দেখে তাই হয়েছে সাহস ?

নগেন্দ্র। সত্য কথা আজ আর নাহি কোন ভয়।
নাহিক রাণীমা, আর
কঠোর শাসন তাঁ'র,
কার সাধ্য কেহ কিছু বলিবে আমায়,
এ সংসারে আমি আজ কর্ত্তা সর্ব্বময়।

ইন্দু। ঊর্দ্ধ দিকে চেয়ে দেখ আছেন ঈশ্বর।

নগেন্দ্র। থাকেন ঈশ্বর যদি থাকুন উপরে,
কাজ নাহি দেখে তাঁ'র
পাপ পূর্ণ এ সংসার

ঢালিতে প্রেমের বিষ কে বলিল তাঁরে ?

ইন্দু। বুঝিয়াছ ভুল তুমি উদ্দেশ্য তাঁহার।

নগেন্দ্র। সে কথা শিখিব পরে নিকটে তোমার।

শুনরে প্রাণের ইন্দু
অনন্ত প্রেমের সিন্ধু
দয়া করে বল তুমি বল একবার,
আমাকে বাসিবে ভাল, হইবে আমার।

ইন্দু। পায়ে ধরি কৃপা করি খুলে দেহ দ্বার।

নগেন্দ্র। যাইতে দিব না আমি তোমাকে ত আর।

মরি মরি কি সুন্দরী কি সুন্দরী তুমি !
এত রূপ কেন দিল বিধাতা তোমারে ?
নিশার নীহার সিক্ত আধ বিকসিত,
ব্রীড়ায় উজ্জ্বল কিবা বদন সরোজ !
বিশাল বিস্তৃত ওই নয়ন যুগল—
কত কোমলতা কত সোহাগে পূরিত,
অসীম অনন্ত নীল গগনের মত
সদাই ঔদাস্যপূর্ণ, চিন্তায় আকুল,
এবে সে নয়নে হের বিজলি খেলিছে,
জ্বলিছে তারকা সম আঁখি তারা দুটী,
মরি মরি কি সুন্দর, অতুল জগতে।
বিমুক্ত চিকুর দাম নিবিড় অলক,
উজ্জ্বল চম্পক গৌর ললাট উপরে,

শিরঃ সঞ্চালনে দোলে আহা কি সুন্দর !
সমুন্নত বর বপু মহিমা মণ্ডিত,
মাধুরী জড়িত কিবা সুষমার ছবি,
ভাস্কর খোদিত যেন, আহা কি সুন্দর !
হীরক মণ্ডিত ওই দ্যুতিমান চূড়,
সুগোল কোমল শ্বেত সুন্দর প্রকোষ্ঠে,
শোভিতেছে কি সুন্দর, মরি মরি মরি !

ইন্দু। কেন কর অপমান খুলে দেহ দ্বার।

নগেন্দ্র। দিব না যাইতে প্রাণ থাকিতে আমার।
হৃদয় লালসানলে
দহিতেছে পলে পলে,
সহিতে তাহার জ্বালা পারি না যে আর,
যাহা হয় আজ শেষ করিব তাহার।

ইন্দু। পারিবে না করিবারে কোন অত্যাচার,
দেবতা আমারে রক্ষা করিবে আপনি।

নগেন্দ্র। অনেক দিবস হ'তে তাহা আমি জানি,
দেখিতে পাইবে তাহা তুমিও এখনি।
উপস্থিত তুমি এবে বন্দিনী আমার।
অদূরে নদীর ঘাটে ওই যে তরণী
মরালের মত ভাসে জোছনা আলোকে,
উহাতে লইয়া তোমা, আমরা দুজনে,
চন্দ্রকরোজ্জ্বল ওই নদীর উপরে,

শীতল শীকর-সিক্ত সুদূরে গভীর
কুয়াসার মধ্য দিয়া ভাসিতে ভাসিতে
দূর দূরান্তরে এক নির্জ্জন প্রদেশে,
মানবের দৃষ্টিপথ তাহার বাহিরে
যাইব চলিয়া, সেথা রাখিব তোমারে।
সতত থাকিব আমি সঙ্গেতে তোমার,
তোমার ছায়ার মত। তৃষিত নয়নে
হেরিব তোমার ওই সুচারু বদন।
প্রাণভরা ভালবাসা ঢালিয়া আমার,
ওই সুধাকর পানে চাহিয়া চাহিয়া,
আনন্দ বিহ্বল প্রাণে, এই জীবনের
গণা দিন গুলি আমি করিব যাপন।
দেখিতে দেখিতে আমি হয়ে আত্মহারা,
ভুলিব জীবন মম, ভুলিব সংসার,
তোমাতে মিশিয়া যা'ব, হইব নির্ব্বাণ।
শিখা'ব তোমারে ভালবাসিতে আমারে।
শিখাইব এ জগতে সকলি অসার,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম নাহি কিছু, নাহিক ঈশ্বর,
পাপ-পুণ্য নাহি কিছু, নাহি পরকাল,
মরিলে ঘুচিয়া যায় সমস্ত জঞ্জাল,
মাটীর শরীর মিশে মাটীতেই রয়,
দেহান্তে প্রাণীর অন্য গতি না[illegible]

তাই বলি খাও দাও কর সুখভোগ,
যত দিন দেহ তব রহিবে নীরোগ।

ইন্দু। উঃ কি ভয়ানক! হায় বুঝিবে অচিরে
মদিরা সেবনে হয় কিবা পরিণাম।
পাইলে পাপের দণ্ড ঘুচিবে স্বপন,
জগতে যেমন ইহা সকলের ঘুচে।
ফুটিবে তখন চক্ষু, চিনিবে ঈশ্বর—
দাঁড়াও ওখানে। নাহি হও অগ্রসর।

নগেন্দ্র। কুসুম কোমল প্রাণে কঠিনতা এত?

হঠাৎ খুলিল দ্বার, আসিল ছুটিয়া
ঘরে, নগেন্দ্রের পুত্র শশাঙ্ককুমার।

সুদূর গগন-প্রান্তে দেখি অকস্মাৎ
এক খণ্ড কৃষ্ণমেঘ, নিদাঘ তাপিত
তৃষিত পথিক যথা চাহি তা'র পানে
কত আশা করে মনে, শশাঙ্কে দেখিয়া,
উপজিল কত আশা মানসে ইন্দুর।

শশাঙ্ক। পিসিমা পিসিমা! আমি খুঁজেছি তোমারে
সারা বাড়ীময়—তুমি আসিলে কখন?

নগেন্দ্র। কেন তুই এলি হেথা? দূর হ'রে পাপ।

শশাঙ্ক। বিনা দোষে কেন বাবা কর তিরস্কার?

নগেন্দ্র মারিয়া লাথি ফেলে দিল দূরে
কিশোর সন্তানে তা'র। উঠিয়া কুমার,
ধরিয়া ইন্দুর হাত লাগিলা কাঁদিতে।
"পিসিমা আমরা চল ফিরে যাই ঘরে।
কেন বাবা! পিসিমার রোধ তুমি পথ?
ছেড়ে দাও, যাইতেছি আমরা চলিয়া।"
বসিয়া পড়িল ইন্দু মেঝের উপর;
নগেন্দ্র ধরিতে গেল কুমারে তাহার।
বসিয়া তখন ইন্দু যুড়ি দুই কর,
ঊর্দ্ধে চাহি সকাতরে ডাকিয়া ঈশ্বরে,
ফিরিয়া নগেন্দ্র প্রতি বলিল গর্জ্জিয়া—
"মেরোনা বাছারে আর। দেহ তীক্ষ্ণ ছুরি
নাশিব নিজের প্রাণ ঘুচিবে আপদ।"
নগেন্দ্র ছাড়িয়া পুত্রে দাঁড়াইল দূরে।
বালক উঠিয়া তবে আপাদ মস্তক
দেখিল পিতার তা'র। বারেক চাহিয়া
রুদ্যমানা ইন্দু প্রতি, দেখিল আবার
উজ্জ্বল আলোক-দীপ্ত কক্ষ চারিধার।
অমনি ছুটিয়া গিয়া গৃহের কোণেতে
তুলিয়া লইয়া এক পিস্তল তখন—
আত্মরক্ষা হেতু যাহা সতত নগেন্দ্র
[illegible] রাখিত [illegible] —

আবেগ উচ্ছ্বাসভরে কহিল পিতারে—
"নারীজাতি প্রতি যেবা করে অত্যাচার,
কোমল পরাণে তার যেবা দেয় ব্যথা,
অকারণে আনে তা'র নেত্রে অশ্রুজল,
করে সেই মহাপাপ নাহিক সন্দেহ।
ঠাকু'মা বলেছে পাপ ভীষণ অনল,
নিমেষে পুড়ায়ে সব করে ছারখার।
প্রায়শ্চিত্ত হয় তা'র হৃদয় শোণিতে।
ঈশ্বর করুন মুক্ত আপনার পাপ
আমার হৃদয় রক্তে। যে দেহ দিয়াছ
তাত! আজি সেই দেহ, ফিরাইয়া দিনু
ওই চরণে তোমার।" এই কথা বলি,
পিস্তল তুলিয়া পুত্র নিমেষে তখনি
লক্ষ্য করি আপনার কোমল হৃদয়,
ছুড়িল সহাস্য মুখে। পড়িল ভূতলে
ছিন্নমূল তরু প্রায় গালিচা উপরে,
বিগত-জীবন হায়, দেখিতে দেখিতে!
ভীষণ শবদ শুনি পঙ্কজিনী মাতা,
তখনি আগতা গৃহে নিমন্ত্রণ হ'তে,
ছুটিয়া আসিল ঘরে, দেখি বিভীষিকা,
চিৎকার করিয়া ভূমে হইল পতিতা!
কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া কতিপয় পদ,

নগেন্দ্র পড়িল ভূমে হইয়া মূর্চ্ছিত।
ভয় আর উত্তেজনা হেতু ইন্দুমতী,
তখনি চলিয়া গেল গৃহের বাহিরে।
বলিয়া সকল কথা পুর কবিরাজে,
নিজ গৃহ অভিমুখে চলিলেন একা।
কিশোর বালক এই দেবশিশু সম,
ক্রীড়াশীলতায় পূর্ণ, সরলতা মাখা,
সংসারের কুটিলতা নাহি জানে কিছু,
কেমনে জানিল তা'র সংকল্প পিতার,
এই পাপ পরিণাম, প্রায়শ্চিত্ত তা'র ?
কি বিষ ঢালিয়া তা'র পরাণে পিতার,
মরমে মরমে তা'রে বিঁধিয়া বিঁধিয়া,
প্রফুল্ল কুসুম সম নধর অধরে
কি সুন্দর হাসি টুকু ক্ষণেক হাসিয়া,
কোথায় চলিয়া গেল শশাঙ্ক কুমার!
কে তাহারে দিল বল আত্ম-বলিদানে,
পিতার মঙ্গলে তা'র ? দুজ্ঞেয় রহস্য!
ভাবিতে ভাবিতে ইন্দু ধীর পাদক্ষেপে
চলিয়া গেলেন তাঁ'র আপন আলয়ে।
যাইতে যাইতে পথে শ্রবণে পশিল
এক মহা হাহাকার, করুণ চিৎকার,
দেখিল বাসন্তী নিশা হইল আঁধার।

অষ্টম সর্গ।

পরামর্শ।

অতীত প্রহর নিশি, তৃতীয়ার চাঁদ
উঠে ধীরে ধীরে, ওই পূরব গগনে,
জগৎ করিয়া আলো। মাঝে মাঝে কত
ছোট ছোট মেঘ, ভাসি যায় ধীরে ধীরে
নীলিমার কোলে, যেন গতিশীল পোত
অনন্ত বারিধি কোলে যেতেছে ভাসিয়া।
রহিয়া রহিয়া, যেন চমকিয়া উঠি,
ছুটিছে উদাস ভাবে মলয় পবন।
ফুটেছে বাগানে আজ কত শত ফুল
সৌরভে আকুল করি সারাটী প্রাঙ্গণ।
প্রাঙ্গণ উদ্যানে ইন্দু শ্বেত শিলাসনে
বসিয়া বিষাদে চাহি চন্দ্রমার পানে,
ভাবিতেছিলেন নিজ জীবনের কথা,
একে একে যত সব অতীত কাহিনী।
মনে হয় তাঁ'র, যেন জগতে সকলি
নিশার স্বপন সম, এই আছে, নাই!

যেন শূন্যগর্ভ সব। সুখেতে বিষাদ,
বিষাদে আনন্দ, আলো ছায়া, পাপ পুণ্য,
জড়াইয়া পরস্পরে আছে পাশাপাশি।
অনন্ত মঙ্গলময় এক মহাসূত্রে
রেখেছে গাঁথিয়া যেন এক সাথে সব।
এমন সময়ে আসি পঙ্কজিনী ধীরে,
পুত্রের মৃত্যুর পর প্রথম সাক্ষাতে,
চাপিয়া ধরিল ত্রস্তে ইন্দুর নয়ন।
পরশে বুঝিয়া ইন্দু বলিয়া উঠিল
"চিনেছি তোমায়, ছাড়, স্নেহময়ী দিদি।"
সম্ভ্রমে উঠিয়া শীঘ্র লয়ে পদধূলি
বিস্ময়ে দেখিল চাহি, প্রফুল্ল আননা
পঙ্কজিনী দিদি তা'র। শোক দুঃখ ছায়া
লেশ মাত্র নাহি তাঁ'র অন্তরে বাহিরে।
মহিমা মণ্ডিত কিবা স্বর্গীয় মাধুরী
ললাটে বদনে তাঁ'র শোভিছে সুন্দর।
প্রশান্ত স্নেহের ভাব, হাসিভরা মুখ,
দেখিয়া দেখিয়া ইন্দু ফেলিল কাঁদিয়া—
"ক্ষমা কর দিদি তুমি, আমি যে তোমার
এই বিপদের হেতু, ক্ষমা কর তুমি।"
দ্বিতীয় কথাটী আর কহিবার আগে
এক হাতে চাপি' ধরি ইন্দুর বদন,

জড়াইয়া দেহ তা'র অন্য হাত দিয়া,
টানিয়া আপন বক্ষে মাতা পঙ্কজিনী,
বলিল "এসেছি ভগ্নি তোমার দুয়ারে
ক্ষমা ভিক্ষা হেতু, নহে ক্ষমা করিবারে।
ক্ষমা কর দোষ বোন্ আমার পতির।
ক্ষমাযোগ্য তিনি এবে। একটী আঘাতে
ফিরিয়াছে মতি গতি, হয়েছে আশ্চর্য্য
পরিবর্ত্তন তাঁহার। কে বলে জগতে
নাই পুণ্যের শকতি ? মহৎ কার্য্যের
নাহি কোন শুভ ফল ? নবীন জীবন
পারে না মানবে দিতে, জড়েতে চেতনা ?
নবীন জীবন, আর নবীন চেতনা
দিয়াছে সন্তান তা'র পিতারে আপন,
সতীত্বের বেদীমূলে দিয়া নিজ প্রাণ।
শশাঙ্ক আমার ধন্য, ধন্যা আমি আর
জননী বলিয়া তা'র। ধন্য পিতৃকুল।
রাণীমা বংশের যোগ্য করিয়াছে কাজ।
মরণ অধীন সবে। কিন্তু বল বোন্
ক'জন মরিতে পারে মানুষের মত ?
জগতে সকলে আসে কাজ করিবারে,
কয় জন পারে বল করিবারে তাহা ?
সংসারে আসিয়া বাঞ্ছা করিবারে কাজ,

অচিরে সম্পন্ন করি কাজ আপনার,
অনন্ত জীবন লভি গিয়াছে চলিয়া
পুণ্যময় স্বর্গধামে, স্থানে আপনার।
তা'র জন্য বৃথা দুঃখ, তাহার পুণ্যেতে
হ'ব সবে পুণ্যময়, তেজে তেজোময়।"
একি গরিয়সী কথা! চমকিলা ইন্দু।
বুঝিলা মানবী নহে মাতা পঙ্কজিনী।
সম্ভবে দেবীর হেন, হেন দেব পুত্র।
কিন্তু বহুক্ষণ সেই নির্জ্জন প্রাঙ্গণে,
পঙ্কজিনী বুকে মুখ চাপি ইন্দুমতী
কাঁদিলেন, পুত্রহারা জননীর মত।
হইল অনেক কথা। কতক্ষণ পরে
উভয়ে উঠিয়া গেল যথায় নগেন্দ্র,
পুত্রশোকে জর জর, বিশুষ্ক মলিন,
অনুতাপানলে দগ্ধ, দীন হীন বেশে,
তৃণাসনে বসি একা ছিলেন বাহিরে,
অট্টালিকা পুরোভাগে, সেই চন্দ্রালোকে।
তাঁহাকে দেখিয়া ইন্দু হইল কাতরা,
উথলি উঠিল অশ্রু নয়নে তাহার।
পঙ্কজিনী বাক্য শুনি উঠিয়া নগেন্দ্র
আছাড়ি পড়িল ইন্দু চরণ সমীপে।
"ক্ষমা কর দেবি মোরে, ঘোর মোহবশে

করিয়া তোমাকে আমি বড় অপমান,
অনুতাপে জ্বলিতেছি, আর পুত্রশোকে।
ঈশ্বর আছেন সত্য আছে পাপ-পুণ্য,
পাপের ভীষণ দণ্ড আছে পাপী তরে।
থাকিলে পুণ্যের পথে নিজে ভগবান
তাহারে করেন রক্ষা, দেন আশীর্ব্বাদ।
কুমারের বিনিময়ে যে শিক্ষা পেয়েছি,
ভুলিব না কভু তাহা জীবনে আমার।
ছেড়েছি বাসনা আমি সংসারের সব,
প্রবৃত্তির হইয়াছে নিবৃত্তি এখন,
খুলিয়াছে জ্ঞানচক্ষু এখন আমার।
আদরে শিখিতে যাহা পারি নাই আগে,
কালের দণ্ডেতে তাহা শিখেছি এখন।
ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি ধর্ম্মে রাখি মতি,
কঠোর কর্ত্তব্য পথে, রাণীমা আদর্শে,
চলিব এখন হ'তে, কিন্তু দেবি তুমি!
মন খুলে ক্ষমা কর এখন আমায়।"

ইন্দু। ক্ষমিয়াছি দোষ তব। কিন্তু দাদা! ওই
অনন্ত ঈশ্বর কাছে চাহ ক্ষমা তুমি,
চাহিলে মিলিবে ক্ষমা, পাবে শান্তি সুখ।
কায়মনোবাক্যে ডাক তাঁহারে এখন।
আর কিছু যেন ছিল বলিবার কথা

নারিলা বলিতে তাহা। কি এক উচ্ছ্বাসে
কণ্ঠরোধ হ'ল তা'র। তাই দ্রুত বেগে
ফিরিয়া আসিল একা অন্দর প্রাঙ্গণে।
পতিরে পাঠায়ে দিয়া প্রাসাদে আপন
পঙ্কজিনী ফিরে গেল ইন্দুমতী কাছে।
দুইজনে পরামর্শ লাগিল করিতে,
করিবে কি কাজ সবে তাহারা এখন।
এই স্থির হ'ল, নগেন্দ্রে লইয়া সাথে,
তাহারা যাইবে শীঘ্র তীর্থ পর্য্যটনে,
ভারতের নানা স্থানে যত তীর্থ আছে,
ইন্দুর পতির আর করিবে সন্ধান।

নবম সর্গ।

তীর্থে।

যথাযথ আয়োজন করিয়া তাঁহারা,
শুভদিনে হইলেন বাহির সকলে
তীর্থ পর্য্যটনে এবে। ছাড়ি অন্তঃপুর,
ছাড়িয়া জনতা পূর্ণ মানব সংসার,
সকলি কৃত্রিম যথা পূর্ণ ছলনায়,
আসিলেন তাঁ'রা আজ প্রকৃতির কোলে।
দেখিলেন মুগ্ধনেত্রে বিমুক্ত প্রান্তর,
যোজন ব্যাপিয়া আছে যোজনের পর,
হরিৎ বরণে ঢাকা দিগন্তে বিস্তৃত,
উর্দ্ধে তা'র রহিয়াছে চির বিরাজিত
অনন্ত, উদার ওই নীল নভঃস্থল!
অসংখ্য তালের বৃক্ষ র'য়েছে কোথায়,
কোথায় রয়েছে কত সুন্দর উদ্যান,
কত শত পল্লীগ্রাম, নগর নগরী,
কত নদ নদী, কত গভীর তড়াগ,
কত শত খাল বিল, কত প্রস্রবণ,
অধিত্যকা, উপত্যকা বন্ধুর প্রদেশ!

কত নর নারী কত বালক বালিকা,
মানব জীবন তা'র কত বিচিত্রতা,
সংসার সংগ্রামে কত নিদারুণ ক্লেশ !
দেখিলেন দূরে ওই গগনের গায়,
মেঘ রেখা মত যেন গিয়াছে চলিয়া
কুয়াসা আবৃত সদা পর্ব্বতের শ্রেণী।
ধূম রেখা মত কিম্বা দীর্ঘ বনভূমি।
দেখিলেন তাঁ'রা, কত পথের পার্শ্বেতে
ফল-ফুলে সুশোভিত নিবিড় কানন,
বিশাল বিটপীচয়, কত যুগ হ'তে,
অতীত ঘটনা কত নীরব ভাষায়,
চিন্তাপূর্ণ পান্থজনে কহি সবিস্তারে
রয়েছে দাঁড়ায়ে। কুসুম রতন পূর্ণ
কোমলা ব্রততী কত, রূপে আলো করি,
ঝুলিছে জড়ায়ে গাছে। দেখিলেন আর
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডার,
মানবের বল, বুদ্ধি, শিল্প পরিচয়,
বিজ্ঞানের অধিকার প্রকৃতি উপরে,
শিল্পের আদর্শ আর বাষ্পীয় শকটে।
অনন্তের অংশ এই মানবের মন,
অনন্ত সংসর্গে সদা চাহে থাকিবারে।
কক্ষ কিম্বা সমাজের কোন সঙ্কীর্ণতা

লাগেনা তাহার ভাল। সম্পূর্ণ বিকাশ
হয় না ইহাতে তা'র, যতনে রোপিতা
গৃহের ছায়ায় যথা সুকোমলা লতা।
প্রকৃতির মুক্তপথে রাখিলে তাহারে,
সিঞ্চিত হইলে তাঁ'র করুণার ধারা,
কঠোর, কোমল আর শাসনে তাঁহার,
মানবের মন হয় অশেষ উন্নত।
ক্ষুদ্রতা থাকে না আর নীচতা তাহার।
প্রকৃতির বিশালতা দেখিলে সতত—
দাঁড়া'য়ে নির্জ্জন ওই সমুদ্র সৈকতে,
চাহিয়া দেখিলে তা'র নীল বারি রাশি,
যতদূর দেখা যায় রয়েছে বিস্তৃত,
সদাই উচ্ছ্বাস পূর্ণ ভাব পূর্ণ আর,
দেখিলে তাহার সেই গম্ভীর প্রকৃতি,
ভৈরব কল্লোল সদা শুনিলে তাহার
মানব বুঝিতে পারে ক্ষুদ্রতা আপন।
দাঁড়াইয়া কিম্বা ওই প্রান্তর উপর,
দেখিলে দিগন্ত কোলে তাহার বিস্তৃতি,
কিম্বা ওই শৈল-শিরে উঠিয়া দেখিলে
প্রকৃতির মহা দেহ, সৌন্দর্য্য অপার;
বিমুক্ত নির্ম্মল বায়ু করিলে সেবন,
অনন্ত প্রকৃতি সাথে মিশি ক্ষুদ্র মন—

হয় অনন্ত উদার, শিখে সরলতা,
মানবের সঙ্কীর্ণতা থাকেনা কখন।
প্রকৃতির বিদ্যালয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষা স্থান।
একে একে কত দেশ, কত তীর্থ স্থান,
করিল ভ্রমণ তা'রা। জল বায়ু আর,
প্রকৃতি প্রভেদে কত হয়েছে প্রভেদ
সে সব স্থানের, আর সে দেশ বাসীর,
রীতি নীতি, বেশ ভূষা, তাহাদের ভাষা,
সমাজ, স্বভাব, আর আহার বিহার,
গৃহ আর গৃহস্থলী, দেখিল তাহারা।
স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত অতীতের স্মৃতি,
অতীতের কথা, কত পুরাণ রহস্য,
ধর্ম্মের রহস্য কত, কত উপকথা
জড়িত রয়েছে কত বনে উপবনে,
শৈলের শিখর দেশে, ভূধরের গায়,
প্রান্তর মাঝারে, আর নদীর সৈকতে,
নির্জ্জন প্রদেশে, আর জনপূর্ণ স্থানে,
প্রাসাদে, কুটিরে, কিম্বা বৃক্ষের তলায়,
দেখিল শুনিল তা'রা এই সমুদয়!
কত নর নারী এই সংসারের হাটে,
সাধু সদাশয়, কত পথিক, সন্ন্যাসী,
দেখিলেন ইন্দুমতী চাহিয়া চাহিয়া,

দেবব্রত কিন্তু হায়! মিলিল না তাঁ'র।

সমতল ক্ষেত্র ছাড়ি পার্ব্বত্য প্রদেশে,
চাহিলেন ইন্দুমতী যাইতে এক্ষণে।
লোক কোলাহল পূর্ণ জনপদ আর
লাগেনা তাঁহার ভাল। সকলে তখন,
হিমাদ্রি শিখর দেশে পবিত্র কঙ্খলে,
সত্যযুগে যেথা দক্ষ করিলেন যজ্ঞ,
শিব বিনা ত্রিজগৎ করি নিমন্ত্রণ,
পতি নিন্দা শুনি যেথা দক্ষ-রাজ সুতা
করিলেন দেহ ত্যাগ, সেই সতী তীর্থ
পবিত্র কঙ্খলে সবে করিল গমন,
হরিদ্বারে রহিলেন কিছু দিন তরে।

দ্বিতীয় খণ্ড।
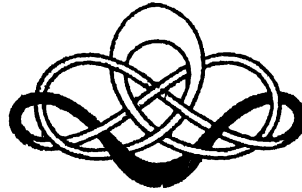
(দেবব্রত)

প্রথম সর্গ।

সন্ন্যাসী—সাক্ষাতে।

এ দিকে পাইয়া রক্ষা ধীবর যতনে,
ধীবরের গৃহে তিনি থাকি কিছু দিন,
দেবব্রত করিলেন কতই সন্ধান
ইন্দুর উদ্দেশে সেথা, প্রতি গ্রামে গ্রামে,
নদীর উভয় কূলে। নিরাশ হইয়া,
ধীবর নিকটে তিনি লইয়া বিদায়,
চলিয়া গেলেন শেষে ভাগ্য পরীক্ষায়।
বিষাদ কাতর চিতে চলিলেন তিনি,
কোথায়, নাহিক লক্ষ্য সে দিকে তাঁহার,
যে দিকে নয়ন যায় যান সেই দিকে।
অতীত মধ্যাহ্নকাল। শারদীয় রবি
বর্ষিছে সুতীব্রকর। পিপাসা ক্ষুধায়
কাতর হইয়া তিনি, বটবৃক্ষতলে
গন্তব্য পথের ধারে বসিলেন একা।
শীতল ছায়ায় বসি ডালে কত পাখী,
কাকলি করিছে কিবা মনের আনন্দে।
যোজন ব্যাপিয়া তাঁ'র দুই পার্শ্বে মাঠ,

শ্যামল ধান্যেতে পূর্ণ, অতি মনোহর।
পবন হিল্লোলে কভু দুলিছে সুন্দর,
সুনীল বারিধি কোলে বীচিমালা মত।
মনে হয় যেন কেহ মখমল দিয়া
মুড়িয়া দিয়াছে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর।
প্রান্তরের মাঝে মাঝে, দূরে, বহু দূরে,
রহিয়াছে কত গ্রাম নেত্র তৃপ্তিকর।
চারিদিকে কত শত বৃক্ষেতে বেষ্টিত,
সমুজ্জ্বল পত্ররাজি রবির কিরণে।
বৃক্ষের তলায় বসি জীবন কাহিনী
করিতে করিতে চিন্তা, এল তন্দ্রা ধীরে
নয়ন যুগলে তাঁ'র। পড়িলেন শুয়ে।
শান্তিময়ী নিদ্রাদেবী হরিল চেতনা।
কতক্ষণ এই রূপে ঘুমায়ে সেখানে,
উঠিলেন জাগি, কা'র কোমল পরশে?
চাহিয়া দেখেন তিনি আছেন শায়িত
অপূর্ব্ব মূরতি এক সন্ন্যাসীর ক্রোড়ে।
ভাবিলেন এও বুঝি স্বপ্ন-প্রতারণা।
উঠিয়া বসিয়া তাই মুছিয়া নয়ন,
চাহিলেন সন্ন্যাসীর মুখ পানে পুনঃ।
কি সুন্দর মুখ তাঁ'র! কি বাৎসল্য ভাব!
চিন্তাপূর্ণ নেত্রযুগ, উন্নত ললাট,

দীর্ঘ জটাজালে তাঁ'র বেষ্টিত মস্তক,
বিভূতি চর্চ্চিত কিবা সুবিশাল দেহ,
বাঘাম্বর, কণ্ঠে দোলে রুদ্রাক্ষের মালা।
দেবব্রত তাড়াতাড়ি উঠিয়া তখনি
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি লয়ে পদধূলি
ভক্তিভরে কহিলেন "কে দেব আপনি,
কৃপাকরি দরশন দিলেন আমারে ?"
ঈষৎ হাসিয়া তবে কহিল সন্ন্যাসী—
"তিষ্ঠ বৎস ! শুন আমি সামান্য মানব।
আসিয়া বৃক্ষের তলে দেখিলাম তুমি
নিদ্রায় বিভোর ; এক মহাকালসর্প
রয়েছে মস্তক পাশে বিস্তারিয়া ফণা ।
কমণ্ডলু হ'তে জল করিলে প্রক্ষেপ
পলা'ল বিবরে সর্প। ধূলায় লুণ্ঠিত
দেখিয়া মস্তক তব, লইনু তুলিয়া
নিদ্রার সুবিধা হেতু, অঙ্কে আপনার ।
এখন আমার কার্য্য হইয়াছে শেষ
চলিলাম আমি এবে।"
দেবব্রত তবে
গলদশ্রু নেত্রে তাঁ'র ধরিল চরণ,
জিজ্ঞাসা উদ্দেশে কিছু। সন্ন্যাসী কহিল—
"বুঝিয়াছি বৎস এবে তব অভিপ্রায়,

শুধাবার নাহি প্রয়োজন। শুন বলি—
জীবিতা তোমার জায়া, মহাপুণ্যব্রতী
মহিলা আশ্রয়ে এক আছেন কুশলে।
কোন অমঙ্গল তাঁ'য় হবে না নিশ্চয়,
কোন অমঙ্গল বৎস হবে না তোমার।
আজি হ'তে পূর্ণ তিন বৎসরের শেষে
হইবে মিলন পুনঃ। এই তিন বর্ষে,
ভীষণ পরীক্ষা হ'বে জীবনে তোমার।
পাইবে প্রচুর অর্থ দেবতা কৃপায়।
কিন্তু সাবধান, ধর্ম্ম আর নীতি পথ,
যাহাতে রয়েছে এই বিশ্ব চরাচর,
ভুলনা কখন তাহা। রাখিবে চরিত্র
নির্ম্মল পবিত্র সদা। নাহি অন্যবল
চরিত্র বলের শ্রেষ্ঠ। পরহিত ব্রত
করিবে সতত, স্বার্থ করি বিসর্জ্জন।
কায়মনোবাক্যে সদা ডাকিবে ঈশ্বরে,
পাইবে অনন্ত শক্তি ডাকিলে তাঁহারে।
"আমার সাক্ষাৎ? অবশ্য পাইবে পুনঃ
সময় অন্তরে তুমি। ক্ষুধায় তৃষ্ণায়
কাতর হ'য়েছ এবে। অদূরে পল্লীতে
যাও, লও গে আশ্রয়।"
এই কথা বলি

উঠিয়া তখনি তিনি, অঙ্গুলি নির্দ্দেশে
আসিতে নিষেধ করি, গেলেন চলিয়া।
বিমুগ্ধ যুবক শুধু রহিল চাহিয়া।

শিহরিল দেবব্রত। ছলনা করিয়া,
দেবতা তাঁহারে একি দিল দরশন,
নির্জ্জন বৃক্ষের তলে মধ্যাহ্ন সময়ে?
মানবে কি পারে কভু বলিতে এমন,
অব্যক্ত মনের কথা, চিন্তার বিষয়?
জীবনের পুরোভাগে পটের আড়ালে,
সত্যই কি এত সুখ আছে লুক্কাইত?
নিশ্চয় দেবতা বাক্যে নাহিক সংশয়।

আশায় বাঁধিয়া বুক উঠি দেবব্রত,
চলিল অদূরে এক পল্লী অভিমুখে।
পল্লীর পথেতে এক দীর্ঘ সরোবর।
সুনীল শীতল জলে প্রস্ফুটিত তা'র
কুমুদ কহ্লার কত। উচ্চ পাড়ে তা'র
রহিয়াছে চারিদিকে ফল ফুল গাছ,
শ্রেণীবদ্ধ সুশোভিত। ইষ্টক সোপান
আছে দুই পাড়ে। বেলার আধিক্য হেতু
স্নানার্থী বিরল ঘাটে, স্থান শান্তিময়।

বৃক্ষের ছায়ায় এক বসি দেবব্রত
কি করিবে এবে তাহা লাগিল ভাবিতে।

স্নান করি গেল লোক পার্শ্ব দিয়া তাঁ'র,
শুধা'লনা কেহ তাঁ'রে পরিচয় কোন।
একটী ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ, অঙ্গুষ্ঠে জড়িত
গলদেশ হ'তে শুভ্র উপবীত তাঁ'র,
অনুচ্চ স্বরেতে মন্ত্র পড়িতে পড়িতে,
স্নানান্তে উঠিয়া তাঁরে দেখি দেবব্রতে,
শুধা'লেন পরিচয়। "বিপন্ন পথিক"
শুনিয়া যতনে ধরি দেবব্রত হাত,
লইয়া গেলেন তাঁ'রে আপন আলয়ে।

দ্বিতীয় সর্গ।

পল্লী চিত্র।

চণ্ডীপুর নাম তা'র গ্রামটী সুন্দর,
বাস করে তথা প্রায় তিনশত ঘর
হিন্দু মুসলমান। পূর্ব্বে ছিল সুখ,
ছিল সবে এক প্রাণ, ছিল সমব্যথা।
শরীরের কোন স্থানে লাগিলে আঘাত,
সমস্ত শরীর মত পাইত বেদনা
সারা চণ্ডীপুর গ্রাম একের দুঃখেতে!
সেই দিন কিন্তু হায়! গিয়াছে এখন।
আজ সেথা পর-নিন্দা, হিংসা, পরচর্চ্চা,
দলাদলি, দ্বেষ, আর কলহ, শত্রুতা,
আর বৃথা অভিযোগ হ'তেছে সৃজন।
আপোষে মিটেনা আর কলহ বিরোধ।
পঞ্চায়েৎ প্রথা কেহ গ্রাহ্য নাহি করে,
উকীল, মোক্তার এবে মন্ত্রী সকলের,
কথায় কথায় লোক ছুটে রাজদ্বারে।
গ্রামের যুবক সব উন্নত এখন!

কম বেশী নাগরিক প্রথায় সজ্জিত,
হইয়াছে নাগরিক ভাবেতে বিভোর।
সন্ধ্যায় বাজে না খোল, হরিনাম গান
হয় না সেখানে আর। ভাগবৎ পাঠ,
সে সব গিয়াছে উঠে, উপন্যাস আদি
ঘরে ঘরে হইতেছে অধীত এখন।
কাহার লাগে না ভাল নীরস পল্লীর,
বিচিত্রতা শূন্য, শান্ত, নির্জ্জন জীবন।
আর কুল লক্ষ্মীগণ? পুরুষ যেমন
দিতেছে তা'দের শিক্ষা শিখি'ছে তেমন।
আভূমি প্রণাম কেহ করে না ব্রাহ্মণে।
প্রিয় গ্রাম্য-সম্বোধন, শিষ্টাচার আদি,
সে সকল অতি শীঘ্র যেতেছে উঠিয়া,
আপনারে বড় ভাবে সকলে এখন।
গ্রামস্থ সকলে প্রায় কৃষি উপজীবী,
অবস্থা তা'দের ভাল সচ্ছল সংসার।
শ্রীধর ঠাকুর যাঁ'র গৃহে দেবব্রত,
পুত্র নির্ব্বিশেষে আজ পেয়েছে আশ্রয়,
তাঁহার অবস্থা ছিল পূর্ব্বেতে উন্নত।
বিস্তর নিষ্কর ভূমি, বহু গোলা ধান,
গোশালা গাভীতে পূর্ণ, মীনপূর্ণ সরঃ,
অর্থপ্রসূ নানাবিধ ফলের উদ্যান,

আর ছিল বহু বন্ধু সম্পদ সম্মান।
তাঁহার সুন্দর গৃহ প্রশস্ত দালান,
শরতে হাসিত কত দেবী আগমনে,
মুখরিত হ'ত সদা অতিথি কুটুম্বে।
সে গ্রামের জমিদার শঙ্কর বিশ্বাস,
সুচতুর, অর্থশালী, ক্ষমতা সম্পন্ন,
নির্দ্দয় প্রকৃতি অতি, থাকিত সেথায়।
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর করিতে হরণ,
সর্ব্বস্ব করিয়া পণ শ্রীধরের সাথে
যুঝিয়া করিল শেষে সর্ব্বনাশ তাঁ'র।
শ্রীধরের তিন কন্যা আর দুই পুত্র।
উপরি উপরি তিন কন্যার বিবাহে,
ভদ্রাসন খানি তাঁ'র পড়িল বন্ধক
শঙ্করের হাতে। ক্রমে ক্রমে ঋণ ভারে,
শোচনীয় দশা শেষে হইল তাঁহার।
সহাস্য আনন তবু শ্রীধর ঠাকুর,
অনন্ত বিশ্বাস তাঁ'র ঈশ্বর দয়ায়।
ভাবেন ফুৎকারে যাবে বিপদ উড়িয়া,
কিশোর সন্তান দুটী হইলে মানুষ।
আশ্বিনের শেষ ভাগে পূতি-বাষ্পজ্বরে,
শ্রীধর লইল শয্যা গৃহিণী সহিত,
পুত্র কন্যা সহ আর। দেবব্রত শুধু

রহিলেন নিরাময় শুশ্রূষার হেতু।
একদা প্রভাতে আসি শ্রীধরের গৃহে
দলবল সহ সেই শঙ্কর বিশ্বাস,
বলিল ডাকিয়া "শুন শ্রীধর ঠাকুর!
বিক্রীত তোমার গৃহ ঋণ দায়ে এবে,
আসিয়াছি অধিকার লইতে ইহার।
গৃহ ছাড়ি চলি যাও তোমরা সত্বরে,
নচেৎ তাড়াইয়া দিব বলেতে আমার।"
জ্বরে অচেতন শুয়ে শ্রীধর ঠাকুর
কে দিবে উত্তর তা'র? সকলে নীরব।
দেবব্রত ধরি তবে শঙ্করের হাত,
কহিল বিনয়ে কত দিতে অবসর,
যাবৎ ঠাকুর নাহি হয়েন আরোগ্য।
শুনিল না কথা তাঁ'র শঙ্কর বিশ্বাস।
বাহির করিয়া দিল সব পুরজনে
এক বস্ত্র পরিহিত, পীড়ায় কাতর।
লুটিয়া লইল, গৃহে যাহা কিছু ছিল।
করিল ঘোষণা, "যদি কেহ দেয় এই
ব্রাহ্মণে আশ্রয়, আমি করিব তাহার
সর্ব্বনাশ। যেই কথা সেই কাজ, শুন!
অন্য কেহ নহি, আমি শঙ্কর বিশ্বাস।"
সমবেত জন সবে শুনি এই কথা,

অবাক্ হইয়া সেথা রহিল দাঁড়ায়ে।
এ হেন সময়ে তথা পাট ক্রয় হেতু
একটী মুসলমান অপর গ্রামের,
গোশকট সঙ্গে লয়ে আর কর্ম্মচারী
যাইতে ছিলেন তিনি সেই পথ দিয়া।
জনতা দেখিয়া তিনি দাঁড়াইয়া দূরে
দেখিলেন নিজ চক্ষে এই নির্য্যাতন।
কাঁপিয়া উঠিল ক্রোধে তাঁ'র কলেবর।
রুস্তমান পরিবারে ডাকিয়া তখন
বলিলেন তার স্বরে হৃদয় উচ্ছ্বাসে,
"এস বাপ্ সবে, আর, জননী আমার,
আমার শকটে উঠ। সবারে আশ্রয়
দিব গৃহে আপনার। মানুষে কি পারে,
দেখিতে আপন চক্ষে হেন অত্যাচার?
"শুন গো বিশ্বাস বাবু! করি সাবধান;
যদি তুমি বাধা দেও ইহাতে আমাকে,
আল্লার কসম, আমি প্রহরের মধ্যে
লুটিব তোমার গৃহ মারিব তোমায়।
লোকনাথপুরে ঘর, নাম ইব্রাহিম,
সর্ব্বনাশ কর মোর করি নিমন্ত্রণ।"
এই তেজদৃপ্ত বাক্য শুনিয়া সকলে,
সমবেত প্রতিবাসী উঠিল উল্লাসে,

"জয় জয়" শব্দে ঘন করিয়া গর্জ্জন।
আরোহণ উপযোগী করিয়া শকট,
তৃণ আর শয্যা দিয়া, আর আবরণে,
মুহূর্ত্তে সকলে মিলি, দুস্থ পরিবারে
উঠাইয়া দিল তা'তে। সাথে সাথে তা'র
চলিলেন দেবব্রত। চলিল শকট
সেই গ্রাম্য পথ দিয়া।

একটী ঝঙ্কারে
জাগিল দেবত্ব ভাব হৃদয়ে সবার,
দেখি জমিদার, বিনা বাক্য ব্যয়ে আর,
সদলে চলিয়া গেল গণিয়া প্রমাদ।

কতক্ষণে গেল যান লোকনাথপুরে।
ইব্রাহিম দ্রুত গিয়া গ্রামে আপনার,
নিজের গৃহের কাছে গোলাবাড়ী খানি—
পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, মার্জ্জিত সুন্দর—
বিপন্ন গৃহস্থ হেতু করিল নির্দ্দেশ।
যথাযোগ্য সমাদরে নামায়ে সবারে,
ধর্ম্ম পিতা, ধর্ম্ম মাতা, ধর্ম্ম ভাই বোন্
সম্বন্ধ করিয়া স্থির বলিল তাঁ'দের,
করিতে বসতি সেথা যত দিন পুনঃ
তাঁহাদের ভদ্রাসন না হয় উদ্ধার।
ভরণ পোষণ আর সমুদয় ভার,

তাঁহাদের লইলেন ইব্রাহিম নিজে।

হায় ইব্রাহিম ! নর-কুল দেব তুমি !

তোমার মতন যদি হইত অনেক,

তাহ'লে হইত ইহা সোনার সংসার।

তৃতীয় সর্গ।

দস্যুদলে।

দেবব্রত পড়িলেন বিষম বিপদে।
আশ্রয়দাতার এই বিপদের দিনে,
কেমনে ছাড়িয়া যান তাঁদের সকলে ?
একমাত্র উপলক্ষ তিনি যে সবার।
যা থাকে কপালে হবে, আশ্রয়দাতার
থাকিবেন সঙ্গে তিনি করিলেন স্থির।
এদিকে বাড়িল ক্রমে ঠাকুরের পীড়া,
একদা নিশীথে হ'ল জীবন সংশয়।
পরামর্শ হেতু দ্রুত সহচর সাথে,
দেবব্রত চলিলেন বৈদ্যের নিকটে।
দূরগ্রামে গিয়া তিনি লইয়া ঔষধ,
ফিরিলেন তাড়াতাড়ি গ্রাম অভিমুখে।
পথে তাঁ'র দুই দিকে সুদীর্ঘ প্রান্তর
তরল আঁধারে ঢাকা। পথে দীর্ঘ গাছ,
আঁধারে ভীষণ কায়, রয়েছে দাঁড়া'য়ে।
পাতায় পাতায় কা'র জোনাকির আলো
করিতেছে ঝলমল দেখিতে সুন্দর।

গভীরা রজনী এবে সুপ্তা বসুন্ধরা,
নাহি কোন সাড়াশব্দ জন-মানবের।
মাঝে মাঝে শুনা যায় কুক্কুর চিৎকার,
শৃগালের খেক্কা রব দূর গ্রাম হ'তে
ভাসিয়া আসিছে নৈশ বায়ুস্তর দিয়া।
মাঝে মাঝে শুনা যায় বাদুড়ের আর
পক্ষ সঞ্চালন শব্দ। বৃক্ষের শাখায়
পেচক গম্ভীর রবে ডাকে মাঝে মাঝে।
মাথার উপরে কত শত গ্রহ তারা,
ছায়াপথ, সমুজ্জ্বল করেছে গগন।
এক মহা নীরবতা ব্যাপ্ত চরাচর।

পথের উপরে এক বৃক্ষের তলায়,
বৃক্ষের আঁধারে বসে দস্যু এক দল,
সম্মুখে লুণ্ঠিত দ্রব্য পূর্ণ থলিকায়,
বিশ্রাম করিতেছিল মুছি ঘর্ম্ম জল।

দেবব্রত আর তা'র সহচরে দেখি
জনৈক কহিল উচ্চে, "কে যায় ওখানে ?"

উত্তর। পথিক।

দস্যু। এখানে এস, লহ এই মোট।
আমরা সকলে শ্রান্ত বহিতে অক্ষম।

দেব। গৃহেতে মুমূর্ষু রোগী বড় ব্যস্ত এবে।

দস্যু। অবাধ্য হইলে গুলি করিব তোমায়।

সহচর প্রতি কিছু করিয়া ইঙ্গিত,
দেবব্রত কহিলেন চাহি দস্যুপানে,
"কোথায় যাইতে হবে চল ত্বরা করি।

দস্যু। ভাল। লহ এই মোট উভয়ে তুলিয়া।

তখন লইল দুটী বোঝা দুই জনে।
একে একে ধীরে ধীরে ষোলজন দস্যু,
হইল বাহির বৃক্ষ অন্তরাল হ'তে।
ভীতিপূর্ণ ছদ্মবেশ, সশস্ত্র সকলে।
ইংরাজীতে কথা তা'রা কহিতে কহিতে,
যে পথে যাইতেছিল দেবব্রত ফিরে,
সেই পথ দিয়া তা'রা চলিল সকলে।

১ম দস্যু। ক্রোশ মাত্র ব্যবধান গ্রাম আমাদের,
কেমনে বিদায় দিব এই দুই জনে?

২য় দস্যু। চক্ষু বেঁধে লয়ে চল গ্রাম্য-পথ দিয়া।
চক্ষু বেঁধে রেখে যা'ব পুনঃ এই স্থানে।

৩য় দস্যু। সারারাত্র এই করি ক্লান্ত দেহে সবে।

৪র্থ দস্যু। অদল বদল করি আনি' সাত ক্রোশ,
কি কাজ আছিল বল দুই ক্রোশ তরে
জুটায়ে অজানা লোক? করিয়াছ ভুল।

৫ম দস্যু। হইয়াছে যাহা তা'র বৃথা আলোচনা।

৬ষ্ঠ দস্যু। রাস্তার উপর, গ্রাম্য পথের মোড়েতে,
বিশ্রামের ব্যপদেশে বসিয়া সকলে,

এদের বিদায় দিব, গেলে বহুদূর,
যাইব আমরা সবে সেই গুপ্ত-স্থানে।

৭ম দস্যু। আমি বলি গুলি করি মার ইহাদের।

১ম দস্যু। হয়েছে একটী খুন নাহি কর আর।

এইরূপে বহুবিধ তর্কের পরেতে,
গৃহীত হইল ষষ্ঠ দস্যুর মন্ত্রণা।
তা'র পরে অন্যকথা আরম্ভ করিয়া
ধীর পাদক্ষেপে তা'রা লাগিল চলিতে।

সবশুনি দেবব্রত বুঝিল ইহারা,
চণ্ডিপুর গ্রামবাসী যুবকের দল।
শঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্র, মহাউচ্ছৃঙ্খল,
উদ্ধত বীরেন্দ্র বাবু তাহাদের নেতা।
সেই গ্রামে ছিল যত বলিষ্ঠ, সাহসী,
নিষ্কর্ম্মা, উদ্ধত যুবা, বীরেন্দ্রের মত,
তা'দের লইয়া দল হয়েছে গঠিত।
সকলে মিলিয়া এবে কোন দূর গ্রামে
করিয়া ডাকাতি, লুটি নিরীহের ধন,
করি নরহত্যা, এবে ফিরিতেছে ঘরে,
চারিদিকে বিভীষিকা করিয়া বিস্তার।
'স্বদেশী হাঙ্গামা' নামে আজ কাল যা'রা
অনর্থ করি'ছে দেশে অশান্তি বিস্তার,
ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা, পাপ অনুষ্ঠান,

কলঙ্ক লেপন করি দেশবাসী মুখে,
ইহারা তা'দের শাখা সুদূর পল্লীতে!
উদয় হইবা মাত্র এই চিন্তা মনে,
ক্রোধে, ক্ষোভে, দেবব্রত হ'লেন অস্থির।
করিবেন কিবা তাহা ভাবিলেন মনে।
কিছুদূর গিয়া তা'রা রাস্তার উপর,
যেথা হ'তে গ্রাম্য পথ গিয়াছে বাঁকিয়া,
বিশ্রামের ব্যপদেশে বসিল সকলে।
সানুচর দেবব্রতে করিল বিদায়।
তথা হ'তে দেবব্রত গিয়া কিছু দূর,
সহচর সাথে তাঁ'র পরামর্শ করি,
বিহিত আদেশ দিয়া, ফিরিলেন একা
সেই দস্যুদলে পুনঃ। বলিলেন পরে :—
দেব। শুন গো বীরেন্দ্র বাবু, শুন ভাই সব!
এমন দুষ্কর্ম্মে কেন হইয়াছ রত?
ঘৃণিত, জঘন্য, এই তস্করের কার্য্যে
প্রবৃত্তি হইল কেন? শান্তিময়ী নিশি
করি বিভীষিকাময়ী, স্বদেশ বাসীর
কেন কর সর্ব্বনাশ, যমদূত মত,
নিজেদের সর্ব্বনাশ ডাকিছ আগ্রহে?
শিক্ষিত, মার্জ্জিত-বুদ্ধি, তোমরা সকলে,
সকলে অবস্থাপন্ন, নাহিক অভাব,

কেন করি পাপ কার্য্য কলঙ্ক সলিলে
ডুবাও আপন নাম, স্বদেশের আর ?
সকলে চমকি উঠি, চাহি পরস্পরে
পরস্পর পানে, সবে হইল বিস্মিত
সাহসে তাহার।

বীরেন্দ্র। নাহি জানি তুমি কেবা
কেমনে জানিলে মোরে ! বাখানি সাহস !
তস্কর আমরা নহি ; "স্বদেশ উদ্ধার"
আমাদের ব্রত, আর আমাদের পণ।
করিতে সঞ্চয় অর্থ সেই ব্রত তরে,
কৃপণের ধন লুটি সুবিধা যেমন,
করি নরহত্যা আর প্রয়োজন মত।

দেব। "স্বদেশ উদ্ধার !" জানি না ইহার অর্থ।
কেমনে করিবে তুমি স্বদেশ উদ্ধার ?

বীরেন্দ্র। "স্বদেশ" বলিতে এই আমাদের দেশ,
যে দেশের রাজা এই ইংরাজ এখন।
চাহি এই দেশ পুনঃ লইতে আমরা,
তাড়াইয়া ইংরাজেরে সমুদ্রের পারে।
সে নহে কঠিন কাজ লোকে ভাবে যত।
করিতে হইবে যুদ্ধ ইংরাজের সনে,
স্বদেশ উদ্ধার কভু হবে না কথায়।
চাহি গোলা গুলি অস্ত্র বন্দুক কামান

আর বোমা। প্রয়োজন বহু অর্থ তায়।
সেই অর্থ করি সবে এরূপে সংগ্রহ।
হইলে সংগ্রহ অর্থ, যুদ্ধ উপযোগী
হইবে সংগ্রহ অস্ত্র। তখন আমরা
সকলে করিব রণ। বহু খণ্ড যুদ্ধে,
বোমার জ্বালায় আর, করিব বিব্রত
ইংরাজ সকলে। প্রাণভয়ে ভীত হ'য়ে
সকলে চলিয়া যাবে এদেশ ছাড়িয়া।
স্বদেশ উদ্ধার হবে, আমরা তখন
হইব দেশের রাজা, করিব শাসন।
বুঝিলে আমার কথা পথিক প্রবর?

দেব। বুঝিলাম সব কথা অতি পরিষ্কার,
বুঝিলাম বাতুলতা তোমা সবাকার।
আশ্রয় করিয়া সবে তস্করের বৃত্তি
করিবে সঞ্চয় অর্থ, আয়ুধ সংগ্রহ,
খণ্ড যুদ্ধে ইংরাজেরে করিবে বিব্রত,
দেখায়ে বোমার ভয় তাড়া'বে তা'দের
সুদূর সাগর পারে। বীরত্বে যাহারা
জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যা'দের সমান
কৌশলী নাহিক আর; জ্ঞানে, বুদ্ধি বলে,
সমস্ত জগতে যা'রা সর্ব্ব বরণীয়;
দারুময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধীবরের তরি,

বিনিময়ে করিয়াছে যাহারা এখন
ভাসমান লৌহ দুর্গ ; সুসজ্জিত যাহা
অসংখ্য বীরেন্দ্র বৃন্দে, ইরম্মদ নাদী
শত শত বিভীষণ দুর্জ্জয় কামানে,
করিবারে পারে যাহা প্রলয়ের খেলা,
উদ্গীরণ করি কভু অনল গোলক—
গিরি গাত্র চূর্ণ যা'তে স্ফটিকের মত—
কভু ক্ষুদ্র শেল খণ্ড অনল স্ফুলিঙ্গ,
বিচূর্ণ তারকা কিম্বা শিলাবৃষ্টি মত ;
করিতে সক্ষম যাহা মুহূর্ত্তে সংহার
অসংখ্য অরাতি ; যা'র সহস্র সহস্র
হেন রণ-তরি ভাসে রাজহংস মত
অনন্ত বারিধি কোলে, পৃথিবী ব্যাপিয়া ;
বাহুবলে জয় করি অর্দ্ধেক পৃথিবী
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে বিশাল রাজত্ব,
দিবাকর যথা হ'তে অস্ত নাহি যান,
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যাহা করিছে শাসন ;
নগণ্য বণিক বেশে ভারতে প্রবেশি,
এক পদাঘাত করি হিন্দু মুসলমানে
কাড়িয়া লইল যা'রা বঙ্গ সিংহাসন ;
তর্জ্জনী হেলায়ে পরে, একে একে একে,
মহাপরাক্রান্ত যত রণ ধূরন্ধর,

সমস্ত বীরের জাতি দলি পদতলে,
শত শত খণ্ডরাজ্য ভারতবর্ষের,
ভাঙ্গিয়া গড়িল পুনঃ এক মহারাজ্যে,
করি এক ছত্রাধীন; চির বিধূমিত
অন্তর-বিদ্রোহ এই ভারতবর্ষের,
নির্ব্বাণ করিল যা'রা একটি ফুৎকারে;
আব্রহ্ম ভারতবর্ষ মুষ্টির ভিতর
রাখিয়া সতত যা'রা করিছে শাসন,
শান্তিতে করিছে পূর্ণ এই মহাদেশ,
বিজ্ঞান, বাণিজ্য, শিল্প, করিছে প্রসার,
খুলিয়া দিতেছে জ্ঞান চক্ষু সকলের;
অনন্ত জ্ঞানের, যা'র কণামাত্র জ্ঞান
শিখিয়া তোমরা সবে কর স্পর্দ্ধা এত,
স্বাধীনতা মহাধন দয়ায় যাহার
শিক্ষালাভ করিয়াছ সকলে এখন;
একটী নিশ্বাসে যা'রা করিতে সক্ষম
ভারতে প্রলয়, আর জনপ্রাণী হীন;
মানিলাম সেই মহা প্রবল ইংরাজ,
তোমার বোমার ভয়ে, ভ্রূকুটী দেখিয়া,
সকলে পলায়ে যা'বে সাগরের পারে।
ভাবিয়াছ আমাদের কি হ'বে তখন?
অন্তর বিদ্রোহে পূর্ণ হইবে ভারত,

ভাঙ্গিবে সহস্র খণ্ডে এই মহাদেশ,
শাসন, বিচার, ন্যায়, জ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প,
সুখ, শান্তি, কৃষি আর বাণিজ্য, সকলি
যা'বে রসাতলে। বল যার দেশ তার
হইবে লোকের নীতি। ধন, মান, প্রাণ
রহিবে না নিরাপদ কাহার কখন।
তস্করে পুরিবে দেশ, বন্যজীবে আর।
নগর শ্মশান, পল্লী হইবে কানন।
দেশবাসী হবে শেষে পশুর সমান
শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্যের অভাবে কেবল।
সভ্যতা-আলোক, যা'তে দেশ সমুজ্জ্বল,
সে আলো নিভিয়া যা'বে ঘোর অন্ধকারে।
হয়ত অপর কোন বৈদেশিক জাতি
কাড়িয়া লইবে দেশ, অতীতে যেমন
কাড়িয়া লয়েছে তা'রা, করিবে শাসন
কঠিন নিগড়ে বাঁধি, ঘোর অত্যাচারে
এ সব ভেবেছ কিগো স্বদেশ হিতৈষী?
স্বদেশ হিতৈষী তুমি নহ কদাচন
কার্য্য, কিম্বা চিন্তা, কিম্বা হিন্দু আচরণে।
স্বদেশের শত্রু তুমি, তোমার দলের
পণ্ডিত সকল আর। মহান অনর্থ
সাধিতেছ তুমি, আর গুপ্ত সম্প্রদায়।

এই যে যুবক দল দেশের ভরসা,
যা'দের মঙ্গলে দেশে হইবে মঙ্গল,
উন্নতি হইলে হ'বে দেশের উন্নতি,
কত আশা বুকে ধরে জনক জননী
যা'দের করিছে কত যতনে পালন,
ভাব দেখি একবার কিবা সর্ব্বনাশ
করিছ তা'দের তুমি, আর তাহাদের
পিতা মাতা সকলের! কি ঘোর বিপদে
যেতেছ তা'দের ল'য়ে কুমন্ত্রণা দিয়া!
কি এক অশান্তি বীজ করিছ বপন
শান্তিপূর্ণ দেশময়, কিবা পরিণাম?
জ্বালাময়ী বাক্য শুনি দেবব্রত মুখে
হইল স্তম্ভিত সবে, লাগিল আঘাত।
একে শ্রান্ত, ক্লিষ্ট সবে রাত্র জাগরণে,
পরিশ্রম হেতু আর, হত্যা অপরাধে
ভয়েতে বিহ্বল পুনঃ। অপহৃত দ্রব্য
লইয়া সকলে ব্যস্ত। মনে জানে তা'রা
বারেক হইলে ধৃত নিশ্চয় মরণ।
যখন মনের এই অবস্থা তা'দের,
দেবব্রত কথা গুলি পরতে পরতে
লাগিল তা'দের প্রাণে। বুঝিল তাহারা
তাহাদের বাতুলতা, অসারতা আর।

গোপন করিয়া ভাব কহিল বীরেন ঃ—

বীরেন্দ্র। চেষ্টার অসাধ্য কিছু নাহিক জগতে।
ইংরাজের অত্যাচার সহ্য নাহি হয়।
আমাদের কভু তা'রা করে না বিশ্বাস,
আমাদের সর্ব্বপথ করি'ছে সঙ্কোচ।
একবার চেয়ে দেখ, আমাদের দেশ
পূর্ব্বেতে কি ছিল, ইহা কি হ'তেছে এবে।

দেব। সত্য বটে যত্নে আর শ্রমে সিদ্ধি হয়,
চেষ্টার বিষয় হ'লে মানব আয়ত্ত।
এই ক্ষেত্রে ভাব দেখি চেষ্টার বিষয়
কত দূর হয় তব আয়ত্ব অধীন?
নবনী-কোমল এই বঙ্গদেশে বাস
দুর্ব্বল বাঙ্গালী তুমি, দুর্ব্বল বাঙ্গালী
থাকিবে যে চিরকাল নাহিক সন্দেহ।
যদি কভু গিরিময় হয় বঙ্গদেশ,
কোমলা শ্যামলা ধরা কঠিন পাষাণে
হয় পরিণত, তবে পাষাণ সমান
হইবে তোমার ওই দুর্ব্বল শরীর,
কোমল স্বভাব হবে বীর উপযোগী।
যুদ্ধ করা কভু নহে বাঙ্গালীর কাজ।
জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিদ্যাচর্চ্চা, আর দেবসেবা,
পরহিত ব্রত, আর দরিদ্র পালন,

লোকশিক্ষা, কৃষিকার্য্য, শান্তিপূর্ণ কাজ,
শান্তিময় সুখময় গার্হস্থ জীবন
বাঙ্গালীর উপযোগী। রাজসেবা ধর্ম্ম।
ইংরাজের অত্যাচার দেখি না ত কিছু।
সর্ব্বত্র দেখিতে পাই উদ্দেশ্য মহান্।
কিবা সুশাসন কিবা ন্যায়ের বিচার,
দুষ্টের দমন কিবা, শিষ্টের পালন,
দেশের মঙ্গল হেতু কিবা যত্ন তা'র।
দারুণ দুর্ভিক্ষ দিনে তুমি বঙ্গবাসী
যখন পারনা নিজে যোগাতে আহার,
পরের সাহায্য করা দূরের সে কথা,
দয়ালু ইংরাজ জাতি, সমস্ত পৃথিবী
ঘুরিয়া আহার আনি, আমাদের প্রাণ
করেন যতনে রক্ষা। সংক্রামক পীড়া
যবে করে লোক ক্ষয় সারা দেশময়,
প্রাণের মমতা তুচ্ছ করিয়া ইংরাজ,
বদনে আশ্বাস বাণী, লইয়া ঔষধ,
শুশ্রূষা করিয়া সবে প্রতি ঘরে ঘরে,
করেন জীবন রক্ষা। পীড়িতের তরে,
বিনা ব্যয়ে তাহাদের শুশ্রূষার হেতু,
সমস্ত ভারতময় প্রায় প্রতি গ্রামে,
চিকিৎসা-আলয় কত দিয়াছেন করি।

ঘুচাইতে আমাদের মনের আঁধাব
কত শত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া,
সুশিক্ষার করেছেন অনন্ত ব্যবস্থা।
লৌহবর্ত্ম, ডাকঘর, তারের সংবাদ,
করিছে দেশের কত উন্নতি বিধান।
অসংখ্য সুন্দর বর্ত্ম ভারতে করিয়া,
ঊর্ণনাভ জাল মত, নদ, নদী, খাল,
তরিতে অসংখ্য সেতু করিয়া নির্ম্মাণ
করেছেন এ দেশের অশেষ কল্যাণ।
কৃষির মঙ্গল, আর দেশ রক্ষা হেতু
সলিল প্লাবন হ'তে, কত শত ক্রোশ
দুরন্ত নদীর ধারে, সুদৃঢ়, সুন্দর,
দিয়াছেন কত বাঁধ। কৃষির সৌকার্য্যে
করেছেন কত খাল সংখ্যা নাহি তা'র।
নির্দ্দয় কুসীদ জীবি তা'র হাত হ'তে
দরিদ্র কৃষকে রক্ষা করিতে ইংরাজ,
গ্রামে গ্রামে করেছেন সাহায্য সমিতি।
স্বাস্থ্যের উন্নতি হেতু, বিজ্ঞান সম্মত
অসংখ্য উপায় তাঁ'রা করিছেন সদা।
দেশের মঙ্গল হেতু কত পরিশ্রম,
কতযত্ন, অর্থব্যয়, করি'ছে ইংরাজ।
যে দিকে চাহিয়া দেখ দেশের কল্যাণ,

মঙ্গল উদ্দেশ্য তা'র পাইবে দেখিতে।
স্বদেশী হইয়া তুমি স্বদেশ বাসীর
হরণ করিতে ব্যস্ত ধন মান প্রাণ ;
চেয়ে দেখ আর, ওই আমাদের রাজা,
সুন্দর ব্যবস্থা কত, কঠোর কানুন,
লোক হিতকর কত ব্যবস্থা সুন্দর,
করেছেন প্রণয়ন লোক রক্ষা হেতু,
নিরপেক্ষ ভাবে লোকে করিতে শাসন।
অত্যাচারী নহে কভু দয়ালু ইংরাজ।
কে বলিল আমাদের করেনা বিশ্বাস,
সর্ব্বপথ করিয়াছে সঙ্কোচ ইংরাজ ?
দেখ কত উচ্চপদ পেতেছি আমরা
যোগ্যতা যেমন। শিক্ষা, শাসন, বিচার,
চিকিৎসা, পুলিস, পূর্ত্ত বিভাগ সকলে
আমাদের পথ তা'তে দিতেছে খুলিয়া
যোগ্যতার অনুরূপ। কত শত দিকে
কত পথ আমাদের দিতেছে খুলিয়া।
রাজ-প্রতিনিধি সভা গঠিত এখন
স্বদেশীয় মন্ত্রীদলে। আইন কানুন
করিছেন তাঁ'রা, এই দেশের কল্যাণে।
আমাদের অবিশ্বাস করিলে ইংরাজ
কখন দিতনা এত বিশ্বাসের কাজ

কখন হ'তনা উচ্চ পদের প্রসার।
বুঝিয়াছ ভুল, তুমি উদ্দেশ্য রাজার।
তুলনা করিতে চাহ এখন এদেশ
পূর্ব্বের সহিত ? তুলনা হবেনা তা'র।
পূর্ব্বে ছিল প্রতিগ্রাম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র,
আপন সীমায় বদ্ধ আপনি স্বাধীন।
ছিলনা সহানুভুতি, কিম্বা পরিচয়,
নিকট গ্রামের সাথে, কিবা কাজ দূরে ?
সভ্যতা, বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা, উদারতা,
মেশামিশি ভালবাসা ছিলনা সে কালে।
ধন, মান, প্রাণ, কা'র এত নিরাপদ
ছিলনা তখন দেশে। চেয়ে দেখ আজ.
সমস্ত ভারত যেন এক পরিবার,
শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ, কিবা সাম্যভাব,
উন্নতির কতদূরে গিয়াছে এখন।
দয়ালু ইংরাজ রাজ। দেশের মঙ্গল,
প্রজার কল্যাণ, সদা উদ্দেশ্য তাঁহার।
হেন রাজ প্রতিকূলে বিদ্রোহের ভাব
যে জন পোষণ করে হৃদয়ে তাহার,
সেই লোক নহে কভু স্বদেশ হিতৈষী ;
স্বদেশের মহাশত্রু, শত্রু সে নিজের।
বীরেন্দ্র। করিয়াছে নষ্ট কিন্তু শিল্প আমাদের,

বস্ত্র-শিল্প বিশেষতঃ ইংরাজ তোমার।

দেব। কোন শিল্প নষ্ট নাহি করেছে ইংরাজ,
উৎসাহ দিতেছে তা'রা আছে যাহা কিছু।
এ দেশের যাবতীয় শিল্পের উন্নতি,
এদেশবাসীর শুধু উৎসাহ সাপেক্ষ।
আমরা সকলে দায়ী ইহাদের তরে।
বস্ত্র-শিল্প নষ্ট নাহি করেছে ইংরাজ।
সূক্ষ্ম-বস্ত্র-শিল্প নষ্ট আমাদের দোষে,
উৎসাহ অভাবে, আর অভাবে ক্রেতার।
উৎসাহ স্বদেশ বাসী যদি দেয় তা'রে,
দেখিবে হইবে তা'র অশেষ উন্নতি।
অন্য বস্ত্র-শিল্প যাহা হইতেছে লোপ,
হইতেছে শুধু তাহা বিজ্ঞান অভাবে,
অর্থের অভাবে আর। হস্ত-জাত বস্ত্র,
প্রতিযোগীতায় কভু পারে না যুঝিতে
যন্ত্র-জাত বস্ত্র সাথে, সুলভে উৎপন্ন।
অর্থপ্রসূ অর্থ ইংরাজের। আমাদের
বিপরীত তা'র। যত যৌথ কারবারে,
শিল্পের উন্নতি হেতু দিতেছে ইংরাজ
তাহার সমস্ত ধন, দিতেছে উৎসাহ।
আমাদের দেশ ধন করি'ছে সঞ্চয়।
আমরা দেখিনা চাহি কোন শিল্প প্রতি,

শিল্পীর উৎসাহ কেহ দিই না কখন।
অর্থনীতি পড় যদি বুঝিবে সকলি।

বীরেন্দ্র। দেশের সমস্ত ধন করিছে শোষণ
তোমার ইংরাজ রাজা। যা কিছু ফসল,
উৎপন্ন হ'তেছে দেশে, যেতেছে লইয়া।
খনন করিয়া এই ভারত পঞ্জর,
বহুমূল্য ধাতু হ'তে কয়লা, প্রস্তর,
সমস্ত যেতেছে লয়ে যা পায় যেখানে।

দেব। রাজস্ব রাজার প্রাপ্য। ন্যায্য প্রাপ্য যাহা
ল'তেছে ইংরাজ তাহা। তাহার অধিক
কিছুই লয় না রাজা, জানিও নিশ্চয়।
রবি যথা এক গুণ সমুদ্রের বারি
শোষণ করিয়া দেয় বহু গুণ তা'র,
ইংরাজ দিতেছে পুনঃ ফিরায়ে এ দেশে,
বহুগুণে বেশী তা'র গৃহিত রাজস্ব,
দেশরক্ষা হেতু, আর দেশের মঙ্গলে,
দেশের উন্নতি, আর সুখ স্বাস্থ্য তরে,
শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্যাদি তাহার কল্যাণে,
আমাদের অবস্থার করিতে উন্নতি।
বিশাল বিরাট এই ভারত সাম্রাজ্য।
ভাব দেখি কত অর্থ হয় প্রয়োজন,
রাখিতে তা' সুরক্ষিত করিতে শাসন?

যে দেশে আছিল ক্ষুদ্র পর্ণের কুটীর
অধিকাংশ মানবের আবাস ভবন,
যে দেশে আছিল "কড়ি", ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড
প্রচলিত মুদ্রা, আর যে দেশে হইত
'বিনিময়' প্রথা দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য,
যে দেশে আছিল বিদ্যা অল্পজন মাঝে,
অধিকাংশ লোক ছিল অজ্ঞান, অসভ্য,
ভাব দেখি কি হ'য়েছে সে দেশে এখন ?
ইংরাজ দেশের ধন করিলে শোষণ
হইত কি দেশে এত উন্নতি, মঙ্গল ?
ইংরাজ লইত যদি সমস্ত ফসল,
অনশনে তাহা হ'লে মরিত সকলে।
এই দেড় শত বর্ষ ইংরাজ রাজত্বে
জান তুমি জন সংখ্যা বাড়িয়াছে কত ?
উৎপন্ন ফসল তা'র অনুপাত কত ?
আহার্য্য ফসল, আর অপর ফসল—
পাট, শণ, তুলা আদি, শিল্প দ্রব্য তরে,
কত পরিমাণে হয় উৎপন্ন এ দেশে ?
প্রার্থনা আমার, ইহা জানি সবিশেষ
আনিও এ অভিযোগ রাজ প্রতিকূলে।
ভূগর্ভে নিহিত ধাতু এই ভারতের
নিহিত থাকিলে হ'ত কিবা ফলোদয় ?

সহস্র সহস্র বর্ষ ছিল যে নিহিত,
দেশবাসী খনি কেন করেনি খনন ?
খনন করিয়া খনি কত উপকার,
ভাব দেখি এই দেশে হতেছে এখন ?
বাণিজ্যে দেশের হয় প্রকৃত উন্নতি।
যথেষ্ট এদেশে যাহা, যায় অন্য দেশে,
অন্য দেশ হ'তে আসে নাহি যাহা হেথা।
"অবাধ বাণিজ্য" ফলে ভিন্ন দেশে দেখ
হইয়াছে, হইতেছে, উন্নতি অশেষ।
চাহ তুমি রোধিবারে দেশের বাণিজ্য ?
কি বলিতে চাহ আর, স্বদেশ-হিতৈষী,
ইংরাজের প্রতিকূলে ?
সকলে নির্ব্বাক।
ক্ষণেক ভাবিয়া পরে কহিল বীরেন্দ্র।

বীরেন্দ্র। স্বর্গাদপি গরিয়সী স্বদেশ আমার !
অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী, রত্ন প্রসবিনী,
জ্ঞান-ধর্ম্ম কিরীটিনী, বীরের জননী,
পৃথিবীর সারভূতা স্বদেশ আমার !
সুদূর নীলিমা হ'তে আসি রত্নাকর,
উত্তাল তরঙ্গ তুলি ফেণ-পুঞ্জময়,
তিনপার্শ্ব বেড়ি যা'র সরোষে গর্জ্জিয়া,
যতনে করেন রক্ষা সকল সময়।

তুষার-কিরীট পরি অভ্রভেদী শির,
দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত শ্রেণী চির হিমময়,
নিযুক্ত বিধাতাদেশে যাঁহার রক্ষায়।
জ্ঞানের, ধর্ম্মের, আর ঊষার কিরণ,
যেখানে প্রথম হ'ল জগতে উদয় ;
যে দেশ হইতে তাহা সমস্ত পৃথিবী
করিল সভ্যতা পূর্ণ, আর আলোময়।
যেখানে অসংখ্য নদী, নির্ঝর, তড়াগ,
উর্ব্বর করিছে ভূমি সকল সময়।
যেখানে অসংখ্য বৃক্ষ. নানাজাতি ফলে,
ক্ষুধায় সকল জীবে আহার যোগায়।
বার মাস যেথা বাস করে ষড় ঋতু,
নিদাঘে যেখানে বয় মলয়ের বায়।
ত্রিদিব হইতে নামি সুরতরঙ্গিণী
করেছে যাহারে ধন্য মহাপুণ্যময়।
তেয়াগিয়া দেহ যা'র কূলে পিতৃগণ
অনন্তের কোলে আজ সুখেতে ঘুমায়।
যাঁহাদের দেহ রেণু প্রতি ধূলি কণা
এদেশের করিয়াছে মহা পুণ্যময়।
শ্যামল শস্যেতে ভরা যাহার প্রান্তর,
অনন্ত ঐশ্বর্য্যে ভরা যাহার অন্তর,
উৎসর্গ করেছি প্রাণ সেবায় তাঁহার,

তাঁহার মঙ্গল ভিন্ন নাহি চিন্তা আর।

দেব। স্বদেশীর মত কথা বলিয়াছ ঠিক।
কিন্তু ভাই! কিসে হয় দেশের মঙ্গল,
প্রকৃত উন্নতি দেশে, কয় জনে ভাবে,
কয় জনে করে তাহা স্বজাতির তরে?

বীরেন্দ্র। কি করিলে হবে বল দেশের মঙ্গল,
দেশের উন্নতি, তাহা করিব সকলে।

দেব। উত্তম সঙ্কল্প ইহা, বলিব সকলি।
কিন্তু ভাই! রেখো মনে, মহাবলবান্
দয়ালু ইংরাজ জাতি! ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত
বিশাল ইংরাজ রাজ্য। সুশাসন তা'র
মহানীতি, সমব্যথা তা'র মূল মন্ত্র।
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ রাজ্য ইহা জগৎ ভিতরে।
জাতিগত, ধর্ম্মগত প্রভেদ যে দেশে,
সংখ্যার অতীত আছে ভিন্ন সম্প্রদায়,
রাজনীতি-ক্ষেত্রে কভু পারেনা হইতে
সমগ্র ভারতে এক সম্পূর্ণ একতা।
অন্য সম্প্রদায় কভু দিবে না তোমারে
তুমি ও দিবেনা কভু অন্য সম্প্রদায়ে,
হইতে দেশের রাজা। তা'র ফলে হবে
বিদ্বেষ, সমরানল চির প্রজ্জ্বলিত
সমস্ত ভারতময়। আসিবে আবার

কোন শক্তিমান জাতি, হ'বে রাজ্যেশ্বর।
সাধারণ-মিত্র এই দেশের ইংরাজ,
ইংরাজ থাকিলে রাজা হবেনা বিরোধ।
বিরোধ অভাবে দেশ হবে শান্তিময়,
কৃষি শিল্প বাণিজ্যের হইবে উন্নতি,
দারিদ্র্য ঘুচিবে, দেশে হইবে মঙ্গল।
পাশ্চাত্য শিক্ষার অতি অভাব এ দেশে;
পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরু ইংরাজ এখন।
ইংরাজ থাকিলে হ'বে দেশের মঙ্গল,
শিক্ষার উন্নতি, আর ভাষার একতা।
ইংরাজের অমঙ্গলে হইবে নিশ্চয়
ভারতের অমঙ্গল, অশেষ বিপদ।
শুধু বা ভারত কেন, সমস্ত পৃথিবী
ভুঞ্জিবে তাহার এই বিপদের ফল।
গুপ্ত-হত্যা, ষড়যন্ত্র তা'র প্রতিকূলে
করিলে হইবে দেশে ঘোর সর্ব্বনাশ।
ইংরাজ বিশাল তরু, যার তলদেশে,
শীতল ছায়ায় যা'র পেয়েছ আশ্রয়,
পড়ে যদি সেই তরু, কে জানে কোথায়,
জগতের রাজনীতি-ঝঞ্ঝাবাত আসি,
উড়ায়ে লইয়া যা'বে মরিব সকলে।
সকলে মিলিয়া দেখ মিত্রভাবে তা'রে।

ধন, প্রাণ দিয়া তা'র কর সহায়তা।
তাহার বিপদ, ভাব বিপদ দেশের,
আমাদের ব্যক্তিগত বিপদ সবার।
রাজভক্ত, অনুরক্ত, হইলে আমরা
নিশ্চয় প্রীতির নেত্রে দেখিবে ইংরাজ,
নিশ্চয় বাসিবে ভাল এদেশ বাসীরে,
লইবে অধিক যত্ন দেশের মঙ্গলে।

বীরেন্দ্র। করিব তাহাই।

দেব। একা ?

বীরেন্দ্র। সকলে মিলিয়া।

দেব। কি আছে প্রমাণ বল তোমার কথার ?

বীরেন্দ্র। আমাদের সাথে গুপ্ত-সমিতির স্থানে
দয়া করে চল, ওই অদূর পল্লীতে।

দেবব্রত চিন্তা করি, মুহূর্ত্ত তখন,
বলিলেন 'চল ত্বরা'। উঠিল সকলে।

যাইতে যাইতে পথে প্রাণের আবেগে
কত কথা দেবব্রত কহিতে লাগিল।
"সকল বিষয়ে এবে পরমুখাপেক্ষী
হ'তেছি আমরা। নাহিক কাহার কোন
যতন উদ্যোগ, কিসে প্রকৃত উন্নতি,
করিব আমরা। দেখ সমাজের প্রতি,—
বিস্ফোটক আজ তা'র সারা অঙ্গময়।

উন্নতি বিধান করা, লোক-হিতকর
নিয়মের অনুষ্ঠান সমাজের কাজ,
কিবা কাজ করিতেছে সমাজ এখন ?
সমাজের অত্যাচারে, আজ পরস্পরে
বিচ্ছিন্ন হ'তেছি কত দেখ চারিধারে,
অশান্তি, দারিদ্র্য, দুঃখ বাড়িছে কেবল
স্বেচ্ছাচারী হইতেছি আমরা সকলে।

চেয়ে দেখ ওই হিন্দু-সংসারের প্রতি।
একান্নবর্ত্তিতা স্থানে স্বতন্ত্রতা, আর
সুখ শান্তি স্থানে, কিবা কলহ বিবাদ।
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই যেখানে সেখানে।
ত্যজিয়া সামান্য স্বার্থ নিজ সহোদরে
করিতে পারনা যবে তুমি আপনার,
কেমনে করিবে ভাই স্বার্থ বলিদান
পরহিত-ব্রতে তুমি ? স্বায়ত্ব-শাসন,
সুন্দর প্রমাণ তা'র দেখ দেশময় !

বারেক চাহিয়া দেখ স্বদেশের প্রতি,
কি অবস্থা করিতেছি আমরা তাহার।
ছাড়িয়া বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি আদি কাজ,
ভেবে দেখ কোন্ পথে চলে'ছি সকলে।
উন্নত শিক্ষার দেখ কিবা পরিণাম !
উন্নত শিক্ষিত যুবা দেশের সকলে,

"ব্যবহারশাস্ত্র" শুধু করি অধ্যয়ন,
রাজদ্বারে করিতেছে কিবা গণ্ডগোল,
করি'ছে দেশের আর কিবা সর্ব্বনাশ!
চেয়ে দেখ একবার স্বজাতির প্রতি।
অর্দ্ধাশন, অনশন, ব্যাধির জ্বালায়,
দারুণ জীবন-রণে, ঘোর দুশ্চিন্তায়,
মুষ্টিমেয় অন্ন তরে ঘোর পরিশ্রমে,
স্বল্পায়ু হতে'ছি সবে আমরা কেমন।
অকাল মৃত্যুর আর ভীষণ প্রকোপে
প্রত্যহ আমরা কত যেতেছি কমিয়া।
কি ফল হইবে বল রাজ-নীতি লয়ে
তোমার স্বদেশবাসী যদি লোপ পায়?
যুড়ি দুই কর এবে ইংরাজ সমীপে
চাহ ভিক্ষা সবে মিলি, "ওহে দয়াময়!
শিখাও ভারতে আজ তোমার বিজ্ঞান,
কেমনে হইবে স্বাস্থ্য, বংশরক্ষা আর,
দীর্ঘায়ু হইব সবে, হ'ব বলবান্,
জীবন-সংগ্রামে সবে হইব বিজয়ী
শিখাও হে দয়াময়! সারা দেশময়।"
বারেক চাহিয়া দেখ স্বদেশের রুচি।
"চাকুরী" সকলে চাহি, স্বল্প শ্রমকর,
না পাইলে তাহা, গালি দিই ইংরাজেরে,

সকলে "স্বদেশী" হই। দেখিনা চাহিয়া,
আমাদের মাঠে ঘাটে, অরণ্যে, সলিলে,
পড়িয়া রয়েছে কত অগণিত ধন।
কৃষির উন্নতি কিসে ভাবিনা কখন।
কি করিলে হয় মাঠে ফসল প্রচুর,
অগণিত ফল বৃক্ষে, জলাশয়ে আর
জনমে অসংখ্য মৎস্য, সুলভ আহার
মিলে সবাকার, তাহা ভাবিনা কখন।
কেমনে বাণিজ্য, আর শিল্পের উন্নতি,
কেমনে করিতে হয় যৌথ কারবার,
ভাবিনা কখন তাহা। কাহার উপর
কা'র নাহি সমব্যথা, নাহিক বিশ্বাস।
বিপদে কাহারে কভু করিনা সাহায্য।
নির্ধন আত্মীয়, আর দীন প্রতিবাসী,
চাহিনা তা'দের প্রতি। করিনা তা'দের
সুখেতে আনন্দ, আর দুঃখে সমব্যথা।
এত কাজ স্বত্তে তবু রাজনীতি লয়ে
সকলে আমরা মত্ত, করি গোলমাল।
কবে যে ফুটিবে হায়! চক্ষু আমাদের,
ঈশ্বর জানেন তাহা।

সকলে তখন

উপনীত হ'ল গুপ্ত-সমিতির স্থানে।

সেই নিশাশেষে, সভা করিয়া আহ্বান
এই স্থির হ'ল, তা'রা সেই দিন হ'তে
সব ষড়যন্ত্র, আর পাপ-অনুষ্ঠান,
ভণ্ড দেশহিত-ব্রত করি বিসর্জ্জন,
যাহাতে দেশের হয় প্রকৃত মঙ্গল,
সমাজের হিত, আর কৃষির উন্নতি,
করিবে তাহাই সবে, হবে রাজভক্ত।
দেবব্রত পদধূলি, পরিচয় আর,
লইয়া সকলে তাঁ'রে করিল বিদায়।
ঊষার রক্তিম রাগ ফুটিল তখন
পূরব গগনে। একে একে তারাগুলি,
মিলাইয়া গেল ধীরে নীলিমার গায়।
তিমির হইল হ্রাস! প্রভাত সমীর
বহিল দুলায়ে ধীরে পত্র লতিকায়।
মনের আনন্দে কত বৈতালিক গান
বিহগ গাহিল উচ্চে পাদপ শাখায়।

চতুর্থ সর্গ।

কর্ম্মক্ষেত্রে।
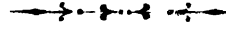
আরোগ্য হ'লেন শেষে শ্রীধর ঠাকুর,
পুত্র কন্যাগণ আর গৃহিণী সহিত।
তাঁহাদের যত্নে, স্নেহে, আর ইব্রাহিম
তাঁহার আগ্রহে, শেষে করিলেন স্থির
দেবব্রত সেইখানে থাকিতে এখন,
উৎসর্গ করিতে প্রাণ পল্লীর কল্যাণে।

পল্লীবাসী কিসে শিখে সাম্য, উদারতা,
পরস্পরে সমব্যথা, ভালবাসাবাসি,
কেমনে সকলে এক হইবে তাহারা,
হইবে উন্নত আর অবস্থা তা'দের,
গো জাতির কিসে হয় অশেষ মঙ্গল,
কৃষিকাজে কিসে হয় বহু অর্থ লাভ,
গ্রামখানি কিসে হয় সুখ স্বাস্থ্যময়,
সবিস্তারে কহি তাহা মধুর ভাষায়,
শিক্ষা দিতে লাগিলেন সারা গ্রামময়।

সাধু উপদেশ কভু বিফলে না যায়,
পরিশ্রমে হয় সিদ্ধি সর্ব্বত্র নিশ্চয়।

দেবব্রত যত্নে হ'ল গ্রামে প্রতিষ্ঠিত
বিদ্যালয়, আর, যৌথ-বিপনি সকল।
পথ, ঘাট, জলাশয় হ'ল পরিষ্কৃত।
গৃহস্থ রোপিল যত্নে গৃহের প্রাঙ্গণে
শেফালিকা, সূর্য্যমুখী, তুলসীর গাছ,
নিম, নিসিন্দাদি, বিল্ল, নানা বৃক্ষ চয়,
পুতি-বাষ্পজ্বর যা'তে হয় নিবারিত,
বাতাস বিশুদ্ধ হয় সকল সময়।
গ্রামে এক ধর্ম্ম-গোলা হইল স্থাপিত,
গ্রামবাসী দিত সবে অংশ মত ধন
সাহায্য পাইবে ব'লে 'অজন্মার' দিনে।
শিখিল কৃষক সবে, বীজ-নির্ব্বাচন
কেমনে করিতে হয় করিয়া চয়ন
পুষ্ট পক্ক, শস্যগুলি ক্ষেত্র হ'তে তা'র।
শিখিল তাহারা আব গবাদি পশুর
কেমনে উন্নতি হয়, দুগ্ধ হয় বেশী;
কেমনে করিতে হয় সার-সংরক্ষণ;
সেচনের সুব্যবস্থা জলাভাব দিনে;
গভীর কর্ষণে কিবা হয় উপকার,
উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে মাঠের আবার
জন্মিলে তাহাতে শস্য বিভিন্ন জাতীয়।
শিখিল তাহারা আর করিতে সকলে

নানাজাতী আলু চাষ, শাক, শব্জী, মূল—
করিত না কেহ যাহা সেখানে কখন,
জ্ঞানের অভাবে আর অন্ধ বিশ্বাসেতে।
শিখিল মৎস্যের চাষ ফল চাষ আর।
এইরূপে নানাবিধ উপদেশ গুণে
শ্রীবৃদ্ধি হইল গ্রামে, উন্নত সকলে।
বীরেন্দ্র তাহার সঙ্গী অনুচর সহ
হইল দেবব্রতের উপাসক এবে।
উপদেশ মত তাঁ'র তাহারা সকলে
আগ্রহে হইল ব্রতী দেশের মঙ্গলে।
দেবব্রত রূপে আর চরিত্রের বলে,
বিনয়, সৌজন্য, শিক্ষা, উপদেশে আর,
গ্রামবাসী নর-নারী হইল আকৃষ্ট,
দেবতার মত তাঁ'রে দেখিতে লাগিল।
সুশিক্ষার ফল শীঘ্র দেখিতে দেখিতে,
হইল বিস্তৃত গ্রাম হ'তে গ্রামান্তর।
বাড়িতে লাগিল যত কার্য্যের পরিধি
উৎসাহে ভরিল তত তা'দের অন্তর।
শঙ্কর বিশ্বাস বাবু দেখিল সকল,
শুনিল সকল, এবে হ'ল চমৎকৃত,
নূতন জীবন দেখি সন্তানে তাহার,
যাহার কারণ তিনি ছিলেন শঙ্কিত।

ভাবিলেন মনে মনে, এ নূতন দিনে,
যদি কোন মতে হয় চাতুরী প্রকাশ,
যাহার কৌশলে আজ শ্রীধর ঠাকুর
হইয়াছে সর্ব্বস্বান্ত দেশত্যাগী এবে,
বিপদ ঘটিবে তাঁ'র নাহিক সন্দেহ,
লাঞ্ছিত হ'বেন তিনি দেশবাসী কাছে।
বিশেষতঃ হইয়াছে বয়স তাঁহার।
আজীবন করেছেন ধন উপার্জ্জন,
নানাবিধ অত্যাচারে, অবিচারে আর।
আর ক'টি দিন ? কিবা যাবে সঙ্গে তাঁ'র ?
ফিরিল তাঁহার মতি। তাই ঠাকুরের
সম্পত্তি ফিরায়ে দিতে করিলেন স্থির।
অনেক ভাবিয়া, শেষে এক দান-পত্র
শ্রীধরের নামে তিনি রাখিলেন লিখে,
শ্রীধরে ফিরা'য়ে দিয়া সমস্ত সম্পত্তি।

পূর্ণ কীর্ত্তি ইব্রাহিম অন্য দিকে আ॥ম,
মাথট করিয়া অর্থ তুলিল অনেক,
শ্রীধরের ভিটাখানি করিতে উদ্ধার।
একদা তাহারা সবে হ'ল উপস্থিত
বিশ্বাস বাবুর গৃহে। বলিল তাঁহারে,
লইয়া তাঁহার প্রাপ্য, দয়া করি দিতে
শ্রীধরের ভিটাখানি ফিরা'য়ে তাঁহারে।

শঙ্কর প্রস্তুত ছিল এত উদারতা,
এত সমব্যথা, তুল্য উদারতা দিয়া
পরিশোধ দিতে আজ। গাল ভ'রা হাসি
হাসিয়া তখন তিনি, শ্রীধরের গৃহ
সমস্ত সম্পত্তি সহ, সেই দান পত্র,
বিনা পণে, স্বত্ব ছাড়ি দিলেন তাঁ'দের।
উঠিল তখন মহা জয় জয় কার,
ছুটিল আনন্দ রোল গ্রামের ভিতর।
যথাকালে সবে মিলে মহা সমারোহে
শ্রীধর ঠাকুরে পুনঃ ফিরায়ে আনিল,
সমস্ত মাথট লব্ধ অর্থ দিয়া তাঁ'রে,
তাঁহাকে তাঁহারি গৃহে স্থাপিত করিল।
লোকনাথপুর গ্রামে একদা হইল
এক মহাসভা, বিক্রয় লইয়া 'পাট'।
'দালাল', 'ব্যাপারি' আর 'আড়তের',
প্রবঞ্চনা হ'তে কিসে বাঁচিবে কৃষক,
এ বিষয় ল'য়ে তর্ক হইল অনেক।
বহু গ্রাম হ'তে এল প্রতিনিধি কত।
যদিও হইল সেথা দীর্ঘ আলোচনা,
নিরীহ কৃষক কুল, কোন প্রতিকার
দেখিলনা তা'র। শেষে সবে এক বাক্যে
করিল সিদ্ধান্ত এই, পাঠাইবে তা'রা,

দেবব্রতে কলিকাতা, করিয়া তা'দের
একমাত্র প্রতিনিধি, বিক্রয় করিতে
তা'দের সমস্ত 'পাট'। উচ্চ হারে দিবে
তাঁহাকে সকলে বৃত্তি। লোকনাথপুর,
যেহেতু অদূরে এক খাল প্রবাহিত,
হইবে প্রধান স্থান। সেখানে সকলে
আনি দিবে নিজ পাট, মিটিবে ঝঞ্ঝাট।
লইয়া দায়িত্ব গুরু দেবব্রত এবে
গেল কলিকাতা। ঈশ্বরের দয়া, আর
সাহসে নিজের, শুধু করিয়া নির্ভর,
এ কঠিন পরীক্ষায় হ'ল অগ্রসর।

পঞ্চম সর্গ।

বন্ধু গৃহে।

দেবব্রত এবে এক সাধু মহাজন।
পরিশ্রম, সত্যবাক্য, প্রতিভা বিনয়,
মধুর স্বভাব, আর চরিত্র নির্ম্মল,
বিখ্যাত করেছে নাম রাজধানীময়।

ব্যবসার হইয়াছে যথেষ্ট প্রসার,
হইতেছে বহু তাঁ'র ধন উপার্জ্জন ;
আর সেই পল্লীবাসী ? এখন তা'দের
অবস্থা উন্নত কত তাঁহার কারণ।

কর্ম্মক্ষেত্রে হ'ল তাঁ'র কত পরিচয়
বিবিধ লোকের সাথে, সংখ্যার অতীত ;
নবীন আচার্য্য নামে এক মহাশয়,
তাঁহারে বাসিত ভাল প্রাণের সহিত।

নবীনের বয়ক্রম পঞ্চাশ বৎসর,
স্বনাম পুরুষ ধন্য, মহা ধনবান ;
নানাবিধ গুণ তাঁ'র, শুধু নাস্তিকতা
চন্দ্রের কলঙ্ক মত ছিল বিদ্যমান।

সংসারে তাঁহার বহু পরিজন মাঝে
আপনার জন কিন্তু কেহ নাহি ছিল ;
পুত্র কন্যা নাহি তাঁ'র, প্রথম বনিতা
বহু দিন পূর্ব্বে তিনি স্বর্গে চলি গেল।

পুত্রের আশায় তিনি পরের আগ্রহে,
করিলেন সত্য বটে দ্বিতীয় সংসার ;
পুত্র কন্যা নাহি হ'ল, যদিও বনিতা
দ্বাবিংশ বৎসর হ'ল বয়স তাহার।

পরমা সুন্দরী জায়া প্রগল্ভ-যৌবনা,
রূপের ধনের গর্ব্বে সদা গরবিনী ;
নবীনের কিন্তু তাহা লাগিত না ভাল,
যেহেতু প্রথমা ছিল লক্ষ্মী স্বরূপিণী।

নবীন বুঝিল এবে আপনার ভ্রম,
বুঝিল যা'যায় তাহা আসেনা'ক আর ;
অনল-স্ফুলিঙ্গ সমা এই যে সুন্দরী,
পারিবেনা দিতে শান্তি জীবনে তাঁহার।

তিনি যাহা চা'ন তাহা নাহিক ইহাতে,
বয়সে উভয় মধ্যে বহু ব্যবধান ;
একের জীবন-নদে পড়িতেছে ভাঁটা,
অপরের হইতেছে জোয়ারের টান।

উভয় জীবন এবে বিপরীত পথে,
অনুকুল স্রোতবেগে চলেছে ভাসিয়া ,
উভয়ে বুঝিল তাহা পুনঃ এক সাথে,
মিলিতে পারেনা কভু একত্রে আসিয়া।

নবীন থাকেন ব্যস্ত সমস্ত সময়
বিষয় কর্ম্মেতে তাঁ'র, নাহি অবসর ;
কর্ত্তব্যের অনুরোধে দুই চারি কথা
কহেন পত্নীর সাথে সময় অন্তর।

নবীনের জায়া সেই রাধিকা সুন্দরী,
পুস্তক, সীবনী, আর লইয়া বিলাস,
কাটাইয়া দেন তাঁ'র সুদীর্ঘ সময়,
তাঁহার নাহিক স্বামী সোহাগের আশ।

দেবব্রত গুণে মুগ্ধ হইল নবীন,
প্রতিভা দেখিয়া তাঁ'র হ'ল চমৎকৃত ;
শুনিয়া তাঁহার সব জীবন কাহিনী
তাঁহার দুঃখেতে হ'ল বড়ই দুঃখিত।

গুণগ্রাহী পরস্পরে পরস্পর গুণে
উভয়ের মধ্যে হ'ল সুদৃঢ় প্রণয় ;
একত্রে লাগিল কাজ করিতে উভয়ে,
এরূপে কাটিল দুই বৎসর সময়।

নবীনের গৃহে সদা যাতায়াত হেতু
দেবব্রত পরিচিত তাঁহার সংসারে ;
অবারিত গতি তাঁ'র, সব পৌরজন,
বাড়ীর ছেলের মত দেখিত তাঁহারে।

স্বামীর আদেশে রাধা আসিত সম্মুখে
দেবব্রত সাথে কথা কহিতেন আর ;
পরম আত্মীয় বোধে বাসিতেন ভাল
সরল শিশুর মত স্বভাবে তাঁহার।

একদা সংবাদ পেয়ে পীড়িত নবীন
দেবব্রত ত্বরা গেল দেখিতে তাঁহারে ;
দেখিল হঠাৎ তিনি জ্বর বাত রোগে
পঙ্গুর মতন শুয়ে শয্যার উপরে।

দারুণ যন্ত্রণা তাঁ'রে করেছে অস্থির,
শরীরের গ্রন্থিগুলি হইয়াছে স্ফীত ;
একটা নিশিথে হায়, করিয়াছে রোগে
তাঁহাকে দেখিতে যেন চির রোগী মত।

দেবব্রতে কহিলেন নবীন তখন,
বলা নাহি যায় কিছু কখন কি হয় ;
দেবব্রত যেন তাঁ'র নিকটে সতত,
থাকেন তাঁহার এই অন্তিম সময়।

কর্ত্তব্যের অনুরোধে বিনা বাক্যব্যয়ে,
দেবব্রত হইলেন সম্মত তাহাতে ;
ব্যবসা বাণিজ্য আর রোগীর শুশ্রূষা
নবীনের গৃহে থাকি লাগিল করিতে।

এইরূপে কত দিন হইল অতীত,
নবীন হ'লেন মুক্ত জ্বর হ'তে তাঁ'র ;
বাতরোগ কিন্তু তাঁ'রে করিল আশ্রয়,
আরোগ্যের সম্ভাবনা রহিল না আর।

আবৃত রহিল তাঁ'র হস্ত আর পদ
রাশি রাশি তুলা দিয়া সুদৃঢ় বন্ধনে ;
চিকিৎসক আসে যায় দেয় আশা কত,
সমর্থ হ'লনা কেহ রোগ নিবারণে।

দেবব্রত যথাসাধ্য থাকেন নিকটে,
করেন শুশ্রূষা নিজে করি প্রাণপণ ;
নবীন ও রাধিকার বহু অনুরোধে
নবীনের গৃহে তিনি থাকেন এখন।

বহু দাস দাসী সত্বে রাধিকা আপনি
পরিচর্য্যা করিতেন সতত তাঁহার ;
কে জানে কেমনে তা'র দেবব্রত প্রতি
ধীরে ধীরে হ'ল এক চিত্তের বিকার।

প্রথমে ভাবিল রাধা ইহাতে কি দোষ ?
পরম সুহৃদ্ ইনি সর্ব্ব গুণময় ;
সরল শিশুর মত হৃদয় যাহার,
তাহারে বাসিলে ভাল কিবা দোষ হয় ?

সতর্ক হ'লনা রাধা রোগের অঙ্কুরে,
বাড়িতে লাগিল তা'র চিত্তের বিকার ;
চিত্তের বিকারে এই পূত ভালবাসা
পরিণত হ'ল ঘোর অনুরাগে তা'র।

জগৎ হইল ক্রমে দেবব্রতময়,
দেবব্রতময় হ'ল রাধার জীবন ;
লালসা করিল তা'র আকুল হৃদয়,
করিল রূপের মোহ কলুষিত মন।

তখন ভাবিল রাধা পুড়িব আপনি
কখন দিবনা ইহা হইতে প্রকাশ ;
নয়ন ভরিয়া শুধু দেখিব তাঁহারে,
দেখিয়া মিটা'ব এই প্রাণের পিয়াস।

কে কোথায় পারিয়াছে জ্বলন্ত অঙ্গার
চাপিয়া রাখিতে শুষ্ক তৃণ রাশি দিয়া ?
অচিরে রাধিকা হৃদে জ্বলিল অনল
পুড়া'তে লাগিল তা'র মন, প্রাণ, হিয়া।

তখন ভাবিল রাধা যা থাকে কপালে
বলিব তাঁহারে আমি হৃদয়ের কথা ;
উৎসর্গ করিব প্রাণ চরণে তাঁহার,
পারিনা সহিতে আর এ দারুণ ব্যথা।

কেমনে বলেন তিনি এই সব কথা
নির্ম্মল চরিত্র এই সরল যুবাকে ?
বলি বলি করি গেল কিছু দিন চ'লে
হৃদয়ে রহিল কথা ফুটিল না মুখে।

একদা নিশীথে যবে সুপ্ত চরাচর
পুরজন সবে ঘোর নিদ্রায় মগন ;
সাহসে করিয়া ভর ধীরে, অতি ধীরে,
দেবব্রত কক্ষে রাধা করিল গমন।

সূচিভেদ্য অন্ধকার নীরব সকল,
বুঝিয়া নিদ্রিত তিনি, রুদ্ধ করি দ্বার
অনুভবে গেল রাধা অন্ধকার দিয়া
গৃহ-গাত্রে ছিল যেথা তড়িত আধার।

খুলিল বিজলী আলো উজলিল ঘর,
দেখিল তাঁহাকে সুখে পালঙ্কে নিদ্রিত ;
কি সুন্দর মুখ আহা কি সুঠাম দেহ,
সুবর্ণ নির্ম্মিত মূর্ত্তি রয়েছে শায়িত।

দাঁড়াইয়া শয্যা পার্শ্বে রাধা কতক্ষণ
মদালস নেত্রে তাঁরে লাগিল দেখিতে ;
যতই দেখেন তত দেখিবার সাধ
বাড়িতে লাগিল ক্রমে রাধিকার চিতে।

স্ফটিক বিশেষে যথা রবির কিরণ
ভিন্ন ভিন্ন হ'য়ে যায় সাতটী বরণে,
দেবব্রত রূপ দেখি আসক্তি রাধার
লাগিল বহুধা হ'তে হৃদয় দর্পণে।

কভু বা সুখের আশে নাচে তা'র প্রাণ,
কভু বা বিষাদে তা'র আঁধার হৃদয় ;
বাধিল কুমতি সাথে সুমতির রণ,
সুমতির হ'ল শেষে পুনঃ পরাজয়।

সাহসে বাঁধিয়া বুক, দৃঢ় করি মন
এক্ষণে করিল স্থির সঙ্কল্প তাহার ;
মুক্তকণ্ঠে বলিবে সে দেবব্রতে আজ,
প্রাণের সমস্ত কথা করি পরিষ্কার।

তড়িত আলোকে জাগি দেবব্রত এবে,
তখনো ঘুমের ঘোর রহিয়াছে তা'র ;
দেখিল ত্রিদিব হ'তে দেববালা এক
আসিয়াছে যেন সেই কক্ষের ভিতর।

রূপের ছটায় যেন কক্ষ আলোকিত,
মন্দার কুসুম গন্ধ সারা অঙ্গময় ;
তারকা-মণ্ডিত পরি বহু আভরণ
দেখা দিতে এসেছেন নিশীথ সময়।

ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর, মেলিয়া নয়ন
স্থির দৃষ্টি করি তিনি দেখেন চাহিয়া :
এ নহে ত দেববালা নীল ত্রিদিবের,
রাধিকা সুন্দরী এ যে নবীনের জায়া।

মহার্ঘ ভূষণে রাধা হইয়া ভূষিতা,
পরিয়া ফিরোজা শাটী নেত্র মুগ্ধকর,
সুন্দরী-ললামভূতা এই পৃথিবীর
বসিয়া রয়েছে রাধা শয্যার উপর।

শিহরিয়া উঠে যথা পথিক যখন
সম্মুখে দেখিতে পায় সর্প বিষধর ;
শিহরিল দেবব্রত, দেখি রাধিকাকে
নির্জ্জন নিশীথে সেই শয্যার উপর।

সম্ভ্রমে কহিল তা'রে "আপনি এখানে ?
এ সময়ে কেন একা, সংবাদ দাদার ?"
ঈষৎ হাসিয়া রাধা কহিল তখন
"প্রয়োজনে আসিয়াছি, মঙ্গল তাঁহার।"

প্রয়োজন বটে, কিন্তু বলেন কেমনে,
ভাবিতে লাগিল রাধা নত করি মুখ,
বস্ত্রাঞ্চল লয়ে হাতে লাগিল খুঁটিতে,
প্রবল উচ্ছ্বাসে তা'র উথলিল বুক।

সন্ধ্যার আঁধার পূর্ব্বে শেষ রবিকর,
উজলিত করে যথা পশ্চিম গগন,
জীবন তিমির-নীরে ডুবিবার আগে
সরম রঞ্জিল রাগে রাধার বদন।

অর্গলি-আবদ্ধ দ্বার দেখি দেবব্রত,
রাধার অবস্থা দেখি বুঝিল অন্তরে,
ছলনা করিতে তাঁ'রে আসিয়াছে রাধা,
ডুবা'তে তাঁহারে আজি অনন্ত আঁধারে।

ব্যস্ত হ'য়ে শয্যা হ'তে উঠিয়া তখন,
স্বতন্ত্র আসনে এক বসি দেবব্রত,
মধুর কোমল কণ্ঠে কহিল তাহারে,
কিবা প্রয়োজনে তিনি তথা উপস্থিত।

সেই কণ্ঠস্বরে যেন মাখা সমব্যথা,
বাজিল রাধার তাহে হৃদয়ের তার ;
সাহস আসিল ফিরে, জাগিল বাসনা,
শুনিল তাহাতে রাধা হৃদয় ঝঙ্কার।

ফুটিল রাধার কথা অতি ধীরে ধীরে
সরমে জড়িত কণ্ঠ, অস্পষ্ট ভাষায় ;
বীণায় হইল যেন প্রথম মূর্চ্ছনা,
বলিতে লাগিল রাধা তখন তাঁহায়।

প্রথম সাক্ষাৎ হ'তে কেমনে রাধিকা
পক্ষপাতী হইলেন দেবব্রত প্রতি ;
প্রথমে বন্ধুতা, পরে চিত্তের বিকার,
চিত্তের বিকারে হ'ল প্রবলা আসক্তি।

আসক্তি হইল ক্রমে গাঢ় অনুরাগ,
রাধার করিল প্রাণ আকুলতা ময় ;
তিনি ধ্যান, তিনি জ্ঞান, জীবন ঈশ্বর,
রাধিকা হইল শেষে তাঁহাতে তন্ময়।

বলিল গর্জ্জিয়া রাধা প্রাণের আবেগে,
"চাহিনা রাখিতে আর এ ছার পরাণ ;
যদি নাহি পাই তোমা, গরল সেবনে
করিব সকল জ্বালা শীঘ্র অবসান।

"চাহিনা থাকিতে আর এই পুর মাঝে,
এখানে থাকিতে মম নাহি অধিকার ;
মনে মনে পাপী আমি, পতির অযোগ্যা,
ধরম করম সব গিয়াছে আমার।

"একমাত্র তুমি এবে উপাস্য আমার,
জীবনে মরণে মম তুমি সর্ব্বময় ;
ত্যজিব সংসার আমি লইয়া তোমাকে,
তোমার বিরহে আমি মরিব নিশ্চয়।

"এক লক্ষ মুদ্রা আছে স্ত্রীধন আমার,
বিংশতি সহস্র মুদ্রা মূল্যের ভূষণ ;
স্নেহময় পিতা যাহা দিয়াছে আমায়,
সকলি করিব আমি তোমাকে অর্পণ।

"পতির ল'বনা কিছু, তাঁহার সংসার
লইয়া থাকুন তিনি সুখেতে এখন ;
আমি শুধু একমাত্র তোমাকে লইয়া
করিব সংসার কাছে বিদায় গ্রহণ।

"লোক মতে বিবাহিতা পত্নী বটে তাঁ'র—
অনিচ্ছায় নিবেদিতা বিবাহ বেদীতে ;
স্বেচ্ছায় দিয়াছি কিন্তু তোমাকে পরাণ,
প্রকৃত বিবাহ ইহা তোমাতে আমাতে।

"এখন তোমার বল কিবা অভিপ্রায়,
হৃদয়ের দাবানল কেমনে সহিব ?
জীবন মরণ মম নিকটে তোমার,
রাখিলে থাকিব আমি, মারিলে মরিব।"

দেবব্রত স্থিরভাবে শুনিল সকল
বিস্মিত হইল কথা শুনিয়া রাধার ;
নত মুখে কিছুক্ষণ চিন্তা করি তিনি
ধীরে ধীরে বলিলেন মন্তব্য তাঁহার।

"আমার বিশ্বাস ছিল তুমি যে আমারে
দেখিতে স্নেহের চক্ষে বাসিতে যে ভাল ;
এ নহে ত ভালবাসা—নির্ম্মল, পবিত্র,
মানবের মুক্তি পথ, জীবনের আলো।

"এ যে ঘোর লালসার জ্বলন্ত অনল,
যাহাতে পুড়া'য়ে সব করে ছারখার ;
মানবের দেব ভাব করিয়া বিনাশ
আলোময় প্রাণ করে চির অন্ধকার।

"সুখ দুঃখ মোহপূর্ণ এই যে সংসার
প্রলোভনময়, ইহা পরীক্ষার স্থান ;
এখানে সূচিত হয় জীবাত্মার গতি,
স্থূল দেহ যবে তা'র হয় অবসান।

"মানব জীবন এক মহা অপূর্ণতা,
কখন মিলেনা পূর্ণ সুখ শান্তি সাধ ;
কিছুতেই তৃপ্তি কভু হয় না কাহার,
অশান্তি শান্তির সাথে, সুখেতে বিষাদ।

"সংযমে মানব হয় দেবে পরিণত,
সকল শক্তির শ্রেষ্ঠ চরিত্রের বল ;
অনুশীলনেতে হয় চরিত্র গঠিত,
সুচিন্তা করিলে হয় অনন্ত মঙ্গল।

"এই যে দেখিছ দেহ ইহার বিনাশ
মুহূর্ত্তে হইতে পারে, নাহিক সময় ;
এই যে দেখিছ রূপ, পূর্ণ মাদকতা,
বীভৎস হইতে পারে একটী পীড়ায়।

"আজি নহে কাল এই জীবন প্রদীপ
একটী ফুৎকারে তাহা যাইবে নিবিয়া ;
কুসুম-কোমল দেহ, কুসুমের মত,
কালের নিশ্বাসে তাহা পড়িবে ঝরিয়া।

"এই যে দেখিছ নিশা হ'বে ইহা শেষ
আবার আসিবে দিন, হ'বে অবসান ;
এই যে দেখিছ ফুল পড়িবে ঝরিয়া,
এই যে দেখিছ আলো হইবে নির্ব্বাণ।

"কে জানে কোথায় আত্মা যাইবে চলিয়া,
কে জানে আঁধার কিম্বা উজ্জ্বল সে দেশ ;
করিব যেমন কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম ফল
লইয়া যাইবে সেথা হ'লে আয়ু শেষ।

"সকলি অনিত্য, তবে কিসের কারণ,
ক্ষণ উত্তেজনা হেতু, নয়ন মুদিয়া,
আপাতমধুর শেষে তীব্র বিষময়
অনন্ত পাপের নদে পড় ঝাঁপ দিয়া ?

"দু দিনের তরে আসা, আছে কত কাজ,
এস সবে ত্বরা করি কাজ রাখি সারি ;
যখনি পড়িবে ডাক, বাজিবে বিষাণ
তখনি যাইব চলি' সমস্ত পাশরি।

"পতিসেবা একমাত্র ধর্ম্ম রমণীর,
পতিরে সেবিলে তুষ্ট জগত-ঈশ্বর ;
পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান, পতিপদ পূজা
পতি উপাসনা ব্রত হিন্দু ললনার।"

দেবব্রত এইরূপে লাগিল কহিতে
বুঝাতে রাধারে কত মধুর কথায় ;
সরমের বাঁধ আজ ভেঙ্গেছে রাধার
কত কথা বলিল সে পাগলিনী প্রায়।

অনেক কথার পর হ'ল ইহা স্থির,
দেবব্রত কথামত, শুধু দুই মাস,
শিখিবে রাধিকা চিত্ত করিতে সংযম,
বিফলে, করিবে বিষে নিজ প্রাণ নাশ।

তখন উঠিয়া রাধা গজেন্দ্র গমনে
ধীরে ধীরে চলে গেল কক্ষে আপনার ;
নতমুখে দেবব্রত শিরে দিয়া হাত
ভাবিতে লাগিল এবে কর্ত্তব্য তাহার।

ষষ্ঠ সর্গ।

দীক্ষা।

প্রভাত হইল নিশা, উদিল অরুণ,
খুলিয়া ফেলিল দূরে কৃষ্ণ আবরণ,
যাহাতে আবৃত ছিল এই ধরণীর
অনন্ত সৌন্দর্য্য পূর্ণ সুষুপ্ত বদন।

আসিল চেতনা ফিরে, নিদ্রা অবসানে
জাগিয়া উঠিল জীব সকলে আবার ;
বসিল সৌন্দর্য্য-হাট, জীবনের রণে
অনন্ত কল্লোলে পূর্ণ হইল সংসার।

যথাকালে দেবব্রত নবীন নিকটে
আসিয়া দেখিল রাধা রয়েছে বসিয়া ;
বিশুষ্কা মলিনা, যেন কোমলা ব্রততী
গিয়াছে আতপ তাপে আধ শুকাইয়া।

তাহার সে কৃষ্ণ-তার বিশাল লোচন
এখন হ'য়েছে পূর্ণ ঘোর নিরাশায়,
অকুলে ডুবিছে যেন সকলি তাহার,
দেখিছে সমস্ত বিশ্ব তাই শূন্যময়।

নবীন বলিল চাহি দেবব্রত প্রতি
আপন রোগের সেই যাতনা অপার ;
বলিলেন আর নাহি বাঁচিবার আশা
হ'বে না রোগের তাঁ'র কোন প্রতিকার।

করিয়া ভবের খেলা শেষ তিনি সব
মরণের দ্বারে আসি এবে উপস্থিত ;
ত্বরায় লইতে হ'বে অনন্ত বিদায়
তবু কেন কাঁদে প্রাণ মমতায় এত ?

নবীন বলিল তাঁ'র দীর্ঘ পীড়া হেতু
প্রতিপ্রাণা রাধালতা শুকাইয়া যায় ;
এত ভালবাসে রাধা, কেন তিনি আগে
বুঝিতে পারেন নাই হায় হায় হায় !

দেবব্রত কিন্তু তাহা বুঝিল সকল
ভাবিল সংসার কিবা প্রতারণাময় ;
অন্তরে বাহিরে কত অনন্ত প্রভেদ,
বাহিরের রূপ কিবা পূর্ণ ছলনায়।

মাদকতা মোহপূর্ণ বাহিরের রূপ
মানব জগতে মধ্য-আকর্ষণ প্রায় ;
রূপেতে আকৃষ্ট সবে রূপেতে পাগল,
অন্তর কাহার কেহ বুঝিতে না চায়।

গোপন করিয়া ভাব দেবব্রত তবে
কহিতে লাগিল কত শাস্তি পূর্ণ কথা ;
সুগভীর তত্ত্ব কত আলোচনা করি
বলিতে লাগিল তাঁ'রে শাস্ত্রের বারতা।

জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, সুখ, দুঃখ, আর
কর্ম্মফল, যোগবল, বিষয় লইয়া ;
কত কথা দেবব্রত বলিল তখন
শাস্ত্রের রহস্য কত প্রকাশ করিয়া।

অবশেষে বলিলেন নবীনের প্রতি
"হিন্দু-ধর্ম্মে আপনার যদি আস্থা হয়,
পারেন ছাড়িতে যদি ধর্ম্মে অবিশ্বাস
আপনাকে রোগ মুক্ত করিব নিশ্চয়।

"নিমেষে সকল ব্যাধি যাইবে চলিয়া
ব্রাহ্মণ্য আসিবে যেই ফিরে আপনার,
করিতে হইবে এবে ত্রি-সন্ধ্যা কেবল
পালন করিতে আর ব্রাহ্মণ আচার।

"সম্মত হয়েন যদি ইহাতে আপনি
করিতে চাহেন যদি ব্রাহ্মণের কাজ,
শিখাব গায়ত্রী, সন্ধ্যা, শিখাব আচার,
শিখাইব প্রাণায়াম আপনাকে আজ।"

শুনিল সকল কথা নবীন তখন
উৎসাহে হইল পূর্ণ হৃদয় তাহার ;
কোথায় মরণ কোথা নূতন জীবন,
শুনিয়া হইল প্রাণে আশার সঞ্চার।

দেবব্রত বাক্যে তিনি হ'লেন সম্মত
পালন করিতে তাঁ'র সকল আদেশ ;
মৃত্যুর দুয়ারে আসি ব্রাহ্মণের কাজ
শিখিতে হইল তাঁ'র আগ্রহ অশেষ।

সকল হইলে স্থির দেবব্রত তবে
চাহিয়া রাধিকা প্রতি বলিলেন আর ;
"পতির সহায় সতী ধরমে করমে,
সস্ত্রীক করিবে ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিচার।

"সস্ত্রীক করিলে ধর্ম্ম চিত্তের সংযম,
চিত্তের সংযমে স্থির সাধকের মন ;
মনোযোগে অনুরাগ হয় ধর্ম্মে তা'র
অনুরাগে সিদ্ধি লাভ হয় অনুক্ষণ।

"পতির দীক্ষার সহ দীক্ষা ল'হ তুমি
ইহা আমি অনুরোধ করি বার বার,
শিখিবেন দাদা আজ ব্রাহ্মণের কাজ,
পতি ধর্ম্ম, পতিব্রত হইবে তোমার।"

সরমে মরমে মরি রাধিকা তখন
নতমুখে সে কথায় হইল সম্মত;
উঠিয়া করিতে গেল দীক্ষা আয়োজন,
দেবব্রত চলিলেন হইতে প্রস্তুত।

সপ্তম সর্গ।

জলপথে।

মাস অন্তে এক দিন বলিল নবীন
দেবব্রতে সমাদরে ডাকিয়া নিকটে,
"একি যোগ বল কিম্বা ধর্ম্ম বল, ভাই !
যাহার কৃপায় স্বাস্থ্য পাই পুনরায়
দিন দিন পাই বল ? অতুল আনন্দে
হ'তেছে হৃদয় পূর্ণ। গায়ত্রীর ধ্যান
করিতে করিতে, মনে হয় যেন ওই,
সুদূর নীলিমা কোলে, শান্তি পূর্ণ এক
মহাজ্যোতির্ম্ময় দেশে, রবিকরোজ্জ্বল,
স্বচ্ছ, নীল পারাবারে যেতেছি ভাসিয়া,
শুনিতে শুনিতে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত।
কত শত দেববালা অলক্ষ্যে থাকিয়া,
সমস্বরে পূর্ণ কণ্ঠে গাহিতেছে গান
প্লাবিত করিয়া দেশ সুরের তরঙ্গে,
বিহ্বল করিয়া দেহ, ইন্দ্রিয় বিকল,
জাগাইয়া কত শত সুখের স্বপন,
কত সুখ স্বর্গরাজ্য ধরিয়া সম্মুখে।

স্তরে স্তরে উঠিতেছে সুর সুমধুর,
ঊর্দ্ধে, বহু ঊর্দ্ধে, ভেদি নীল নভঃস্থল,
রুদ্ধ গতি যত সব জ্যোতিষ্ক মণ্ডল,
রুদ্ধ শ্বাসে শুনিতেছে মোহিনী সঙ্গীত।
পূর্ণ বিকসিত, নীল, অসংখ্য উৎপল,
ভাসে সেই পারাবারে। গন্ধবহ ধীরে
সুগন্ধ কুসুম গন্ধে করে আমোদিত।
কোমল রবির কর, সে জ্যোতির দেশে,
কোমল মহিমাময় সকলি তথায়।
মধুর কাকলি করি কত রাজহংস
ভাসিতেছে ইতস্ততঃ। অমল ধবল
এক রাজহংসে বসি গায়ত্রী জননী,
লোহিত বরণা মাতা, অংশুমালী করে
হ'য়ে বিভূষিতা, বেদযুতা, কুশহস্তা,
বরাভয় অন্য করে, করেন আশীষ।
ভুলে যাই রোগ শোক, ভুলে যাই জ্বালা,
সংসার ভুলিয়া যাই, অস্তিত্ব আপন,
সঞ্জীবিত হই ধীরে নূতন জীবনে,
সকলি নূতন দেখি চারি দিকে আর।
জানিয়া ঔষধ হেন, কেন এত দিন
বল নাই ভাই তুমি নিকটে আমার ?

দেবব্রত। নাহি বলিবার ছিল অনেক কারণ,

সময় হয়নি তাই বলিনি তখন।
বলিলে তখন কোন হইত না ফল
ভিন্ন মুখী মতি গতি ছিল আপনার,
আস্থাহীন ছিলেন যে ব্রাহ্মণের কাজে।
অনন্ত যাতনা পূর্ণ রোগ মধ্য দিয়া
অনন্তের দ্বার দেশে হ'য়ে উপস্থিত,
সম্মুখে দেখিয়া সেই ভীমা বৈতরণী,
তরঙ্গসঙ্কুলা সদা, তপ্তা, খরস্রোতা,
গভীর কল্লোলে পূর্ণ জীব আর্ত্তনাদে,
তমোময় মহাশূন্য পরপারে তার;
আপনার ছায়া পুনঃ দেখিয়া পশ্চাতে,
বুঝেছেন শূন্য গর্ভ সংসার এখন,
সংসারের সুখ দুঃখ শুধু মরীচিকা,
মৃগতৃষ্ণিকায় শুধু গিয়াছে জীবন।
এত ধন জন এত সাধের সংসার,
এত যে বাসনা পূর্ণ মানব জীবন,
সকলি ছাড়িয়া হায়! আপনি এখন
অন্ধের মতন একা আঁধারে আঁধারে,
চলেছেন মহাপথে জীবনের পারে।
কেহই, কিছুই, সেই আপনার গতি
পারিল না রোধিবারে। এই ত সংসার!
ভীষণ আতঙ্কে তাই শিহরিল দেহ,

দারুণ তরাসে তাই কাঁদিল পরাণ,
আলোময়, শান্তিময় পথের উদ্দেশে,
মনেতে পড়িল তাই সেই হিন্দু ধর্ম্ম,
অনাথের নাথ, আর অগতির গতি,
নিরাশ্রয়ের আশ্রয় সেই ভগবান।

নবীন। মেঘেতে বিজলী মত, মাঝে মাঝে হেরি,
স্বরগের আলো এক সম্মুখে আমার,
সহসা হইয়া দীপ্ত মিলাইয়া যায়,
ধাঁধিঁয়া নয়ন মন, কে জানে কোথায়।
কোথা হ'তে আসে তাহা, কেন আসে, কেন
মিলাইয়া যায় পুনঃ বুঝিবারে না'রি।
শুধু এই বুঝি, সুখ আর শান্তি পূর্ণ
পবিত্র জীবন পথে চলিয়াছি এবে।

দেবব্রত। কিছু দিন পরে পুনঃ দেখিবেন আর,
করিলে বিপ্রের কাজ ফল আপনার।

নবীন। রাধিকার দেখিতেছি ঘোর ভাবান্তর।
বসন ভূষণে আর নাহি অনুরাগ,
নাহি অনুরাগ তা'র কবরী বন্ধনে,
কারুকার্য্যে, আর কোন বিলাসে তাহার।
সদাই উদাস দৃষ্টি, সদা বিষাদিতা,
কি এক গভীর ভাবে আকুল হৃদয়।
মম পাদোদক পান করিয়া প্রভাতে,

মস্তকে লইয়া মম চরণের ধূলি
সংসারের কাজে তবে হয় অগ্রসর।
কোমলতা পূর্ণ এবে প্রকৃতি তাহার।
দেব। পাতিব্রত্য ধর্ম্মে তাঁ'রে করেছি দীক্ষিতা,
তাই এবে হইতেছে এই ভাবান্তর।
কিছু দিন পরে পুনঃ পাবেন দেখিতে
দেবীরূপে পরিণতি হইয়াছে তাঁ'র।
আর এক আছে কথা। কিছু দিন ধরি
করিতে হইবে এবে বিদেশ ভ্রমণ।
বিমুক্ত প্রান্তর কিম্বা নদীর উপরে
অনন্ত সৌন্দর্য্য পূর্ণ প্রকৃতির কোলে,
উজ্জ্বল, অনন্ত, নীল, গগনের তলে,
থাকিতে হইবে ছাড়ি এই রুদ্ধ গৃহ,
কোলাহল পূর্ণ আর এই রাজধানী।
কিছুক্ষণ পরামর্শ করিয়া দুজনে
করিলেন এইস্থির, এবে নৌকাযোগে
জলপথে কিছুদিন করিয়া যাপন,
তীর্থ পর্য্যটনে শেষে যা'বেন সকলে।
আয়োজন হ'লে, শেষে সুদিন দেখিয়া,
সস্ত্রীক নবীনে লয়ে দেবব্রত তবে
সুন্দর সজ্জিত তরি করি আরোহণ,
চলিলেন ধীরে ধীরে গঙ্গার উত্তরে।

রাজধানী ছাড়ি তা'রা লাগিল দেখিতে
নির্ম্মলসলিলা গঙ্গা মন্থর প্রবাহে,
সুন্দর উভয় তট করি প্রক্ষালন,
হৃদয় দর্পনে ধরি আকাশের ছায়া,
অনন্ত বিরাটরূপ ওই নীলিমার ;
কিম্বা ওই সৌধরাজি, শ্যামল সুন্দর
বনরাজি তটযুগে শোভিতেছে যাহা,
ধরিয়া তা'দের ছায়া হৃদয়ে আপন,
নীরবে বহিয়া যায়। কোথা সুবিস্তৃতা,
কোথা সঙ্কুচিতা অতি। দুইকূলে তা'র
ইষ্টক নির্ম্মিত কত রয়েছে সোপান,
ছোট বড় কত শত সুন্দর আলয়,
ফলের ফুলের আর উদ্যান সুন্দর।
অনন্ত বৃক্ষের শ্রেণী সরল রেখায়,
ব্যবধান নাহি কোথা, গিয়াছে মিশিয়া
সুদূর আকাশ কোলে ধূম্রেখা প্রায়।
ছোট বড় কত শত ভেসে যায় তরি,
প্রতিভাতি প্রতিবিম্ব সলিলের গায়।
রবির কিরণে জল, সারাদিনমান
তরল রজত সম উজ্জ্বল দেখায়।
পবন বহিলে বেগে উঠে বীচি মালা,
আকুল করিয়া তুলি দুকূল সলিল,

নাচায়ে তরণী কত সোহাগের ভরে,
অনন্ত প্রেমের গান তাহারে শুনায়।
নির্ম্মল শীতল বায়ু, যেন সুধাধারা।
ঢালিয়া মানব প্রাণ করে শান্তিময়।
রজনী আসিলে সব লুকাইয়া যায়,
তিমিরে ঢাকিয়া ফেলে প্রকৃতি বদন।
ফুটে উঠে কত তারা আকাশ উপরে,
প্রতিবিম্ব কাঁপে ধীরে সলিল ভিতরে।
আকাশ নামিয়া এসে সলিলের সাথে
মিলাইয়া যায় তা'র প্রেম পারাবারে।
তাহারা সকলে দেখে মহিমা মণ্ডিত
প্রকৃতির এই খেলা। বোধ হয় যেন
এক সুরে আছে বাঁধা আকাশ, পাতাল,
অনল, অনীল আর সারাটি সংসার,
বিহগ কূজন, আর পল্লব মর্ম্মর :
জলস্থল, মানবের হৃদয়-ঝঙ্কার,
ইহকাল, পরকাল, জন্ম, জন্মান্তর,
পরস্পর সাথে আছে এক সুরে বাঁধা।
দেবব্রত এই সব বিষয় লইয়া
আলোচনা করিতেন তাঁ'দের সহিত,
ঢালিয়া দিতেন প্রাণে সুখ শান্তি ধারা,
রাধিকা, নবীন কত হ'ত বিমোহিত।

রাধিকা কখন পূর্ব্বে দেখিনি শ্মশান।
একদা নিশিথে হেরি গঙ্গার সৈকতে
প্রজ্জ্বলিত চিতানল, সুধাইল ধীরে,
চাহি দেবব্রত প্রতি, তাহার কারণ।
দেবব্রত বলিলেন বুঝায়ে সকল।
মরণ কাহাকে বলে, আর স্থূলদেহ,
জীবাত্মা, সংসার, আর জন্ম জন্মান্তর,
বিষয় লইয়া কত প্রাঞ্জল ভাষায়
কহিলেন তা'রে। জীবনের কর্ম্মফল,
কেমনে সূচিত করে জীবাত্মার গতি,
মানব বাসনা বশে কেন পুনঃ পুনঃ
জনম গ্রহণ করে সংসার মাঝারে,
রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু কেন করে ভোগ
বলিলেন সে সকল জানিতেন যাহা।
গম্ভীর বদনে রাধা শুনিল সকল।
এক দৃষ্টে চিতা পানে রহিল চাহিয়া,
দেখিতে লাগিল চিতা জ্বলিছে কেমন,
লেলিহান বহ্নিশিখা কেমনে উঠিছে
চিতা ধূম সাথে তাহা উর্দ্ধে বহুদূরে,
নিথর গঙ্গার জল করিয়া রঞ্জিত,
ঈষৎ কাঁপিয়া ধীরে সলিল প্রবাহে।
দেখিতে দেখিতে রাধা বলিল শিহরি—

"মরিতে হইবে তবে, ছাড়িতে সংসার ?
পাশরিতে হবে সব আশা, ভালবাসা,
অতৃপ্ত বাসনা যত প্রাণের আমার ?
এই দেহ, এত রূপ, চিতার অনলে
চির তরে হ'বে শেষে ভস্মে পরিণত,
মুষ্টিমেয় ক্ষার মাত্র পরিণাম তা'র ?
অবিনাশী আত্মা মম রহিবে কেবল ?
জীবনের কর্ম্মফল করিবে সূচিত
জীবাত্মার গতি, আর জন্মান্তর মম ?
উদ্দাম বাসনা ল'য়ে অন্য জন্মে পুনঃ
এমনি করিয়া শুধু পুড়িয়া পুড়িয়া,
করিব কি হাহাকার এ জন্মের মত ?
পা'বনা কখন তাহা যাহার সন্ধানে,
মরিব ঘুরিয়া এই পৃথিবী ভিতরে ?
এ জন্ম এরূপে গেল, হায় ভগবান !
কি হ'বে আমার দশা মরণের পর।"
শুনি ইহা দেবব্রত বুঝিল তখন
শ্মশান-বৈরাগ্য এবে হয়েছে রাধার ;
হইলে বৈরাগ্য ভাব স্থায়ী তা'র মনে
পরম পবিত্র হ'বে চরিত্র তাহার।
ভাসিতে ভাসিতে তরি হ'ল উপনীত
তিনটী বরষ আগে যেথা দেবব্রত

ইন্দুমতী সাথে হায়! ডুবিল সলিলে,
প্রবল ঝটিকা বেগে তরণী সহিত।
বিস্তীর্ণ সৈকত ওই, তটের উপরে
ওই সেই গণ্ডগ্রাম। বৃক্ষ অন্তরালে
ওই দেখা যায় পথ, আঁকিয়া বাঁকিয়া,
কোমল কঠিন কত চরণ আঘাতে
মার্জ্জিত সুন্দর ওই সেই গ্রাম্য-পথ।
ওই সেই বৃক্ষ-চূড়, তলদেশে যা'র,
জীবন রক্ষক সেই ধীবরের গৃহ,
যেখানে করিল রক্ষা জীবন তাহার
সলিল-সমাধি হ'তে তুলিয়া ধীবর।
অদূরে নির্জ্জন ওই নদীর সৈকতে—
ওই যে রয়েছে পড়ি ব্যাপি বহুদূর,
সদাই করিছে ধূ ধূ, বৃক্ষ তৃণ হীন,---
দেবব্রত ভ্রমিতেন ইন্দুর সন্ধানে।
মানবের পদরেখা বালুকা উপরে
দেখিলে চকিত হ'য়ে চাহি চারি ধার,
করিতেন মনে মনে কত অনুমান।
এই যে চরণচিহ্ন ইহা কি ইন্দুর?
কুসুম-কোমল পদ তাঁহার ইন্দুর
পারে কি করিতে রেখা এতই গভীর?
সেই পদরেখা তিনি চাহিয়া চাহিয়া

আশায় করিয়া ভর হয়ে অগ্রসর,
যাইতেন ততদূর, যতদূর গিয়া
মিলা'য়ে যাইত দাগ তৃণের উপর।

জোছনা নিশীথে তিনি একাকী ওখানে,
জুড়া'তে তাপিত প্রাণ, আসিতেন সদা,
বসিতেন একা ওই বৃক্ষের তলায়।
অনিমেষ নেত্রে চাহি নীলিমার পানে,
কখন নদীর দিকে, পুলিনে, প্রান্তরে,
আকাশে পাতালে, যেন তন্ন তন্ন করি,
অন্বেষণ করিতেন তাঁহার ইন্দুর।
উজ্জ্বল তারকা পানে কখন চাহিয়া,
মোহিনী মূরতি তা'তে গড়িয়া ইন্দুর,
প্রেমের অমিয় দিয়া করি সঞ্জীবিতা,
কহিতেন কত কথা আকুল পরাণে।
যখন পশিত কাণে কোমল সঙ্গীত,
সুদূর হইতে কোন সুমধুর তান;
মনেতে হইত যেন ত্রিদিব হইতে
গাহিছে তাঁহার ইন্দু বিষাদের গান।

সে স্থান দেখিবা মাত্র তাই দেবব্রত
চিনিলেন, অশ্রুজলে ভিজিল নয়ন!
বিষাদ কাহিনী তাঁ'র একে একে সব
কহিলেন সবিস্তারে রাধিকা নবীনে।

রাধিকা গম্ভীরা হ'য়ে চাহি এক দৃষ্টে
রহিল নদীর পানে। নবীন কাঁদিল
প্রথমা বনিতা স্মৃতি করিয়া স্মরণ।
দেখিতে ধীবরে পুনঃ দেবব্রত তবে
নামিল তরণী হ'তে। নবীন এখন
পূর্ণরূপে রোগ মুক্ত, হাঁটিতে সক্ষম,
দেবব্রত সাথে সাথে চলিলেন তীরে।
যথাকালে গেল তা'রা ধীবর কুটিরে,
পর্ণের কুটির কিবা দেখিতে সুন্দর!
ধীবর দেখিয়া তাঁ'রে, পরম উল্লাসে
আসিল নিকটে, নিজ পুত্রকন্যাসহ।
একে একে শুধাইল তাঁহার বারতা,
বলিল অনেক কথা। বলিল তাঁহাকে,
"রাণীমার অনুচর এসেছিল হেথা
করিতে সন্ধান তব চলে গেলে তুমি।
শুনিয়া সকল কথা সেই অনুচর
আমারে লইয়া গেলে রাণীমা প্রাসাদে,
ভাগিরথী পরপারে। নিদর্শন তব
সুবর্ণ অঙ্গুরী সেই চাহিয়া লইয়া,
দিল বহু ধন মোরে বিনিময়ে তা'র,
বলিল করিতে আর তোমার সন্ধান।"
বিস্মিত হইয়া শুনি এই সব কথা

নবীন ও দেবব্রত লইয়া ধীবরে
তখনি চলিয়া গেল নদী পরপারে,
রাণীমা উদ্দেশে, তাঁ'র প্রাসাদে সুন্দর।
শুনিল রাণীমা আর নাহি এ সংসারে।
নগেন্দ্র এখন রাজা, তিনিও আবার
সম্প্রতি গেছেন নানা তীর্থ পর্য্যটনে।
আর ইন্দু ? ইন্দুমতী নাহি কেহ তথা,
আছে এক ইন্দুরাণী অদূর প্রাসাদে।

ভাবিতে ভাবিতে ধীরে তাঁহারা তখন
চলিলেন রাণী ইন্দুদেবীর প্রাসাদে।
পাইলেন পরিচয় সেখানে ইন্দুর।
শুনিলেন আর, রাজা নগেন্দ্রের সাথে,
গিয়াছেন ইন্দুরাণী তীর্থ পর্য্যটনে।
বলিতে কেহই কিন্তু পারিলনা এবে
কোন্ তীর্থে আছে রাণী। শুনিয়া সকল,
কিছুক্ষণ চিন্তাকরি দেবব্রত তবে,
উঠিল সেখান হ'তে নবীন সহিত,
ধীবরে লইয়া আর। কোন পরিচয়
দিলনা ইন্দুর কোন কর্ম্মচারী কাছে।
ধীবরে বিদায় দিয়া যোগ্য পুরস্কারে
ফিরিল তাহারা সবে নৌকায় এখন।

নবীন বিস্মিত হয়ে বলিল তখন,

"পরিচয় দিতে কেন করিলে নিষেধ,
পরিচয় নিজে কেন দিলেনা তা'দের ?"
বলিল বিষাদ ভরে দেবব্রত তাঁ'রে—
"কাঙ্গালিনী ইন্দুমতী এবে রাজরাণী,
রাজা নগেন্দ্রের সাথে তীর্থ পর্য্যটনে
গিয়াছেন তিনি কোথা, কেহ নাহি জানে।
দুর্ব্বল মানব চিত, দুর্ব্বলা রমণী।"
শুনিয়া নবীন ইহা লাগিল ভাবিতে।
দেবব্রত আজ্ঞা দিল নাবিকে তখন
কলিকাতা অভিমুখে ফিরা'তে তরণী।

অষ্টম সর্গ।

পরীক্ষা।

প্রবাস করিয়া শেষ ভাগিরথী নীরে,
আবার আসিল তা'রা রাজধানী ফিরে।
রাধিকা নবীন গেল দেবব্রতে ল'য়ে
আপন আলয়ে, অতি পুলকিত হ'য়ে।
সম্পূর্ণ আরোগ্য এবে হয়েছে নবীন,
সংসারে তাঁহার বড় আনন্দের দিন।
করেন ত্রিসন্ধ্যা আর ব্রাহ্মণের কাজ,
সাত্বিক ভাবেতে পূর্ণ হয়েছেন আজ।
বুঝেছেন এতদিনে, ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি
থাকিলে লোকের হয় অশেষ উন্নতি।
চেয়ে দেখ একবার রাধিকার প্রতি,
মানবী রাধিকা এবে দেবী মূর্ত্তিমতী।
পতি-ধ্যান, পতি-জ্ঞান, পতি আরাধনা,
অন্য কিছু নাহি তা'র পতি চিন্তা বিনা।
সরমে নরম, সদা পূর্ণ কোমলতা,
শান্তি পূর্ণ মন, সদা ধর্ম্মে অনুরতা।

শ্মশান-বৈরাগ্য সদা জাগে মনে তা'র,
বুঝিয়াছে ধর্ম্ম বিনা সকলি অসার।
কখন কোথায় মন কোন্ পথে ধায়,
কোন্ কাজে কিবা ফল কে জানেরে তায় ?
দেবব্রত মনে হ'ল আনন্দ অপার,
সার্থক হইল দেখি কাজ আপনার।
জানিতেন তিনি ইহা, মানবের মন,
একস্থানে স্থির ভাবে থাকেনা কখন।
পাপের, পুণ্যের শক্তি সদা টানে তায়,
জড়-জগতের মধ্য-আকর্ষণ প্রায়।
পড়িলে পাপের টানে অধোগতি তা'র,
ঊর্দ্ধগতি হয় পুণ্য আকর্ষণে আর।
পুণ্যের পরিধি মাঝে রাধিকা, নবীনে,
তাই তিনি আনিলেন অশেষ যতনে।
পূর্ণ আজ দুইমাস সেই দিন হ'তে
রাধিকার অভিসার গভীর নিশিথে।
বলে ছিল মনে যদি নাহি হয় বল,
দুইমাস পরে রাধা সেবিবে গরল।
জানিতে বাসনা হ'ল, রাধিকা এখন
সেবিবে গরল কিম্বা রাখিবে জীবন।
এত দিন সুশিক্ষার হ'ল কিবা ফল,
চিত্তের সংযম, কত চরিত্রের বল।

লইতে এখন তাই পরীক্ষা রাধার,
দেবব্রত চলিলেন কক্ষেতে তাহার।
তখন দ্বিযামা নিশা, ঘুমায় নবীন,
ঘুমায় অপর সবে সাড়া শব্দ হীন।
দেবব্রত ধীরে ধীরে রাধিকা উদ্দেশে,
আসিলেন রাধিকার কক্ষদ্বার দেশে।
মুক্ত বাতায়ন পথে দেখেন চাহিয়া,
রামায়ণ লয়ে রাধা পড়িছে বসিয়া।
অনন্ত সৌন্দর্য্য দিয়া যেন চিত্রকর,
আঁকিয়া রেখেছে ছবি ঘরের ভিতর।
দ্বারদেশে ধীরে ধীরে করাঘাত করি,
ডাকিলেন দেবব্রত রাধিকা সুন্দরী।
চমকি উঠিয়া রাধা খুলিলেন দ্বার,
দেবব্রতে দেখে হ'ল বিস্ময় তাহার।
গোপন করিয়া ভাব, অতি সমাদরে
লইয়া গেলেন তাঁ'রে কক্ষের ভিতরে।
বসিতে আসন দিয়া বসিলেন কাছে,
ইচ্ছা তা'র জানিবার কিবা কথা আছে।
শীলতার ভয়ে শুধু সরল নয়নে
চাহিয়া রহিল রাধা দেবব্রত পানে।
দেবব্রত বলিলেন কাতরে রাধায়,
এসেছেন এবে তিনি লইতে বিদায়।

প্রভাত হইলে নিশা যাবেন চলিয়া.
নিজালয়ে আগে, পরে সংসার ছাড়িয়া।
সংসারে তাঁহার আর নাহি কোন সাধ,
মরুময় প্রাণে তাঁ'র শুধুই বিষাদ।
অতৃপ্ত রহিল যত হৃদয়ের আশা,
মিটিল না তাঁ'র কোন প্রাণের পিয়াসা।
করিবেন কারে আর লইয়া সংসার
কে আর করিবে তাঁ'রে সোহাগ, আদর ?
দুঃখীর সমান তাঁ'র নাহি হেথা স্থান,
কি ফল রাখিয়া আর এ ছার পরাণ।
এইরূপে কতকথা বিলাপ করিয়া,
বলিলেন নেত্রজল বসনে মুছিয়া।
দুইমাস পূর্ব্বে কেন হ'লনা এমন,
তা' হলে সকল সাধ মিটিত তখন।
কে জানে কাহার শাপে কিবা হয় পাপ,
কোন্ পাপে কিবা হয় কা'র মনস্তাপ।
কেন আজ তাঁ'র মনে লালসা অনল,
সহসা উঠিল জ্বলি হইয়া প্রবল ?
অনুমান করিলেন, রাধার হৃদয়
নিশ্চয় হয়েছে এবে সুখ শান্তিময়।
যাহার কথায় শান্তি হইল রাধার,
অশান্তি হইল কিনা হৃদয়ে তাহার ?

শুনিতে শুনিতে রাধা বিহ্বল হইয়া,
দেবব্রত পদতলে পড়ি আছাড়িয়া,
বলিল তাঁহারে অতি করুণ বচনে
"ক্ষমাকর দয়াময়! অনুতপ্ত জনে!
তোমারে চিনেছি আমি তুমি মহাশয়,
আর কেন ছল মোরে বৃথা ছলনায়?
তুমি জিতেন্দ্রিয় দেব! কৃপায় তোমার,
অনন্ত নরক হ'তে পেয়েছি উদ্ধার।
চিনেছি এখন আমি স্বামী মহাধন,
সুখ শান্তি পাইয়াছি তোমার কারণ।
চিত্তের সংযম মম হয়েছে এখন,
গরল সেবনে আর নাহি প্রয়োজন।
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি গুরু আর,
তোমার কৃপায় জ্ঞান হয়েছে আমার।"
কাঁদিতে লাগিল রাধা আবেগের ভরে,
স্মিতমুখে দেবব্রত বলিল তাহারে।
"এক কাজ আছে বাকী বলি তাহা শুন,
প্রায়শ্চিত্তে অনুতাপ হইবে নির্ব্বাণ।
অতীত সকল কথা পতির নিকটে,
বলিবারে চাহ তুমি সব অকপটে।
বলিলে সকল কথা যাবে অনুতাপ,
সংসারে হইবে তুমি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ।"

নবম সর্গ।

মিলন।

রাধিকা নবীন সনে ভারতের নানা স্থানে
দেবব্রত করিলেন কত পর্য্যটন,
দেখিলেন তীর্থ কত রহিয়াছে শত শত
হেরিলে পবিত্র হয় মানবের মন।
কত যুগে কত ঋষি যেখানে ধ্যানেতে বসি
সাধনা করিল মন্ত্র সিদ্ধি আপনার,
যেখানে বসিয়া কত ব্যাস আদি মুনি যত
ভুবনে করিল ধর্ম্ম জ্ঞানের প্রচার।
কত শত বর্ষ চলে গিয়াছে অনন্ত কোলে
কত রাজ্য রাজধানী হইয়াছে লয়,
রয়েছে সেস্থান গুলি কীর্ত্তির পতাকা তুলি
ঘোষণা করিছে বিশ্বে সাধনার জয়।
নদনদী অগণন পর্ব্বত কানন বন
শ্যামল তৃণেতে ভরা বিস্তৃত প্রান্তর,
কত ফল কত ফুল সুন্দর বিহগ কুল
দেখিয়া তা'দের সুখে ভরিল অন্তর।

কভু উঠি গিরি শিরে চাহিয়া দেখেন দূরে,
শ্যামল ধরণী খানি যেন চিত্রপট,
উন্নত পাদপ চয় আতপত্র মনে হয়,
দেখায় রজত সূত্র নদ নদীতট !
অনন্ত প্রান্তর শেষে আকাশ নামিয়া এসে
মিশিয়া গিয়াছে যেন ধরণীর গায়,
আকাশ ধরণী যেন এক দেহ এক মন,
অনন্ত প্রেমেতে বাঁধা রয়েছে উভয়।
অধোদেশে ধরাতল তৃণ শস্যে সুশ্যামল,
ঊর্দ্ধদেশে নীল নভঃ অনন্ত অপার,
উঠিয়া পর্ব্বত শিরে দেখিতে দেখিতে ধীরে
অনন্তে মিশিয়া প্রাণ হইত উদার।
কি মহা গৌরবময় প্রভাতে অরুণোদয়,
দিনান্তে আবার যবে অস্ত হয় তা'র,
চেতনা প্রভাতে আসে চলে যায় দিবাশেষে
ঘোর অন্ধকারে ডুবে সমস্ত সংসার।
কত দেখে কত দেশে ভ্রমণ করিয়া শেষে
আসিলেন হরিদ্বারে তাঁহারা সকলে,
মহিমা মণ্ডিত স্থান দেখিলে জুড়ায় প্রাণ,
গোমুখী হইতে গঙ্গা আসে কলকলে ;
সুনীল শীতল জল বহিতেছে অবিরল,
অসংখ্য উপল খণ্ড, তা'র মধ্য দিয়া,

যেন তীব্র তিরস্কারে সরায়ে তা'দের দূরে
সাগর উদ্দেশে ধায় আকুল হইয়া।
সুনীল গগন গায় বিরাট বিশাল কায়
অনন্ত পর্ব্বত শ্রেণী গিয়াছে মিশিয়া,
যেন স্বর্গ দুর্গদ্বারে পরিখার ধারে ধারে
প্রাকার উন্নত শির রয়েছে তুলিয়া।
ইহাদের তুলনায় কতক্ষুদ্র এ ধরায়
মানব আমরা হই নাহি সীমা তা'র,
কণামাত্র জ্ঞান পেয়ে ভাবি আমাদের চেয়ে
কেবা বড় আছে এই সংসারেতে আর।

একদিন সন্ধ্যাকালে চাহি ব্রহ্মকুণ্ড জলে
নগেন্দ্র ও পঙ্কজিনী সাথে ইন্দুমতী,
ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে এসে চিন্তাপূর্ণ নেত্রে বসে
দেখিতে ছিলেন সবে গঙ্গার আরতি।
অনন্ত সলিল রাশি কল কলে যায় ভাসি,
কুণ্ডেতে অসংখ্য মৎস্য করে বিচরণ,
পরপারে যায় দেখা চিত্রেতে চিত্রিত যথা,
অনন্ত পর্ব্বত শ্রেণী নিবিড় কানন।
পূরব গগন গায় চন্দ্রমা উঠেছে তায়
জোছনা করেছে আলো জগতের প্রাণ,

কোমল কিরণ দিয়া আবরি পাষাণ হিয়া
মধুর করেছে কত পার্ব্বতীয় স্থান।
পঞ্চদীপ লয়ে হাতে ঘণ্টার তালের সাথে
পুরোহিত করিতেছে আরতি গঙ্গার,
হরের মন্দির মাঝে কত কাংস ঘণ্টা বাজে
বম্ বম্ রবে কত হ'তেছে ঝঙ্কার।
এই মহা পুণ্যক্ষণে একদৃষ্টে একমনে
রয়েছেন কা'র পানে চাহি ইন্দুমতী ?
কুণ্ডের সেতুর পরে ধ্যানে মগ্ন যুক্তকরে
বসিয়া রয়েছে ওই কোন্ মহামতি ?
সুন্দর সুঠাম কায় দেব ভাব পূর্ণ তায়
শান্তিপূর্ণ মুখ খানি উন্নত ললাট,
ভুলিয়া সংসার যেন কোথায় গিয়াছে মন,
রয়েছে বসিয়া যেন এক চিত্রপট।
দেখিয়া নিমেষ তরে চিনিলেন প্রাণেশ্বরে,
ছুটিল আনন্দ স্রোত শিরায় শিরায়,
ইন্দীবর নেত্র দুটী আনন্দে উঠিল ফুটি,
আনন্দে রঞ্জিল গণ্ড রক্তিম আভায়।
উচ্ছ্বাসে আপনা হারা নয়নে সলিল ধারা
পার্শ্বে ছিল পঙ্কজিনী ইঙ্গিতে তাহায়,
চম্পক অঙ্গুলি তুলি ফুটিলনা মুখে বুলি
দেখাইয়া দিল ইন্দু তা'র দেবতায়।

চাহিয়া তাঁহার প্রতি আশ্চর্য্য হইয়া অতি
পঙ্কজিনী বুঝিলেন ইনি কোন জন,
নিকটে নগেন্দ্র ছিল তাহারে বলিয়া দিল
সন্ধান লইতে ইন্দু-পতির তখন।
এদিকে আরতি শেষে দেবব্রত উঠে এসে
রাধিকারে লয়ে সাথে ধীরে ধীরে ধীরে,
তাঁ'দের সম্মুখ দিয়া সোপানে উঠিয়া গিয়া
নবীনের সাথে গেল নগর ভিতরে।
শিক্ষা ও সংযম ফলে হৃদয় বাঁধিয়া বলে,
উদাস নয়নে ইন্দু রহিল চাহিয়া,
বিষাদ কাতর স্বরে কহিলা পঙ্কজ তা'রে
"এমনি পাষাণ বটে পুরুষের হিয়া।"

প্রভাতে গঙ্গার তীরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে
দেবব্রত দেখিলেন একটী সন্ন্যাসী,
চাহিয়া তাঁহার পানে রহিয়াছে এক মনে
নদীর সৈকতে একা শিলাসনে বসি।
নিকটে আসিয়া তিনি তখনি তাঁহারে চিনি
ছুটে গিয়ে ধরিলেন পা দুখানি তাঁ'র,
বলিলেন "মনে আছে আমি যে তোমারি কাছে,
পেয়েছি জীবন রক্ষা কি কহিব আর ?

তিনটী বৎসর আগে— পরাণে সে স্মৃতি জাগে—
সেই বটবৃক্ষতলে কাল সর্প হ'তে,
বাঁচা'লে আমার প্রাণ করিলে উৎসাহ দান,
ধরিলে মোহিনী ছবি জীবনের পথে।

আর আর আশা যত তোমার কথিত মত
হইয়াছে পূর্ণ এবে শুধু এক বাকী,
বল ওহে দয়াময় কৃপা করি অভাগায়
আমার সে আশা প্রভো! পূর্ণ হবে না কি?"

হাসিয়া মধুর হাসি কহিলেন সে সন্ন্যাসী
"এখানে পূরিবে বৎস তব অভিলাষ;
পাবে পুনঃ ইন্দুমতী তিনি মহাসাধ্বী সতী,
হইবে তোমার শীঘ্র সুখের বিকাশ।

ঈশ্বরে রাখিয়া মন কার্য্য কর অনুক্ষণ
পরসেবা কর সদা হইয়া নিষ্কাম,
করিবে পরের ভাল মুছাবে নয়ন জল
সংসারে করিবে ধর্ম্ম কর্ম্ম অবিরাম।

বাসনা করেছ যাহা সময়ে পুরিবে তাহা
পাইবে আমার তুমি পুনঃ দরশন,
যাও এবে ওই খানে বসি ওই শিলাসনে
চাহিয়া তোমার পথ আছে একজন।

নগেন্দ্র প্রভাতে এসে নবীনের দ্বারদেশে
শুনি দেবব্রত গেছে করিতে ভ্রমণ,
মুহূর্ত্ত চিন্তার পরে নবীনের হাত ধরে
বলিল তাঁহার কাছে সব বিবরণ।
বলিল বিগত রাতে দিয়াছে সে দেবব্রতে
পরীক্ষা করিতে, নিজ অন্য পরিচয়,
কহে নাহি কোন কথা ইন্দুর প্রসঙ্গে সেথা
কি জানি ইহাতে যদি বিপরীত হয়।
কেমনে তা'দের হয় এ মিলন আনন্দময়,
তখন উভয়ে ভাবি করিলেন স্থির,
মন্ত্রণার অবসানে নগেন্দ্র আনন্দ মনে
একাকী চলিয়া গেল ভাগিরথী তীর।
গঙ্গার পুলিনে এসে শিলাসনে একা বসে
তন্ময় হইয়া তিনি ছিলেন ভাবিতে,
সন্ন্যাসী জানিতে পারি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করি
দেখাইল দেবব্রতে অদূর সৈকতে।
সন্ন্যাসী আদেশ মত আসিলেন দেবব্রত
তখনি নগেন্দ্র পাশে চিন্তাপূর্ণ মনে,
প্রথম আলাপ পরে পায় পায় ধীরে ধীরে
নবীনের গৃহে গেল তা'রা দুইজনে।
তিন জনে বসে সেথা হইল অনেক কথা,
দেখিয়া অধিক বেলা নগেন্দ্র তখন ;

আর কিছু নাহি বলে নিজালয়ে সন্ধ্যাকালে
নিমন্ত্রণ করে সবে, করিল গমন।

রাধিকা নবীন সনে আসিলেন নিমন্ত্রণে,
তীর্থ স্থানে নাহি আজ কোন অন্তরায়,
পঙ্কজিনী আসি দ্বারে মহা সমাদরে তা'রে
যতনে লইয়া গেল কন্যা মমতায়।
অন্তঃপুর কক্ষে বসি আনন্দ সাগরে ভাসি
রাধা, ইন্দু, পঙ্কজিনী করে পরিচয়,
বাহিরের কক্ষে হেথা কত গল্প কত কথা
নগেন্দ্র, নবীন, আর দেবব্রত কয়।
নগেন্দ্রের কন্যা "হেমা" রূপে গুণে অনুপমা,
সুচারু কুসুম-হাস বিনম্র বদন,
অমৃত সিঞ্চিত স্বরে গুণ গুণ গান ধরে
আসিয়া তাঁ'দের কাছে দিল দরশন।
নবীন বলিল তা'রে গাওত মা' উচ্চৈঃস্বরে
শুনাও বারেক 'ওই সুমধুর তান,
নিকটে আছিল বীণা ধীরে ধীরে মূরছনা
করিয়া ধরিল বালা বিষাদের গান।
সকলে স্তম্ভিত হ'য়ে বালিকার মুখ চেয়ে
শুনিল বিষাদ ভরা তাহার সঙ্গীত,

ইন্দুর জীবন গাথা ইন্দুর মরম ব্যথা
ইন্দুর উচ্ছ্বাসে গান হয়েছে রচিত।
সুদূর অতীতে তা'র সুখের শান্তির আর
ছিল যেই প্রেমময় প্রীতির জীবন,
কেমনে তা' নদীতীরে ভাগিরথী পূত-নীরে
পতির সহিত তা'র হ'ল বিসর্জ্জন।
কেমনে সে মৃত্যু কোলে ভাসিতে ভাসিতে জলে
নিরাশ্রয়া হ'য়ে পুনঃ পাইল আশ্রয়,
কিন্তু তা'র প্রাণেশ্বর অতল জলধি 'পর
আঁধ'রে ভাসিয়া গেল কে জানে কোথায়!
বুকে ধরে কত আশা কত প্রেম ভালবাসা
কত আশাপথ চেয়ে এ তিন বৎসর,
কাটাইল কত দুখে ভারতের বুকে বুকে
করিল সন্ধান, পতি মিলিল না তা'র।
পুণ্য তীর্থ হরিদ্বারে খুঁজিতেছে দ্বারে দ্বারে,
জাগ্রত ঈশ্বর পতি যদি নাহি পায়,
সুনীল শীতল জলে কিম্বা পড়ি শিলাতলে,
হৃদয়ের জ্বালা ইন্দু জুড়াবে নিশ্চয়।
শুনিয়া এ শোক গান বিষাদে ভরিল প্রাণ
দেবব্রত নেত্র কোণে দেখা দিল জল,
তখন কাতর স্বরে কহিল সে বালিকারে
"কে শিখা'ল এই গান বলত মা' বল"!

বলিলেন হাসি তিনি "লহ তব ইন্দ্রাণী
দুর্যোগে তরণী আর চড়োনা কখন"—ইন্দুমতী পৃ ১৮১

বালিকা। পিসিমা।

দেবব্রত। কোথায় তিনি ?

বালিকা। বাড়ীর ভিতর।

নগেন্দ্র বলিল তাঁ'রে যদি ইচ্ছা হয়,
বালিকার সাথে যেতে পারেন তথায়।

পেয়ে তাঁ'র অনুমতি দেবব্রত শীঘ্রগতি
বালিকার হাত ধরে গেল দ্বার দেশে,
যেমন খুলিল দ্বার দেখিল কি চমৎকার
কে তা'র ধরিল হাত বরণের বেশে !
মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনি তা'র সহ হুলুধ্বনি
উঠিল পুরীর মাঝে ঘন ঘন ঘন,
সুসজ্জিত গৃহান্তরে পঙ্কজিনী লয়ে তাঁ'রে
দেখাইল বধূ বেশী ইন্দুরে তখন।
তখন আশীষ করি ইন্দুমতী হাত ধরি
দেবব্রত হাতে হাত করি সমর্পন,
বলিলেন হাসি তিনি "লহ তব ইন্দুরাণী,
দুর্যোগে তরণী আর চড়োনা কখন।"

সমাপ্ত।